

মহীহ আল বুখারী

১ম খণ্ড

صحيح البخاری

মজলদ ১

كِتَابُ الْجَنَائِزِ (জানাযার বর্ণনা)

১. অনুচ্ছেদ : জানাযা সংক্রান্ত যাকিছু বর্ণিত হয়েছে এবং যে ব্যক্তির সর্বশেষ বাক্য হবে “লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ” ওহাব ইবনে মুনাঝ্জাহকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, “লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ” কি জান্নাতের চাবি নয় ? উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ, তবে দাঁতবিহীন কোনো চাবিই হয় না, কাজেই যদি তুমি দাঁত বিশিষ্ট চাবি ব্যবহার কর, তাহলে তোমার জন্য জান্নাত খোলা হবে, অন্যথায় নয়।

১১৫৮. عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَتَانِي أَمْرٌ مِنْ رَبِّي فَأُخْبِرُنِي أَوْ قَالَ بَشَرُنِي أَنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ قُلْتُ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ ، قَالَ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ .

১১৫৮. আবু যার গিফারী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, আমার রবের কাছ থেকে জনৈক আগমনকারী (হযরত জিবরাঈল) এসে আমাকে এ খবর দিয়েছেন, অথবা তিনি বলেছেন, এ সুসংবাদ প্রদান করেছেন যে, আমার উম্মতের মধ্যে যে ব্যক্তি আদ্বাহর সাথে কাউকে শরীক না করে মারা যায় সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, যদি সে জিনা করে এবং যদি চুরি করে থাকে তবুও ? উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ, যদিও সে জিনা করে থাকে এবং যদিও সে চুরি করে থাকে।^১

১১৫৯. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ وَقُلْتُ أَنَا مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ .

১১৫৯. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, যে ব্যক্তি আদ্বাহর সাথে শরীক করে মৃত্যুবরণ করে, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। কিন্তু আমি (বর্ণনাকারী) বলছি, যে ব্যক্তি আদ্বাহর সাথে কোনো কিছুকে শরীক না করে মারা যাবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

২. অনুচ্ছেদ : জানাযার পিছনে পিছনে চলা।

১১৬০. عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ أَمَرَنَا بِاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَعِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَاجَابَةِ الدَّاعِي وَتَصْرِ الْمَظْلُومِ وَأَبْرَارِ الْقَسَمِ وَرَدِّ السَّلَامِ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَنَهَانَا عَنْ أُنْيَةِ الْفِضَةِ وَخَاتَمِ الذَّهَبِ وَالْحَرِيرِ وَالْدِّيْبَاجِ وَالْقِسِيِّ وَالْأَسْتَبْرَقِ .

১: কৃতকর্মের শাস্তি ভোগ অথবা কমা লাভের পরই সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।

১১৬০. বারাআ ইবনে আযেব রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল স. আমাদেরকে সাতটি বিষয়ের আদেশ দিয়েছেন এবং সাতটি কাজ করতে নিষেধ করেছেন। তিনি আমাদেরকে জানাযার পিছনে চলতে, রোগীর সেবা করতে, আহ্‌লানকারীর^২ আহ্‌লানের জবাব দিতে, ময়লুমের সাহায্য করতে, শপথ পূর্ণ করতে, সালামের জবাব দিতে এবং হাঁচি^৩ প্রদানকারীর জন্য দোআ করার আদেশ করেছেন। তিনি আমাদেরকে রূপার পাত্র, সোনার আর্থি, রেশম জাতীয় পোশাক, গুটি পোকার আঁশে তৈরী কাপড়, কস মিশ্রিত পোশাক ও ভসর বা ভসরে সেলাইকৃত পোশাক ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

১১৬১. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ رَدُّ السَّلَامِ وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ وَاجَابَةُ الدَّعْوَةِ وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ .

১১৬১. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ স.-কে বলতে শুনেছি, এক মুসলমানের ওপর অন্য মুসলমানের পাঁচটি হক রয়েছে, যথা—সালামের জবাব দেয়া, রুগ্ন ব্যক্তির সেবা-শুশ্রূষা করা, জানাযার অনুগমন করা, দাওয়াত কবুল করা এবং হাঁচি দাতার আল “হামদুলিল্লাহ”র জবাবে “ইয়ারহামুকাল্লাহ” বলা।

৩. অনুচ্ছেদ : কাকন পরানোর পর মৃত ব্যক্তির কাছে যাওয়া।

১১৬২. عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ أَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى فَرَسِهِ مِنْ مَسْكَنِهِ بِالسُّنْحِ حَتَّى نَزَلَ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ فَلَمْ يَكْلَمْ النَّاسَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ فَتَيَمَّمُ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ مُسْجَى بِبُرْدٍ حَبْرَةٍ فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ أَكَبَّ عَلَيْهِ فَقَبَّلَهُ ثُمَّ بَكَى فَقَالَ يَا أَبَى أَنْتَ يَا نَبِىُّ اللَّهِ لَا يَجْمَعُ اللَّهُ عَلَيْكَ مَوْتَيْنِ أَمَّا الْمَوْتَةُ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ فَقَدْ مَتَّهَا قَالَ أَبُو سَلَمَةَ فَأَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ خَرَجَ وَعُمَرُ يَكْلُمُ النَّاسَ فَقَالَ اجْلِسْ فَأَبَى فَقَالَ اجْلِسْ فَأَبَى فَتَشْهَدُ أَبُو بَكْرٍ فَمَالَ إِلَيْهِ النَّاسُ وَتَرَكَوْا عُمَرَ فَقَالَ أَمَّا بَعْدُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْْبُدُ مُحَمَّدًا ﷺ فَإِنَّ مُحَمَّدًا ﷺ قَدْ مَاتَ وَمَنْ كَانَ يَعْْبُدُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ حَىٌّ لَا يَمُوتُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ..... إِلَى الشَّاكِرِينَ وَاللَّهُ لَكَانَ النَّاسَ لَمْ يَكُونُوا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ حَتَّى تَلَاهَا أَبُو بَكْرٍ فَتَلَقَّاهَا مِنْهُ النَّاسُ فَمَا يَسْمَعُ بَشَرٌ إِلَّا يَتْلُوهَا .

২. আহ্‌লানকারীর আহ্‌লান অর্থ সংকাজ অথবা গোনাহ হবে না এমন কাজের দিকে আহ্‌লান বুখারী।

৩. হাঁচি প্রদানকারীর জন্য দোআর অর্থ হচ্ছে তা “আলহামদু লিল্লাহ” বলার জবাবে “ইয়ারহামুকাল্লাহ” বলা।
এ রেওয়াজাতে নিষিদ্ধ সত্তম বহুটি বাদ পড়েছে, তা হচ্ছে রেশমী পশি, যা সত্তরারীর পিঠে রাখা হয়।

১১৬২. নবী স.-এর স্ত্রী আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু বকর রা. তার 'সুনাহ' নামক স্থানের বাড়ী থেকে ফিরে আসার পর ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে সোজা মসজিদে প্রবেশ করলেন, কারো সাথে কথা বললেন না। পরে আয়েশার কাছে এসে নবী স.-এর কাছে গেলেন, তখন তিনি [নবী স.] নকশাবিহীন একখানা সাদা চাদর দ্বারা আবৃত ছিলেন। অতপর নবী স.-এর মুখের ওপর থেকে চাদর সরিয়ে ঝুঁকে চুমু খেলেন, তারপর কাঁদলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর নবী! আমার পিতা আপনার ওপর উৎসর্গ হোক, আল্লাহ দু মৃত্যু আপনার মধ্যে একত্রিত করবেন না, অবশ্য যে মৃত্যু আল্লাহ আপনার জন্য নির্ধারিত রেখেছিলেন তা আপনি বরণ করেছেন। আবু সালামা বলেন, ইবনে আব্বাস রা. আমাকে একথাও বলেছেন যে, আবু বকর রা. বের হয়ে দেখলেন, উমর রা. লোকদের সামনে ভাষণ দিচ্ছেন। আবু বকর রা. তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন, 'আপনি বসে পড়ুন। কিন্তু উমর রা. সে কথায় কর্ণপাত করলেন না। তিনি পুনরায় বললেন, আপনি বসে পড়ুন। কিন্তু উমর রা. সে কথায় কর্ণপাত করলেন না। তিনি পুনরায় বললেন, আপনি বসে পড়ুন। এবারও তিনি বসতে অস্বীকৃতি জানালেন। এবার আবু বকর রা. কালেমা শাহাদাত পাঠ করলেন। জনতা উমরকে ছেড়ে তাঁর দিকে ধাবিত হলো। তিনি বললেন, (শোন) তোমাদের মধ্যে যারা মুহাম্মাদ স.-এর ইবাদাত করতে তারা নিশ্চিতভাবে জেনে নাও যে, মুহাম্মাদ স. সত্য সত্যই ইন্তেকাল করেছেন। আর যারা সর্বশক্তিমান আল্লাহর ইবাদাত করছো তারাও সুনিশ্চিতভাবে জ্ঞাত হও যে, মহান আল্লাহ চিরঞ্জীব, তিনি মরবেন না।"- (আল কুরআনে) আল্লাহ সুস্পষ্ট ঘোষণা করেছেন : "মুহাম্মাদ স. একজন রসূল ভিন্ন অন্য কিছু নন। তাঁর পূর্বেও বহুসংখ্যক নবী অতিবাহিত হয়ে গেছেন।" তিনি আয়াতটি الشَّاكِرِينَ পর্যন্ত তেলাওয়াত করেছেন। (বর্ণনাকারী বলেন,) আল্লাহর শপথ, এ আয়াতটি শোনার পর লোকদের মনে হচ্ছিল যেন আল্লাহ এ আয়াতটি নাযিল করেছেন এর পূর্বে কারো জানা ছিল না, আর আবু বকর রা. আয়াতটি তেলাওয়াত করার পর উপস্থিত সবাই তাঁর কাছ থেকে তা শিখে নিল। শুধু এতটুকু নয়, যে ব্যক্তি তা শুনেছে সে তৎক্ষণাৎ তা তেলাওয়াত করেছে।

১১৬৩. أَنُّ أُمُّ الْعَلَاءِ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ بَايَعَتِ النَّبِيَّ ﷺ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ اقْتَسِمَ الْمُهَاجِرُونَ قُرْعَةً فَطَارَ لَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَطْعُونٍ فَأَنْزَلْنَاهُ فِي آيَاتِنَا فَوَجِعَ وَجَعَهُ الَّذِي تُوَفِّي فِيهِ فَلَمَّا تُوَفِّيَ وَغَسَلَ وَكَفَّنَ فِي أَتْوَابِهِ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ أَبَا السَّائِبِ فَشَهِدَاتِي عَلَيْكَ لَقَدْ أَكْرَمَكَ اللَّهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّ اللَّهَ أَكْرَمَهُ فَقُلْتُ بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَنْ يُكْرِمُهُ اللَّهُ فَقَالَ أَمَّا هُوَ فَقَدْ جَاءَهُ الْيَقِينُ وَاللَّهُ إِنِّي لَأَرْجُوهُ الْخَيْرَ وَاللَّهُ مَا أَدْرِي وَأَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ مَا يَفْعَلُ بِي قَالَ فَوَاللَّهِ لَا أَزْكِي أَحَدًا بَعْدَهُ أَبَدًا.

১১৬৩. উম্মুল আ'লা নাম্নী আনসারদের জনৈক মহিলা যিনি রসূল স.-এর কাছে বাইয়াত গ্রহণ করেছেন তিনি বলেন, [রসূল স.] মুহাজিরগণকে যখন লটারীর মাধ্যমে মদীনার আনসারদের মধ্যে (পুনর্বাসনের জন্য) ভাগ করছিলেন, তখন উসমান ইবনে মাযউন পড়েন আমাদের অংশে। আমরা তাঁকে আমাদের গৃহে স্থান দিলাম। পরে তিনি রোগাক্রান্ত

হলেন এবং সে রোগে মারা গেলেন। মারা যাওয়ার পর তাঁকে গোসল দিয়ে কাফনের কাপড় পরানো হলো, এমন সময় রসূলুল্লাহ স. আসলেন। (বর্ণনাকারিণী বলেন) আমি বললাম, হে আবু সায়েব ! (উসমানের উপাধি) তোমার উপর আল্লাহর অনুগ্রহ বর্ষিত হোক, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাকে সম্মানিত করেছেন। রসূলুল্লাহ স. জিজ্ঞেস করলেন, হে উম্মুল আ'লা ! তুমি একথা কেমন করে জানলে ? উত্তরে আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল ! আমার পিতা আপনার ওপর উৎসর্গ হোক, (যদি তিনি সম্মানিত না হয়ে থাকেন) তাহলে আল্লাহ আর কাকে সম্মানিত করবেন ? তিনি [রসূলুল্লাহ স.] বললেন, একথা নিশ্চিত যে, তার মৃত্যু হয়ে গেছে, আল্লাহর শপথ! আমি কেবল মাত্র তার কল্যাণেরই আশা রাখি। আল্লাহর শপথ! আমিও জানি না আমার সাথে কিরূপ আচরণ করা হবে, অথচ আমি আল্লাহর রসূল। উম্মুল আ'লা বলেন, আল্লাহর শপথ! এরপর থেকে আমি আর কখনো কারোর নিষ্পাপ ও পবিত্রাত্মা হবার কথা ঘোষণা করিনি।

১১৬৪. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَمَّا قُتِلَ أَبِي جَعَلْتُ أَكْشِفُ النَّوْبَ عَنْ وَجْهِهِ أَبْكِي وَيَتَهَوَّنِي عَنْهُ وَالنَّبِيُّ ﷺ لَا يَنْهَانِي فَجَعَلْتُ عَمَّتِي فَاطِمَةَ تَبْكِي فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ تَبْكِينَ أَوْ لَا تَبْكِينَ مَا زَالَتِ الْمَلَائِكَةُ تَظْلُمُهُ بِأُجْنِحَتِهَا حَتَّى رَفَعْتُمُوهُ.

১১৬৪. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা (ওহদের যুদ্ধে) শহীদ হলে আমি তাঁর মুখের ওপর থেকে কাপড় সরিয়ে কাঁদতে লাগলাম। লোকেরা আমাকে (কাঁদতে) নিষেধ করছিল, অথচ নবী স. আমাকে নিষেধ করেননি। অতপর ফুফু ফাতেমা কাঁদতে থাকলে নবী স. বললেন, তোমরা কাঁদ আর না-ই কাঁদ যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা তাকে সরাবে না ততক্ষণ ফেরেশতা তাদের পাখা দ্বারা তাকে ছায়া করতে থাকবে।

৪. অনুচ্ছেদ : মৃতের পরিজনের কাছে মৃত্যু সংবাদ ঘোষণা করা।

১১৬৫. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَعَى النَّجَّاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا.

১১৬৫. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যেদিন নাজ্জাশীর^৪ মৃত্যু হয়, সেদিন রসূলুল্লাহ স. তার মৃত্যু সংবাদ লোকদের মধ্যে ঘোষণা করেন।^৫ তিনি নামাযের স্থানে লোকদেরকে কাতারবদ্ধ করলেন এবং চার তাকবীর উচ্চারণ করলেন। (অর্থাৎ জানাযার নামায আদায় করলেন)।

১১৬৬. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَخَذَ الرَّأْيَةَ زَيْدٌ فَأُصِيبَ ثُمَّ أَخَذَهَا جَعْفَرٌ فَأُصِيبَ ثُمَّ أَخَذَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَأُصِيبَ وَإِنْ عَيْنِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَتَذَرِفَانِ ثُمَّ أَخَذَهَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ مِنْ غَيْرِ امْرَأَةٍ فَفُتِحَ لَهُ -

৪. 'নাজ্জাশী' আবিসিনিয়ার রাজার উপাধি। তার নাম ছিল 'আসহামস'। হানাকী মাযহাব মতে পায়োবানা জানাযার নামায জায়েয নয়। নাজ্জাশীর মৃত্যু নাসারার দেশে মুসলমান অবস্থায় হয়েছিল। সুতরাং বিশেষ কারণে, বিশেষ ব্যবস্থায় তা পড়া হয়েছে।

৫. মুসলমান পরম্পর ভাই, সুতরাং ইসলামী জাতিতে অনুযায়ী মুসলমানরা নাজ্জাশীর পরিজন।

১১৬৬. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. বলেছেন, 'যায়েদ; পতাকা হাতে নিয়েছে, সে শহীদ হয়েছে। তারপর 'জাফর' পতাকা হাতে নিয়েছে, সে শহীদ হয়েছে। অতপর 'আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা' পতাকা তুলে ধরেছে, সেও শহীদ হয়েছে। (বর্ণনাকারী বলেন,) এ সময় রসূলুল্লাহর দু চোখ থেকে অশ্রুধারা প্রবাহিত হচ্ছিল। অবশেষে নেতৃত্বের অন্য কোনো পূর্ব নির্দেশ না থাকায় 'খালিদ ইবনে ওয়ালীদ' পতাকা হাতে নিয়েছে এবং তার দ্বারাই বিজয় সূচিত হয়েছে।^৬

৫. অনুচ্ছেদ : সন্তান মারা গেলে সে জন্য ধৈর্যধারণ করার ফযীলত। মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন, তিনি বলেছেন, নবী স. (অভিযোগের সূরে) বলেন, তোমরা আমাকে কেন খবর দাওনি ?

১১৬৭. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَاتَ إِنْسَانٌ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعُودُهُ فَمَاتَ بِاللَّيْلِ فَدَفَنُوهُ لَيْلًا فَلَمَّا أَصْبَحَ أَخْبَرُوهُ فَقَالَ مَانَعَكُمْ أَنْ تَعْلَمُونَنِي قَالُوا كَانَ اللَّيْلُ فَكْرَهْنَا وَكَانَ ظُلْمَةٌ أَنْ نَشُقَّ عَلَيْكَ فَآتَى قَبْرَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ .

১১৬৭. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাতে এমন এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছিল, সবসময় রসূলুল্লাহ স. যার খোঁজ-খবর নিতেন। লোকেরা রাতেই তাকে দাফন করেছিল। পরদিন সকালে রসূলুল্লাহ স.-কে সে সংবাদ জানালে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা আমাকে তখন জানাওনি কেন ? উত্তরে তারা বললো, রাতের কারণে আমরা আপনাকে সংবাদ দেয়া পসন্দ করিনি। বিশেষ করে অন্ধকার রাতে আপনাকে কষ্ট দেয়া আমাদের পসন্দ হয়নি। অতপর তিনি সে ব্যক্তির কবরের পাশে এসে দোআ করলেন।

৬. অনুচ্ছেদ : সন্তান মারা গেলে সেজন্য ধৈর্যধারণ করার ফযীলত। আল্লাহ ঘোষণা করেছেন, এবং ধৈর্যধারণকারীদেরকে সুসংবাদ প্রদান কর।

১১৬৮. عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا مِنَ النَّاسِ مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَفَّى لَهُ ثَلَاثٌ لَمْ يَلْغُوا الْحَنْثَ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ أَيَّاهُمْ .

১১৬৮. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, কোনো মুসলমানের তিনটি অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তান মৃত্যুবরণ করলে তাদের (শিশু সন্তান) প্রতি অনুগ্রহ ও রহমতের কারণে আল্লাহ ঐ ব্যক্তিকে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

১১৭৭. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ النَّسَاءَ قُلْنَ لِلنَّبِيِّ ﷺ اجْعَلْ لَنَا يَوْمًا فَوْعَظْهُنَّ وَقَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَ لَهَا ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ كَانُوا حِجَابًا مِنَ النَّارِ قَالَتْ امْرَأَةٌ وَاثْنَانِ قَالَ وَاثْنَانِ وَقَالَ شَرِيكَ عَنْ ابْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ حَدَّثَنِي أَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ لَمْ يَلْغُوا الْحَنْثَ .

৬. সিরিয়া এলাকায় 'বালকা' নামক স্থানে ৮ম হিজরীতে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। নবী স. মদীনা থেকেই মুসলমানদেরকে সমর ক্ষেত্রের বিবরণ শুনাচ্ছিলেন। ইসলামের ইতিহাসে এটি 'মুতার যুদ্ধ' নামে প্রসিদ্ধ।

১১৬৯. আবু সাঈদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কিছুসংখ্যক মহিলা নবী স.-এর কাছে আবেদন করলো, আপনি আমাদের জন্য একটি দিন ধার্য করুন। নবী স. তাদের আবেদন মঞ্জুর করে একদিন তাদেরকে নসীহত করলেন। তিনি বললেন, যে নারীর তিনটি সন্তান মারা যায় তারা তার জন্য জাহান্নামের আগুন থেকে অন্তরাল হয়ে দাঁড়াবে। জনৈক মহিলা প্রশ্ন করলো, যদি দুটি সন্তান মারা যায়? উত্তরে নবী স. বললেন, হ্যাঁ, দু'টিও।

ইমাম বুখারী র. বলেন, 'ওরাইক' নামক একজন বর্ণনাকারী ইবনে আসবিহানী থেকে বর্ণনা করেন যে, আবু ছালেহ আমাকে আবু সাঈদ খুদরী ও আবু হুরাইরা হতে এবং তারা উভয়ে নবী স. থেকে রেওয়াযাত করেছেন। অবশ্য আবু হুরাইরার বর্ণনায় 'যে সমস্ত সন্তান অপ্রাপ্তবয়স্ক রয়েছে'। কিন্তু আবু সাঈদের বর্ণনায় সে বাক্যটির উল্লেখ নেই।^৭

১১৭০. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَمُوتُ لِمُسْلِمٍ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَيَلِجَ النَّارَ إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ ، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا .

১১৭০. আবু হুরাইরা রা. নবী স. থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, কোনো মুসলমানের তিনটি সন্তান মারা যাবে আর সে ব্যক্তি অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হবে, এমন হতে পারে না। তবে কেবলমাত্র শপথ রক্ষার্থে (জাহান্নামে যাবে)।^৮ হযরত আবু আবদুল্লাহ বলেন, "তোমাদের প্রত্যেকের আগুনে প্রবেশ না করে গতাস্তর নেই।"

৭. অনুচ্ছেদ : কবরের পাশে কোনো ব্যক্তির, কোনো নারীকে সবার করার নসীহত করা।

১১৭১. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِامْرَأَةٍ هَذَا قَبْرِ وَهَى تَبْكِي فَقَالَ اتَّقِي اللَّهَ وَاصْبِرِي .

১১৭১. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী স. এমন এক নারীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যে কবরের পাশে কাঁদছিল। তিনি তাকে লক্ষ্য করে বললেন, আল্লাহকে ভয় কর এবং সবার কর।

৮. অনুচ্ছেদ : মৃতকে কুলপাতা সিন্দ পানি দিয়ে গোসল ও অমু করানো। ইবনে উমর রা. সাঈদ ইবনে য়ায়েদের মৃত পুত্রকে খোশবু লাগিয়েছেন, তাকে বহন করেছেন এবং জানাযা পড়েছেন। (এরপরে) অমু করেননি। ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন, মুসলমান জীবিত ও মৃত কোনো অবস্থায়ই অপবিত্র হয় না। সাঈদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রা. বলেন, যদি মৃত দেহ নাপাক হতো তাহলে আমি তাকে স্পর্শ করতাম না। নবী স. বলেছেন, মুমিন নাপাক হয় না।

১১৭২. عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ تَوَفَّيْتُ ابْنَتَهُ فَقَالَ اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ

৭. উভয় বর্ণনাকারীর বর্ণনায় যে শাব্দিক পার্থক্য রয়েছে এ স্থানে ইমাম বুখারী র. কেবল তা-ই প্রকাশ করেছেন।

৮. কুরআনের এক স্থানে বলা হয়েছে : وَإِنْ مِنْكُمْ شَظِيحٌ ، তোমাদের প্রত্যেকের অগ্নিতে প্রবেশ না করে গতাস্তর নেই।" অর্থাৎ প্রত্যেককে 'পুলসিরাতি' পার হতেই হবে এবং তা রয়েছে জাহান্নামের ওপরে। সুতরাং প্রত্যেক জান্নাতবাসীকে অন্ততঃ একবার সে শপথ রক্ষার্থে জাহান্নামে প্রবেশ করতে হবে।

وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنِ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ فَإِذَا فَرَعْتُنْ فَادْنِنِي
فَلَمَّا فَرَعْنَا أَنْتَاهُ فَأَعْطَانَا حَقُّوهُ فَقَالَ اشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ تَعْنِي إِزَارَهُ.

১১৭২. আনসার মহিলা উম্মে আতিয়া রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স.-এর কন্যা (যয়নবের) ইত্তেকাল হলে তিনি আমাদের কাছে বললেন, তোমরা একে কুলপাতা সিদ্ধ পানি দিয়ে তিনবার, অথবা পাঁচবার অথবা প্রয়োজনবোধে আরো অধিকবার গোসল দাও। শেষবারে কর্পুর অথবা কর্পুর জাতীয় অন্য কোনো খোশবু তাতে মিশাও। এসব শেষ হলে আমাকে খবর দাও। (বর্ণনাকারিণী বলেন,) আমরা কাজ শেষ করে তাঁকে জানালে তিনি নিজের তহবন্দ আমাদেরকে দিয়ে বললেন, এটা তার গায়ের সাথে জড়িয়ে দাও।

৯. অনুচ্ছেদ ৪ বেজোড় সংখ্যায় গোসল দেয়া মুস্তাহাব।

১১৭৩. عَنْ أُمِّ عَطِيَّةٍ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ
فَقَالَ اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنِ فِي الْآخِرَةِ
كَافُورًا فَإِذَا فَرَعْتُنْ فَادْنِنِي فَلَمَّا فَرَعْنَا أَنْتَاهُ فَالْقَى إِلَيْنَا حَقُّوهُ فَقَالَ
اشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ فَقَالَ أَيُّوبُ وَحَدَّثْتَنِي حَفْصَةُ بِمِثْلِ حَدِيثِ مُحَمَّدٍ وَكَانَ فِي
حَدِيثِ حَفْصَةَ اغْسِلْنَهَا وَثَرًا وَكَانَ فِيهِ ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا وَكَانَ فِيهِ أَنَّهُ
قَالَ ابْدُؤْا بِمِيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا وَكَانَ فِيهِ أَنْ أُمِّ عَطِيَّةٍ قَالَتْ
وَمَشَطْنَاهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ.

১১৭৩. উম্মে আতিয়া রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আমরা রসূলুল্লাহ স.-এর কন্যাকে গোসল দিচ্ছিলাম, তখন তিনি আমাদের কাছে এসে বললেন, তোমরা একে কুলপাতা সিদ্ধ পানি দ্বারা তিনবার অথবা পাঁচবার অথবা প্রয়োজনবোধে আরো অধিকবার গোসল দাও এবং শেষবার তাতে কর্পুর মিশাও এবং এসব কাজ শেষ হলে আমাকে খবর দাও। (বর্ণনাকারিণী বলেন,) সবশেষ করে আমরা তাঁকে খবর দিলে তিনি নিজের তহবন্দ আমাদের দিকে ছুঁড়ে বললেন, এটাকে তার গায়ের সাথে জড়িয়ে দাও।

বর্ণনাকারী আইয়ুব রা. বলেন, হাফসা বিনতে সীরীনও আমাকে মুহাম্মাদ ইবনে সীরীনের বর্ণনানুযায়ী রেওয়ায়াত করেছেন, অবশ্য হাফসার রেওয়ায়াতে বে-জোড় সংখ্যায় তিনবার অথবা পাঁচবার অথবা সাতবার গোসল দেয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে। সেখানে একথাও উল্লেখ আছে যে, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, তোমরা তার ডানদিক থেকে আরম্ভ কর এবং অমুর স্থানগুলো সর্বপ্রথমে ধুয়ে নাও। সেখানে একথাও আছে যে, উম্মে আতিয়া রা. বলেন, আমরা তার চুলগুলো আঁচড়ে তিনটি গোছায় বিভক্ত করে দিয়েছি।

১০. অনুচ্ছেদ ৪ মৃতের গোসল ডান দিক থেকে আরম্ভ করতে হবে।

১১৭৪. عَنْ أُمِّ عَطِيَّةٍ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي غُسْلِ ابْنَتِهِ ابْدَأَنَّ بِمِيَامِنِهَا
وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا.

১১৭৪. উম্মে আতিয়া রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. তাঁর কন্যার গোসল দেয়ার ব্যাপারে বলেন, তোমরা তার ডান দিক হতে এবং অযুর অঙ্গসমূহ থেকে গোসল দেয়া আরম্ভ কর।

১১. অনুচ্ছেদ : মৃতের অযুর স্থানগুলো প্রথমে ধুয়ে দেয়া।

১১৭৫. عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ لَمَّا غَسَلْنَا بِنْتَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَنَا وَنَحْنُ نَفْسُهَا اِبْدُؤْا بِمِيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ .

১১৭৫. উম্মে আতিয়া রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আমরা নবী স.-এর কন্যাকে গোসল দিচ্ছিলাম তখন তিনি আমাদেরকে বললেন, তোমরা তার ডান দিক হতে এবং অযুর স্থানগুলো থেকে গোসল দেয়া আরম্ভ কর।

১২. অনুচ্ছেদ : পুরুষের তহবন্দ দিয়ে নারীকে কাফন দেয়া যাবে কি ?

১১৭৬. عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ تُوْفِّي بِنْتُ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لَنَا اِغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنْ فَإِذَا فَرَعْتُنْ فَأَذْنِنِي فَلَمَّا فَرَعْنَا أَذْنَاهُ فَنَزَعَ مِنْ حِقْوِهِ إِزَارَهُ وَقَالَ اشْعِرْنَهَا أَيَّاهُ .

১১৭৬. উম্মে আতিয়া রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স.-এর কন্যা (যয়নব) ইন্তেকাল করলে তিনি আমাদেরকে বললেন, তোমরা একে তিনবার, পাঁচবার অথবা প্রয়োজনবোধে আরো অধিকবার গোসল করাও এবং তোমাদের কাজ শেষ হলে আমাকে সংবাদ দাও। (বর্ণনাকারিণী বলেন,) আমরা গোসলের কাজ শেষ করে তাঁকে খবর দিলে তিনি নিজের তহবন্দ খুলে দিয়ে বললেন, এটা তার গায়ের সাথে জড়িয়ে দাও।

১৩. অনুচ্ছেদ : গোসলের শেষবারে কর্পুর মিশানো।

১১৭৭. عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ تُوْفِّيَتْ أَحَدَى بَنَاتِ النَّبِيِّ ﷺ فَخَرَجَ فَقَالَ اِغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنْ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنِ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْنًا مِنْ كَافُورٍ فَإِذَا فَرَعْتُنْ فَأَذْنِنِي قَالَتْ فَلَمَّا فَرَعْنَا أَذْنَاهُ فَالْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ فَقَالَ اشْعِرْنَهَا أَيَّاهُ وَعَنْ أَيُّوبَ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ بَنَحُوهُ وَقَالَتْ أَنَّهُ قَالَ اِغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنْ قَالَتْ حَفْصَةُ قَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ وَجَعَلْنَا رَأْسَهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ .

১১৭৭. উম্মে আতিয়া রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স.-এর কোনো এক কন্যার ইন্তেকাল হলে তিনি আমাদের কাছে এসে বললেন, তোমরা পানি ও কুলপাতা দিয়ে একে তিনবার, পাঁচবার অথবা প্রয়োজনবোধে আরো অধিকবার গোসল দাও এবং শেষবারে কর্পুর অথবা কর্পুর জাতীয় কোনো খোশবু তাতে মিশাও। এ কাজ শেষ হলে আমাকে খবর দাও। (বর্ণনাকারিণী বলেন,) আমরা কাজ শেষ করে তাঁকে খবর দিলে তিনি নিজের

তহবন্দ আমাদের দিকে ছুঁড়ে বললেন, এটাকে তার গায়ের সাথে জড়িয়ে দাও। আইয়ুব হাফসাহ হতে এবং তিনি উম্মে আতিয়া হতে অনুরূপভাবে বর্ণনা করেছেন। অবশ্য উক্ত রেওয়াজাতে একথাও আছে যে, (বর্ণনাকারিণী বলেন,) রসূলুল্লাহ স. আমাদেরকে তিনবার, পাঁচবার, সাতবার অথবা প্রয়োজনবোধে আরো অধিকবার গোসল দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। হাফসা বলেন, উম্মে আতিয়া একথাও বলেছেন যে, আমরা তার চুলগুলোকে তিনটি গোছায় ভাগ করে দিয়েছিলাম।

১৪. অনুচ্ছেদ ৪ : স্ত্রীলোকের চুল খুলে দেয়া। ইবনে সীরীন র. বলেছেন, নারীদের চুল খুলে দেয়ার মধ্যে কোনো গোনাহ নেই।

১১৭৮. عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ قَالَتْ حَدَّثَنَا أُمُّ عَطِيَّةٍ أَنَّهُنَّ جَعَلْنَ رَأْسَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَةَ قُرُونٍ نَقَضْنَهُ ثُمَّ غَسَلْنَهُ ثُمَّ جَعَلْنَهُ ثَلَاثَةَ قُرُونٍ .

১১৭৮. হাফসা বিনতে সীরীন রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মে আতিয়া আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, তারা (মহিলারা) নবী স.-এর দুহিতার মাথার চুল তিন গোছায় বিভক্ত করেছেন। তিনি বলেন, আমরা প্রথমে তার চুল খুলে দিয়েছি, অতপর তা ধুয়ে ফেলে তিনটি গোছায় বিভক্ত করে দিয়েছি।

১৫. অনুচ্ছেদ ৪ : মৃতের গায়ে কিভাবে কাপড় জড়ানো হবে? এ প্রসঙ্গে হাসান বসরী র. বলেছেন, ভেতরের পক্ষম কাপড়খানা দিয়ে জামার নীচে উরু ও নিতম্বদ্বয়কে শক্ত করে বাঁধতে হবে।

১১৭৯. عَنْ ابْنِ سِيرِينَ يَقُولُ جَاءَتْ أُمُّ عَطِيَّةٍ امْرَأَةً مِّنَ الْأَنْصَارِ مِنَ اللَّاتِي بَايَعْنَ النَّبِيَّ ﷺ قَدِمَتِ الْبَصْرَةَ ثَبَابِرُ ابْنِهَا لَهَا فَلَمْ تَدْرِكْهُ فَحَدَّثَتْنَا قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ فَقَالَ اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا فَإِذَا فَرَعْتُنَّ فَأَذْنِنِي قَالَتْ فَلَمَّا فَرَعْنَا الْقَى الْيَنَّا حَقْوَهُ فَقَالَ اشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ وَلَا أَدْرِي أَى بَنَاتِهِ وَزَعَمَ أَنَّ الْأَشْعَارَ الْفُفْنَهَا فِيهِ وَكَذَلِكَ كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَأْمُرُ بِالْمَرْأَةِ أَنْ تَشْعَرَ وَلَا تُؤْزَرَ .

১১৭৯. ইবনে সীরীন রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স.-এর হাতে বাইয়াত গ্রহণকারিণী আনসার রমণী উম্মে আতিয়া তার এক পুত্রের সাথে দেখা করার উদ্দেশ্যে বসরায় আসেন, কিন্তু কোনো কারণে তিনি পুত্রের দেখা পাননি। তিনি হাদীস বর্ণনা করে বলেছেন, নবী স. যখন আমাদের কাছে আসলেন, তখন আমরা তাঁর কন্যাকে গোসল দিচ্ছিলাম। তিনি আদেশ করলেন, তোমরা কুলপাতা সিক্ত পানি দ্বারা তিনবার, পাঁচবার অথবা প্রয়োজনবোধে আরো অধিকবার তাকে গোসল দাও এবং শেষবারে তাতে কর্পূর মিশাও আর এ কাজ সম্পন্ন হলে আমাকে সংবাদ দাও। (বর্ণনাকারিণী বলেন,) আমরা এ কাজ সম্পন্ন করলে তিনি আমাদের দিকে নিজের ইয়ার (তহবন্দ) নিষ্ক্ষেপ করে বললেন, এটা

তার গায়ের সাথে জড়িয়ে দাও। বর্ণনায় এর অধিক আর কোনো কথা নেই। বর্ণনাকারী বলেন, আমার জানা নেই ইনি রসূলুল্লাহর কোন্ কন্যা ছিলেন। তিনি এ ধারণাও করেন যে, মেয়েরা উক্ত ইয়ারখানা কাফনের ভেতর তার গায়ে জড়িয়ে দিয়েছিল। ইবনে সীরীন অনুরূপভাবে মেয়েদের গায়ের সাথে কাপড় জড়িয়ে দেয়ার নির্দেশ দিতেন, কেবলমাত্র চাদর আবৃত করা যথেষ্ট মনে করতেন না।^৯

১৬. অনুচ্ছেদ : মেয়েদের চুলগুলো কি তিন গোছায় ভাগ করা হবে ?

১১৮০. عَنْ أُمِّ الْهَذِيلِ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ ضَفَرْنَا شَعْرَ بِنْتِ النَّبِيِّ ﷺ تَعْنِي ثَلَاثَةَ قُرُونٍ وَقَالَ وَكَيْعٌ قَالَ سَفِيَانُ نَاصِبَتَهَا وَقَرْنَيْهَا.

১১৮০. উম্মে আতিয়া রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী স.-এর কন্যার চুলগুলোকে গুচ্ছাবদ্ধ করেছিলাম, অর্থাৎ তিনটি গোছায় ভাগ করেছিলাম। ওয়াকী সুফিয়ান থেকে রেওয়ায়াত করে বলেছেন, কপালের চুল নিয়ে এক গোছা এবং মাথার দু পাশের চুল নিয়ে দু গোছা (এভাবে তিন গোছা) করেছিলাম।

১৭. অনুচ্ছেদ : জীলোকের চুলগুলো তিন গোছায় বিভক্ত করে পেছনের দিকে ছেড়ে দেয়া হবে।

১১৮১. عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ تُوَفِّيتُ أَحَدَى بَنَاتِ النَّبِيِّ ﷺ فَاتَانَا النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ اغْسِلْنَهَا بِالسِّدْرِ وَثَرًا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ وَاجْعَلْنَ فِي الْأَخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ فَإِذَا فَرَعْتُنَّ فَادْنِنِي فَلَمَّا فَرَعْنَا أَذْنَاهُ فَالْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ فَضَفَرْنَا شَعْرَهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ وَالْقَيْنَاهَا خَلْفَهَا.

১১৮১. উম্মে আতিয়া রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স.-এর কোনো এক কন্যার ইন্তেকাল হলে, তিনি আমাদের কাছে এসে বললেন, তোমরা একে পানি ও কুলপাতা দ্বারা বেজোড় সংখ্যায় তিনবার, পাঁচবার অথবা ঐয়োজনবোধে আরো অধিকবার গোসল দাও এবং শেষবারে কর্পুর অথবা কর্পুর জাতীয় খোশবু লাগাও। তোমরা এসব কাজ সমাপ্ত করলে আমাকে সংবাদ দাও। (বর্ণনাকারিণী বলেন,) আমরা কাজ শেষ করে তাঁকে সংবাদ দিলে তিনি নিজের ইয়ার (লুঙ্গী) আমাদের দিকে নিক্ষেপ করলেন। অতপর আমরা তার চুলগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করে পেছনের দিকে ছেড়ে দিলাম।^{১০}

১৮. অনুচ্ছেদ : কাফনের জন্য সাদা কাপড়।

১১৮২. عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ يَمَانِيَةٍ بَيْضٍ سَحُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ لَيْسَ فِيهِنَّ قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ.

১১৮২. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স.-কে ইয়ামন দেশীয় তিন খণ্ড সাদা সুতী কাপড়ে কাফন দেয়া হয়েছে, তার মধ্যে পিরহান ও পাগড়ী ছিল না।

৯. কাফনে মেয়েদের পাঁচটি এবং পুরুষের তিনটি কাপড় হওয়াই সুন্নাত।

১০. হানাফী মাযহাবমতে, মেয়েদের চুল দু ভাগ করে বুকের ওপর দিয়ে ছেড়ে দিতে হবে এবং উল্লেখিত হাদীসের জবাবে বলা যায়, তা হাদীস বর্ণনাকারিণী উম্মে আতিয়ার কথা ও কাজ।

১৯. অনুচ্ছেদ ৪ কাফনে দু কাপড়ও যথেষ্ট।

১১৮৩. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ وَقَفَ بِعَرَفَةَ إِذْ وَقَعَ عَنْ رَأْسِهِ فَوَقَصَتْهُ أَوْ قَالَ فَاوْقَصَتْهُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفَّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ وَلَا تَحْنُطُوهُ وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يَبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا.

১১৮৩. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। একদা জনৈক ব্যক্তি আরাফাতে উপস্থিত ছিল। হঠাৎ সে সওয়ারী হতে পড়ে গেল। সওয়ারী তার ঘাড় মুচড়ে দিয়েছিল। অথবা আপনা আপনিই তার ঘাড় মুচড়ে গিয়েছিল (অর্থাৎ সে মারা গেল)। অতপর নবী স. বললেন, কুলপাতা সিদ্ধ পানি দিয়ে তাকে গোসল দাও এবং (পরিহিত) কাপড় দুটি দিয়েই কাফন দাও। কিন্তু (তার গোসলে অথবা কাফনে) কোনো প্রকার সুগন্ধি লাগাবে না এবং তার মাথাও আবৃত করবে না। কেননা সে কিয়ামতের দিন ‘তালবিয়া’ পাঠ করা অবস্থায় উঠবে। ১১

২০. অনুচ্ছেদ ৪ মৃতের দেহে খোশবু লাগানো।

১১৮৪. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ وَقَفَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِعَرَفَةَ إِذْ وَقَعَ مِنْ رَأْسِهِ فَاقْصَتْهُ أَوْ قَالَ فَوَقَصَتْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفَّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ وَلَا تَحْنُطُوهُ وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا.

১১৮৪. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ স.-এর সাথে আরাফাতে উপস্থিত ছিল। হঠাৎ সে তার সওয়ারী হতে পড়ে গেল। সওয়ারী তার ঘাড় মুচড়ে দিয়েছিল অথবা আপনা আপনিই তার ঘাড় মুচড়ে গিয়েছিল। (অর্থাৎ সে মারা গেল)। রসূলুল্লাহ স. বললেন, পানি এবং কুলপাতা দিয়ে তোমরা তাকে গোসল দাও এবং (পরিহিত) দু কাপড়ে তাকে কাফন দাও। তার গায়ে কোনো প্রকার সুগন্ধি লাগাবে না এবং তার মাথাও আবৃত করবে না। কেননা আল্লাহ তাকে কিয়ামতের দিন ‘তালবিয়াহ’ পাঠ করা অবস্থায় উঠাবেন।

২১. অনুচ্ছেদ ৪ মুহর্রিমকে কিভাবে কাফন দেয়া হবে ?

১১৮৫. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلًا وَقَصَهُ بَعِيرُهُ وَنَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفَّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ وَلَا تَمْسُوهُ طَبِيبًا وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا.

১১৮৫. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তির উট তাকে নীচে নিক্ষেপ করে পদদলিত করে। সে সময় আমরা রসূলুল্লাহ স.-এর সাথে সেখানে ছিলাম। সে ব্যক্তি ছিল ‘মুহর্রিম’। নবী স. বললেন, তাকে পানি ও কুলপাতা দ্বারা গোসল দাও এবং (পরিহিত)

১১. ইহরাম অবস্থায় হাজীগণ যে নির্দিষ্ট দোআ উচ্চারণ করেন তাকে ‘তালবিয়াহ’ বলা হয়।

বু-১/৭০—

কাপড় দুটির সাহায্যে তাকে কাফন পরাও। কিন্তু কোনো প্রকারের সুগন্ধি তাকে স্পর্শ করাবে না। তার মাথাও (কাপড় দ্বারা) আবৃত করবে না; কেননা আল্লাহ তাকে কিয়ামতের দিন 'তালবিয়া' উচ্চারণরত অবস্থায় উঠাবেন।

১১৮৬. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَجُلٌ وَاقِفًا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِعَرَفَةَ فَوَقَعَ عَنْ رَأْسِهِ قَالَ أَيُّوبُ فَوَقَصَتْهُ وَقَالَ عَمْرُو فَأَقْصَعَتْهُ فَمَاتَ فَقَالَ اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ وَلَا تَحْنَطُوهُ وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يَبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًّا قَالَ أَيُّوبُ يَلْبِي وَيَقَالَ عَمْرُو مُلَبِّيًّا .

১১৮৬. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী স.-এর সাথে আরাফাতে উপস্থিত ছিল। সে তার সওয়ারীর ওপর থেকে পড়ে গিয়েছিল। (জটনৈক বর্ণনাকারী) আইয়ুব বলেন, সওয়ারী তাকে পদদলিত করেছিল। অপরদিকে (অন্য এক বর্ণনাকারী) আমর বলেন, আপনা আপনি পড়েই তার ঘাড় মুচড়ে গিয়েছিল। ফলে সে মৃত্যুবরণ করেছিল। নবী স. বললেন, পানি ও কুলপাতা সহকারে তাকে গোসল দাও এবং তার কাপড় দুটির সাহায্যে তাকে কাফন পরাও, কিন্তু তার গায়ে খোশবু লাগাবে না। কেননা তাকে কিয়ামতের দিন তালবিয়াহ পাঠরত অবস্থায় উঠানো হবে। আইয়ুব বলেন, সে তালবিয়াহ পড়তে থাকবে এবং আমর বলেন, সে তালবিয়াহ পাঠরত অবস্থায় উঠবে।

২২. অনুচ্ছেদ : সেলাইকৃত বা সেলাইবিহীন জামায় কাফন দেয়া এবং যে ব্যক্তিকে জামা ছাড়াই কাফন দেয়া হয়েছে।

১১৮৭. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي لَمَّا تَوَفَّى جَاءَ ابْنُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْطِنِي قَمِيصَكَ أَكْفِنُهُ فِيهِ وَصَلَّ عَلَيْهِ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ ﷺ قَمِيصَهُ فَقَالَ أَدْنِي أَصَلِّيَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ جَذَبَهُ عُمَرُ فَقَالَ أَلَيْسَ اللَّهُ نَهَاكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى الْمُنَافِقِينَ فَقَالَ أَنَا بَيْنَ خَيْرَتَيْنِ قَالَ : اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ : فَصَلَّى عَلَيْهِ فَتَزَلَّتْ وَلَا تُصَلَّى عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ .

১১৮৭. আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের মৃত্যু হলে তার পুত্র নবী স.-এর খেদমতে এসে আবেদন জানাল, আপনার পিরহানটি (জামা) দান করুন, এতেই তাকে কাফন দেব এবং আপনি তার জানাযা পড়াবেন ও তার জন্য মাগফিরাত চাইবেন। (বর্ণনাকারী বলেন,) নবী স. তাকে নিজের পিরহানটি দান করলেন এবং বললেন, আমাকে সংবাদ দিলে আমি তার জানাযা পড়বো। অতপর নবী স.-কে খবর দিলে তিনি জানাযা পড়তে উদ্যত হলেন। এমন সময় উমর রা. তাঁর জামা ধরে টেনে বললেন, মুনাফিকদের জন্য দোআ করতে আল্লাহ কি আপনাকে নিষেধ করেননি? উত্তরে তিনি

বললেন, দোআ করা বা না করা আমার ইচ্ছাধীন (উভয় সমান)। তিনি বলেন, আল্লাহ বলেছেন, “তুমি তাদের জন্য মাগফিরাত কামনা কর আর না-ই কর, যদি সন্তরবারও তাদের জন্য মাগফিরাত কামনা কর তবুও আল্লাহ কখনও তাদেরকে ক্ষমা করবেন না।”-সূরা আত তাওবা : ৮০ এ বলে তিনি তার জানাযা পড়লেন। তৎক্ষণাৎ আয়াত নাযিল হলো : “আপনি আর কখনও তাদের কারো ওপর জানাযা পড়বেন না এবং তাদের কবরের পাশেও দাঁড়াবেন না।”-সূরা আত তাওবা : ৮৪

১১৮৮. عَنْ عَمْرِو سَمِعَ جَابِرًا قَالَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَعْدَ مَا دُفِنَ فَأَخْرَجَهُ فَتَفَتَّ فِيهِ مِنْ رِيْقِهِ وَالْبَسَهُ قَمِيصَهُ.

১১৮৮. আমর ইবনে দীনার রা. থেকে বর্ণিত। তিনি জাবের রা.-কে বলতে শুনেছেন যে, আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে দাফন করার পর নবী স. সেখানে এসে তাকে কবর থেকে বের করালেন এবং তার মুখে নিজের থুথু নিক্ষেপ করলেন এবং নিজের জামাটিও তাকে পরিয়ে দিলেন। ১২

২৩. অনুচ্ছেদ : পিরহান (জামা) ছাড়াও কাফন দেয়া যায়।

১১৮৯. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَفَّنَ النَّبِيُّ ﷺ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ سَحُولُ كُرْسَفٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ.

১১৮৯. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স.-কে তিন খণ্ড সাদা সুতী কাপড়ে দাফন দেয়া হয়। তার মধ্যে পিরহান ও পাগড়ী ছিল না।

১১৯০. عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَفَّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﷺ أَبُو نُعَيْمٍ لَا يَقُولُ ثَلَاثَةً وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ سَفْيَانَ يَقُولُ ثَلَاثَةً.

১১৯০. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স.-কে তিন কাপড়ে কাফন দেয়া হয়েছিল। তার মধ্যে পিরহান ও পাগড়ী ছিল না। (ইমাম বুখারী বলেন) আবু নুয়াঈম তার রেওয়ায়াতের মধ্যে ‘তিন’ শব্দটি বলেননি। কিন্তু আবদুল্লাহ ইবনে ওয়ালিদ সুফিয়ান সওরী হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি ‘তিন’ শব্দটি বলেছেন।

২৪. অনুচ্ছেদ : পাগড়ীবিহীন কাফন দেয়া।

১১৯১. عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَفَّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيْضٍ سَحُولِيَّةٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ.

১২. অধিকাংশের মতে, বদরের যুদ্ধবন্দী রসূলুল্লাহ স.-এর চাচা আব্বাসকে আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের জামা পরানো হয়েছিল, তখন আব্বাস ইসলাম গ্রহণ করেননি, আজ নবী স. চাচার তরফ থেকে তার প্রতিদান দিলেন।

১১৯১. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স.-কে তিনটি সাদা সুতী কাপড়ে কাফন দেয়া হয়েছিল। তার মধ্যে পিরহান ও পাগড়ী ছিল না।

২৫. অনুচ্ছেদ : মৃতের সমস্ত পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে দাফন সম্পন্ন করতে হবে, এটিই আতা, যুহরী, আমর ইবনে দীনার ও কাতাদা র.-এর অভিমত। আমর ইবনে দীনার বলেন, মৃতের জন্য ব্যবহৃত খোশবুও সমস্ত সম্পদ থেকেই আদায় করতে হবে। ইবরাহীম নখরী র. বলেন, মৃতের সমস্ত সম্পদ থেকে প্রথমে কাফন অতপর ঋণ এবং সবশেষে অসিয়ত পূরণ করতে হবে। সুফিয়ান সওরী র. বলেন, মৃতের কবর এবং গোসল দেয়ার পারিশ্রমিক কাফনের অংশ।

১১৯২. عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ يَوْمًا بِطَعَامِهِ فَقَالَ قَتَلَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَكَانَ خَيْرًا مِنِّي فَلَمْ يُوْجَدْ لَهُ مَا يَكْفِي فِيهِ إِلَّا بَرْدَةٌ وَقَتْلَ حَمْرَةَ أَوْ رَجُلٍ آخَرَ خَيْرٌ مِنِّي فَلَمْ يُوْجَدْ لَهُ مَا يَكْفِي فِيهِ إِلَّا بَرْدَةٌ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ قَدْ عَجَّلْتُ لَنَا طَيِّبَاتِنَا فِي حَيَاتِنَا الدُّنْيَا ثُمَّ جَعَلَ يَبْكِي.

১১৯২. সা'দ রা. তাঁর পিতা (ইবরাহীম ইবনে আবদুর রহমান) রা. থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদা আবদুর রহমান ইবনে আউফের সামনে খাদ্য বস্তু হাযির করা হলে তিনি বলেন, মুসয়াব ইবনে উমাইরকে শহীদ করা হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন আমার চেয়ে উত্তম। অথচ তাঁর কাফনের জন্য একখানা বুরদাহ (চাদর) ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায়নি। হামযা অথবা আর এক ব্যক্তিকেও শহীদ করা হয়েছে। তিনি ছিলেন আমার চেয়ে উত্তম। অথচ তাঁর কাফনের জন্যও একখানা বুরদাহ (চাদর) ছাড়া আর কিছুই জোটেনি। কাজেই আমাদেরকে দুনিয়ার যিন্দেগীতেই আগে ভাগে আমাদের কর্মের প্রতিদান বা পুরস্কার দিয়ে দেয়া হয়েছে বলে আমার আশংকা হচ্ছে। অতপর তিনি কাঁদতে শুরু করেন।

২৬. অনুচ্ছেদ : যখন একখানা কাপড় ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না।

১১৯৩. عَنْ سَعْدٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ أَتَى بِطَعَامٍ وَكَانَ صَائِمًا فَقَالَ قَتَلَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَهُوَ خَيْرٌ مِنِّي كَفَّنَ فِي بَرْدَةٍ إِنْ غُطِّيَ رَأْسُهُ بَدَتْ رِجْلَاهُ وَإِنْ غُطِّيَ رِجْلَاهُ بَدَا رَأْسُهُ وَأَرَاهُ قَالَ وَقَتْلَ حَمْرَةَ وَهُوَ خَيْرٌ مِنِّي ثُمَّ بَسِطَ لَنَا مِنَ الدُّنْيَا مَا بَسِطَ أَوْ قَالَ أُعْطِينَا مِنَ الدُّنْيَا مَا أُعْطِينَا وَقَدْ خَشِينَا أَنْ تَكُونَ حَسَنَاتِنَا عَجَّلَتْ لَنَا ثُمَّ جَعَلَ يَبْكِي حَتَّى تَرَكَ الطَّعَامَ.

১১৯৩. সা'দ ইবনে ইবরাহীম রা. তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, একদা আবদুর রহমান ইবনে আউফের জন্য খাদ্য বস্তু পেশ করা হলো। তিনি রোযাদার ছিলেন। তিনি বলেন, মুসয়াব ইবনে উমাইরকে শহীদ করা হয়েছে, অথচ তিনি ছিলেন আমার চেয়ে উত্তম। তাঁকে কেবলমাত্র একখানা চাদর দ্বারা কাফন দেয়া হয়েছে। তার সাহায্যে যদি তাঁর মাথা ঢাকা

হতো, তাহলে পা দুটি বের হয়ে পড়তো। আর যদি পা দুটি ঢাকা হতো, তাহলে মাথা বের হয়ে পড়তো। (বর্ণনাকারী বলেন, আমার ধারণা, তিনি একথাও বলেছেন যে,) হামযাও শহীদ হয়েছেন, অথচ তিনিও ছিলেন আমার চেয়ে উত্তম। অতপর আমাদের জন্য প্রশস্ত করা হয়েছে (দুনিয়ার সম্পদ)। অথবা তিনি বলেন, আমাদেরকে দেয়া হয়েছে দুনিয়ার এক বিরাট অংশ। তাই আমাদের এ আশংকা হচ্ছে, আমাদের পুরস্কার আগে ভাগেই আমাদেরকে দিয়ে দেয়া হয়েছে। এ বলে তিনি কাঁদতে আরম্ভ করলেন। এমনকি খাদ্যও পরিহার করলেন।

২৭. অনুচ্ছেদ : যখন কেবলমাত্র মৃতের মাথা বা পা দুটি ঢেকে দেবার মত কাফন পাওয়া যায়, তখন তা দিয়ে অবশ্য মাথাই ঢেকে দিতে হবে।

১১৭৬. عَنْ خُبَّابٍ قَالَ هَاجَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ نَلْتَمِسُ وَجْهَ اللَّهِ فَوَقَعَ أَجْرُنَا عَلَى اللَّهِ فَمِنَّا مَنْ مَاتَ لَمْ يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا مِنْهُمْ مُصْنَعُ بْنُ عُمَيْرٍ وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُوَ يَهْدِيهَا قَتَلَ يَوْمَ أُحُدٍ فَلَمْ نَجِدْ مَا نَكْفِيهِ إِلَّا بَرْدَةً إِذَا غَطَيْنَا بِهَا رَأْسَهُ خَرَجَ رِجْلَاهُ وَإِذَا غَطَيْنَا رِجْلَيْهِ خَرَجَ رَأْسُهُ، فَأَمَرَنَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ نَغْطِيَ رَأْسَهُ وَأَنْ نَجْعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ الْإِذْخِرِ.

১১৯৪. খাবাব রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই আমরা নবী স.-এর সাথে হিজরত করেছি। সুতরাং এর পুরস্কার আল্লাহর কাছেই আমাদের প্রাপ্য। আমাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ মৃত্যুবরণ করেছেন, কিন্তু এর পুরস্কার কিছুই ভোগ করতে পারেননি। তাঁদের একজন হচ্ছেন মুসয়াব ইবনে উমাইর। আবার এর মধ্যে কারো ফল পেকেছে এবং সে তা দু হাতে কুড়িয়ে নিচ্ছে। মুসয়াবকে ওহুদের দিন শহীদ করা হয়েছে। তাঁর কাফনের জন্য আমরা একখানা চাদর ছাড়া আর কিছুই পাইনি। অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, যখন আমরা তা দিয়ে তাঁর মাথা আবৃত করতাম, তখন তাঁর পা দুটি বের হয়ে পড়তো। এমতাবস্থায় নবী স. তাঁর মাথা আবৃত করার এবং পা দুটির ওপর 'ইযখির' নামক ঘাস বিছিয়ে দেবার নির্দেশ দিলেন।^{১৩}

২৮. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি নবী স.-এর যুগেই কাফন প্রস্তুত করে রেখেছে, কিন্তু তাকে নিষেধ করা হয়নি।

১১৭৫. عَنْ سَهْلٍ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ النَّبِيَّ ﷺ بِبَرْدَةٍ مَسْجُوجَةٍ فِيهَا حَاشِيَتُهَا أَتْدُرُونَ مَا الْبَرْدَةُ قَالُوا الشَّمْلَةُ قَالَ نَعَمْ قَالَتْ نَسَجْتُهَا بِيَدَيَّ فَجِئْتُ لَأَكْسُوَكَهَا فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ ﷺ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا فَخَرَجَ إِلَيْنَا وَإِنَّا إِزَارُهُ فَحَسَنَتْهَا فَلَنْ فَقَالَ اكْسُيْهَا مَا أَحْسَنَتْهَا فَقَالَ الْقَوْمُ مَا أَحْسَنَتْ لِسَيِّئِهَا النَّبِيُّ ﷺ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا

১৩. ফল পাকা এবং দু হাতে তা কুড়ানোর অর্থ হচ্ছে, দুনিয়াতে ধন-সম্পদের মালিক হয়ে সুখ-শান্তি ভোগ করা। কিন্তু মুসয়াব রা.-এর অবস্থা হচ্ছে এর বিপরীত। তিনি এখানে কিছুই ভোগ করতে পারেননি। বরং তাঁর প্রাপ্য সমুদয় ফল আখেরাতেই পাবেন।

ثُمَّ سَأَلَتْهُ وَعَلِمَتْ أَنَّهُ لَا يَرُدُّ قَالَ إِنِّي وَاللَّهِ مَا سَأَلْتُهِ إِلَّا لِبَسِّهِ إِنَّمَا سَأَلْتُهِ لِنَكُونُ كَفَنِي قَالَ سَهْلٌ فَكَانَتْ كَفَنَهُ .

১১৯৫. সাহল রা. থেকে বর্ণিত। একদা জনৈক মহিলা রসূলুল্লাহ স.-এর খেদমতে এমন একখানা বুরদাহ (চাদর) নিয়ে আসলো, যার পাড় সাথেই বুনা ছিল। (বর্ণনাকারী) জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি জান, বুরদাহ কি? উত্তরে তারা বললো, 'চাদর'। তিনি বললেন, হ্যাঁ। মহিলাটি নবী স.-কে বললো, আমি এটি স্বহস্তেই বুনেছি এবং আপনাকে পরাতে এনেছি। নবী স. এমন আল্লাহ সহকারে তা গ্রহণ করলেন, যাতে মনে হচ্ছিল যেন ওটি তাঁর প্রয়োজনও ছিল। অতপর তিনি তহবন্দ আকারে সেটি পরিধান করে আমাদের কাছে আসলে জনৈক ব্যক্তি তার প্রশংসা করে; সে অনুরোধ করে বলে, বাহু কাপড়টা কতই-না সুন্দর! ওটা আমাকে পরতে দিন। লোকেরা বলে উঠলো, তুমি ভাল কাজ করলে না। (কারণ) নবী স. প্রয়োজনবশতঃ ওটা পরিধান করেছেন, আর তুমি তা চেয়ে বসলে? অথচ তুমিও জান যে নবী স. কাউকে বিমুখ করেন না। উত্তরে সে বললো, আল্লাহর শপথ! আমি ওটা পরিধানের উদ্দেশ্যে চাইনি, বরং আমার কাফনের জন্যই চেয়েছি। সাহল বলেন, অবশেষে ওটা তার কাফনই হয়েছিল।

২৯. অনুচ্ছেদ ৪ জানাযায় মেয়েদের অংশগ্রহণ।

১১৯৬. عَنْ أُمِّ عَطِيَّةٍ أَنَّهَا قَالَتْ نُهِنَّا عَنْ إِتْبَاعِ الْجَنَائِزِ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا .

১১৯৬. উম্মে আতিয়া রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদেরকে (মেয়েদেরকে) জানাযায় শরীক হতে নিষেধ করা হয়েছে, কিন্তু আমাদের ওপর কড়াকড়ি করা হয়নি।^{১৪}

৩০. অনুচ্ছেদ ৪ মেয়েদের স্বামী ছাড়া অন্যের জন্য শোক প্রকাশ করা।

১১৯৭. عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ تُوْفِّي ابْنُ لَأَمٍ عَطِيَّةٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الثَّلَاثُ دَعَتْ بِصُفْرَةٍ فَمَسَحَتْ بِهِ وَقَالَتْ نُهِنَّا أَنْ نُحْدِ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِ الْأَبْزُوجِ .

১১৯৭. মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মে আতিয়ার এক পুত্রের মৃত্যু হয়েছিল। তৃতীয় দিবসে তখন তিনি কিছু সুগন্ধি চেয়ে নিলেন। অতপর তা গায়ে মেখে বললেন, আমাদেরকে (মেয়েদেরকে) মৃত স্বামী ছাড়া আর কারো জন্য তিন দিনের অধিক শোক প্রকাশ করতে নিষেধ করা হয়েছে।^{১৫}

১১৯৮. عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَتْ لَمَّا جَاءَ نَعْيُ أَبِي سَفْيَانَ مِنَ الشَّامِ دَعَتْ أُمَّ حَبِيبَةَ بِصُفْرَةٍ فِي الْيَوْمِ الثَّلَاثِ فَمَسَحَتْ عَارِضِيهَا وَذِرَاعِيهَا وَقَالَتْ إِنِّي كُنْتُ عَنْ هَذَا لَغَنِيَّةً لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ

১৪. ইমাম আবু হানীফা র.-এর মতে জানাযায় মেয়েদের উপস্থিতি হওয়া অনুচিত।

১৫. বিধবা নারীর ইদ্দত বা স্বামীর জন্য শোক প্রকাশের মুদত চার মাস দশ দিন।-আল কুরআন

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحَدِّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحَدِّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةٌ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا .

১১৯৮. যয়নব বিনতে আবী সালামাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সিরিয়া হতে আবু সুফিয়ানের মৃত্যু সংবাদ পৌছলে [আবু সুফিয়ানের কন্যা ও নবী স. পত্নী] উম্মে হাবীবাহ তৃতীয় দিবসে কিছু সুগন্ধি চেয়ে নিলেন। অতপর তা নিজের গায়ে ও উভয় বাহুতে মেখে বললেন, আমার এতটুকুও করার প্রয়োজন হতো না। যদি না আমি রসূলুল্লাহ স.-কে বলতে শুনতাম, যে নারী আল্লাহ ও শেষ দিনের ওপর বিশ্বাস রাখে তার জন্য স্বামী ছাড়া অন্য কোনো মৃতের প্রতি তিন দিনের অধিক শোক প্রকাশ করা বৈধ নয়। কেননা সে স্বামীর জন্য চার মাস দশ দিন শোক প্রকাশ করবে।

১১৯৯. عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحَدِّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَهْشٍ حِينَ تُوْفَى أَخُوهَا فَدَعَا بِطِيبٍ فَمَسَّتْ بِهِ ثُمَّ قَالَتْ مَالِي بِالطَّيِّبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرِ اتْنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمَنْبَرِ يَقُولُ لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحَدِّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا .

১১৯৯. নবী স.-এর স্ত্রী উম্মে হাবীবাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ স.-কে বলতে শুনেছি, যে নারী আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি বিশ্বাস রাখে তার জন্য কোনো মৃতের প্রতি তিন দিনের অধিক শোক প্রকাশ করা বৈধ নয়। তবে কেবল মাত্র স্বামীর মৃত্যুতে চার মাস দশ দিন শোক প্রকাশ করতে পারে। (বর্ণনাকারিণী যয়নব বিনতে আবু সালামাহ বলেন,) অতপর আমি যয়নব বিনতে জাহশের কাছে গেলাম, যখন তাঁর ভ্রাতার মৃত্যু হয়, তখন তিনি কিছু সুগন্ধি চেয়ে নিলেন এবং তা গায়ে মেখে বললেন, আমার খোশবু ব্যবহার করার আদৌ প্রয়োজন হতো না, যদি না আমি রসূলুল্লাহ স.-কে বলতে শুনতাম, কোনো নারীর স্বামী মারা গেলে চার মাস দশ দিন এবং অন্য কোনো মৃতের প্রতি তিন দিনের অধিক শোক প্রকাশ করা বৈধ নয়।

৩১. অনুচ্ছেদ : কবর খিয়ারত করা।

১২০০. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِامْرَأَةٍ تَبْكِي عِنْدَ قَبْرِ قَالَ اتَّقِي اللَّهَ وَاصْبِرِي قَالَتْ إِلَيْكَ عَنِّي فَإِنَّكَ لَمْ تُصَبِّ بِمُصْنِبَتِي وَلَمْ تَعْرِفْهُ فَقِيلَ لَهَا إِنَّهُ النَّبِيُّ ﷺ فَاتَتْ بَابَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ تَجِدْ عِنْدَهُ بَوَائِينَ فَقَالَتْ لَمْ أَعْرِفْكَ فَقَالَ إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى .

১২০০. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. এমন একটি মেয়ের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন যে একটি কবরের কাছে বসে কাঁদছিলো। তিনি বললেন, আল্লাহকে ভয় কর এবং ধৈর্যধারণ কর। সে (বিরক্তির সাথে) বললো, তুমি আমার কাছ থেকে সরে যাও, তুমি তো আর আমার মতো বিপদে পড়নি? অবশ্য সে মেয়েটি নবী স.-কে চিনতো না। পরে তাকে বলা হলো, তিনি তো ছিলেন নবী স.। সে নবী স.-এর দ্বারে হাযির হলো। সেখানে এসে কোনো প্রহরী দেখতে পেলো না, ক্ষমার সুরে আরম্ভ করলো, আমি আপনাকে চিনতে পারিনি। উত্তরে নবী স. বললেন, প্রথম আঘাতে ধৈর্যধারণ করাই হচ্ছে প্রকৃত ধৈর্য।

৩২. অনুচ্ছেদ : নবী স. বলেছেন, পরিজনের কারো কোনো কোনো কান্না মৃতের আধাবের কারণ হয়, যদি সে মাতম তার ইচ্ছানুযায়ী হয়ে থাকে। অথচ আল্লাহ তাআলা সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন : “قُوْا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا” “তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে এবং পরিবার পরিজনকে আগুন থেকে রক্ষা কর।” নবী স. বলেছেন, তোমাদের প্রত্যেকেই রক্ষক ও দায়িত্বশীল। অতএব তোমাদের প্রত্যেককেই নিজের অধীনদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। কিন্তু যদি তা তার ইচ্ছানুযায়ী না হয়ে থাকে, তাহলে তা যেমন হযরত আরেশা রা. বলেছেন : “وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى” “কোনো ভারবাহী অন্যের বোঝা বহন করবে না।” এবং যেমন আল্লাহ বলেছেন : “وَأَنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يَحْمِلُ مِنْهُ شَيْءٌ” “যদি কোনো ভার বহনকারী তার বোঝা উঠাবার জন্য অন্যের সাহায্য কামনা করে তাহলে তার দ্বারা এর সামান্য পরিমাণও উত্তিত হবে না। আর যে কান্নার স্বীকৃতি রয়েছে তা হচ্ছে মাতমবিহীন কান্না। নবী স. বলেছেন, যখন কোনো ব্যক্তি অন্যায়ভাবে নিহত হবে তখন আদম আ.-এর প্রথম পুত্রের ওপর সে খুনের দায়ের একাংশ অর্পিত হবে। কেননা সে-ই সর্বপ্রথম অন্যায় খুনের প্রবর্তক।

১২০১. عَنْ أَبِي عُمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَ أَرْسَلَتْ بِنْتُ النَّبِيِّ ﷺ إِلَيْهِ إِنْ أَبْنَا لِي قُبُضَ فَأَتَيْنَا فَاَرْسَلَ يُقْرِئُ السَّلَامَ وَيَقُولُ إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلُّ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى فَلْتَضْمِرْ وَلْتَحْتَسِبْ فَارْسَلَتْ إِلَيْهِ تُقْسِمُ عَلَيْهِ لَيَا تَيْنَهَا فِقَامٌ وَمَعَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَمُعَاذُ ابْنُ جَبَلٍ وَأَبِي بْنُ كَعْبٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَرَجَالٌ فَرَفَعَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الصَّبِيَّ وَنَفْسُهُ تَتَقَعَّقُ قَالَ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ كَأَنَّهُا شَنْ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ فَقَالَ سَعْدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هَذَا فَقَالَ هَذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللَّهُ فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ .

১২০১. আবু উসমান র. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উসামা ইবনে যায়েদ রা. আমাকে বলেছেন, নবী স.-এর কন্যা তাঁর [নবী স.-এর] কাছে সংবাদ পাঠালেন, আমার একটি পুত্র

মুম্বুর্, সুতরাং আপনি আমাদের এখানে আসুন। নবী স. সালাম দিয়ে বলে পাঠালেন যে, আল্লাহ যা গ্রহণ করেন তা তাঁরই এবং সেটাও তাঁরই যা তিনি দান করেন। বস্তুতঃ প্রত্যেক জিনিসের জন্য তাঁর কাছে একটা নির্দিষ্ট সময়সূচি রয়েছে। অতএব সে যেন পূর্ণ ধৈর্যধারণ করে এবং পুণ্যের আশা রাখে। কিন্তু তিনি (নবী দুহিতা) পুনরায় এ শপথ দিয়ে পাঠালেন যে, তিনি [নবী স.] যেন অবশ্যই তার কাছে আসেন। অতপর তিনি রওয়ানা হলো— সা'দ ইবনে উবাদাহ, মু'আয ইবনে জাবাল, উবাই ইবনে কা'ব, যায়েদ ইবনে সাবেত রা. এবং আরো অনেকেই তাঁর সাথী হলেন। শিশুটিকে রসূলুল্লাহ স.-এর কোলে তুলে দেয়া হলো, তখন তার প্রাণ ধড়ফড় করছিল। (বর্ণনাকারী বলেন,) আমার ধারণা 'উসামা' একথাও বলেছেন যে, তাঁর চক্ষুদ্বয় হতে এমনভাবে অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগলো যেন, তা একটি পুরাতন মশক। সা'দ বলে উঠলেন, এটা আবার কি? হে আল্লাহর রসূল! উত্তরে তিনি বললেন, এটা আল্লাহর দয়া-মমতা, যা আল্লাহ তাঁর প্রত্যেক বান্দার অন্তরে রেখেছেন। (স্মরণ রাখবে) নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে দয়াশীলদেরকেই দয়া করেন।

১২.২ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ شَهِدْنَا بِنْتَ لِنَبِيِّ ﷺ قَالَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَالِسٌ عَلَى الْقَبْرِ قَالَ فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَدْمَعَانِ قَالَ فَقَالَ هَلْ مِنْكُمْ رَجُلٌ لَمْ يُقَارِفِ اللَّيْلَةَ فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ أَنَا قَالَ فَأَنْزَلَ قَالَ فَنَزَلَ فِي قَبْرِهَا .

১২০২. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী স.-এর এক কন্যা (উম্মে কুলসুম)-এর জানাযায় উপস্থিত হলাম। রসূলুল্লাহ স. কবরের পাশে বসেছিলেন। তিনি বলেন, আমি তাঁর [রসূলুল্লাহ স.-এর] দু'চোখ অশ্রুসজ্জল দেখেছি। (বর্ণনাকারী বলেন) অতপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে এমন কোনো ব্যক্তি আছে কি যে, এ রাতে ক্লীসহবাস করেনি? উত্তরে আবু তালহা বললেন, আমি। তিনি বললেন, তবে তুমি কবরে নাম। (বর্ণনাকারী বলেন) অতপর তিনি কবরে নামলেন।

১২.৩ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ اللَّهِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ تُوُفِّيَتْ بِنْتُ لِعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِمَكَّةَ وَجِئْنَا لِنَشْهَدَهَا وَحَضَرَهَا ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَأَنَّى لَجَالِسٌ بَيْنَهُمَا أَوْ قَالَ جَلَسْتُ إِلَى أَحَدِهِمَا ثُمَّ جَاءَ الْآخَرُ فَجَلَسَ إِلَى جَنْبِي فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِعُمَرُ بْنُ عُثْمَانَ أَلَا تَنْهَى عَنِ الْبُكَاءِ؟ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ النَّمِيَّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَدْ كَانَ عُمَرُ يَقُولُ بَعْضُ ذَلِكَ ثُمَّ حَدَّثَ قَالَ صَدَرْتُ مَعَ عُمَرَ مِنْ مَكَّةَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ إِذَا هُوَ بِرُكْبٍ تَحْتَ ظِلِّ سَمَرَةٍ فَقَالَ انْهَبْ فَانْظُرْ مَنْ هَؤُلَاءِ الرُّكْبُ قَالَ فَنَظَرْتُ فَإِذَا ضَهَبٌ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ أَدْعُهُ لِي فَارْجَعْتُ إِلَى صُهَيْبٍ فَقُلْتُ

ارْتَحَلَ فَالْحَقَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، فَلَمَّا أُصِيبَ عُمَرُ دَخَلَ صُهِيبٌ بَيْتِي يَقُولُ وَآ أَخَاهُ
وَأَ صَاحِبَاهُ ، فَقَالَ عُمَرُ يَا صُهِيبُ أَتَبْكِي عَلَى وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ
الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَلَمَّا مَاتَ عُمَرُ تَكَرَّرْتُ ذَلِكَ
لِعَائِشَةَ فَقَالَتْ رَحِمَ اللَّهُ عُمَرَ وَاللَّهِ مَا حَدَّثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّ اللَّهَ لَيُعَذِّبُ
الْمُؤْمِنَ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ اللَّهَ لَيَزِيدُ الْكَافِرَ
عَذَابًا بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ وَقَالَتْ حَسْبُكُمْ الْقُرْآنُ : وَلَا تَزِدْ وَازِرَةً وَزِدْ أُخْرَى :
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ عِنْدَ ذَلِكَ وَاللَّهِ هُوَ أَضْحَكُ وَأَبْكِي قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ وَاللَّهِ مَا قَالَ
ابْنُ عُمَرَ شَيْئًا .

১২০৩. আবদুল্লাহ ইবনে উবাইদুল্লাহ ইবনে আবু মুলাইকাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কায় উসমানের এক কন্যার মৃত্যু হলে, আমরা সেখানে উপস্থিত ছলাম। ইবনে উমর এবং ইবনে আব্বাসও সেখানে হাযির হয়েছিলেন। আমি তাদের উভয়ের মাঝখানে বসেছিলাম। অথবা তিনি বলেন, আমি তাঁদের একজনের পাশে গিয়ে বসলে, দ্বিতীয়জন এসে আমার পাশে বসলেন। এমন সময় আবদুল্লাহ ইবনে উমর, আমার ইবনে উসমানকে জিজ্ঞেস করলেন, কেন তুমি কাঁদতে নিষেধ করছ না? কেননা রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, মৃতের জন্য পরিজনের কোনো কোনো কান্নায় তাকে নিশ্চয়ই শান্তি দেয়া হয়। একথা শুনে ইবনে আব্বাস রা. বললেন, অবশ্য উমরও এমন কিছু বলতেন। অতপর ইবনে আব্বাস রা. বলেন, একদা উমরের সাথে মক্কা হতে ফেরার পথে যখন আমরা বাঈদা নামক স্থানে পৌছি তখন বাবলা গাছের ছায়ায় তিনি একটি কাফেলা দেখতে পান। তিনি আমাকে বললেন, এখানে গিয়ে দেখ তো ওরা কারা? তিনি বলেন, সেখানে গিয়ে আমি ‘সুহাইবকে’ দেখি। ফিরে এসে উমরকে একথা জানালে, তিনি বললেন, তাকে এখানে ডাক। সুতরাং আমি গিয়ে তাকে বললাম, চলুন, আমীরুল মু‘মিনীনের সাথে সাক্ষাত করুন। যখন উমর আহত হয়েছিলেন তখন সুহাইব সেখানে প্রবেশ করে বিলাপের সুরে হে আমার ভাই! হে আমার বন্ধু! বলে কাঁদতে আরম্ভ করলে উমর নিষেধের সুরে বললেন, হে সুহাইব! তুমি কি আমার জন্য কাঁদছ? অথচ রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, মৃতের জন্য পরিজনের কোনো কোনো কান্নায় তাকে শান্তি দেয়া হয়। ইবনে আব্বাস রা. বলেন, উমর রা.-এর ইন্তেকালের পর আমি এ হাদীসটি আয়েশা রা.-কে পৌছালে তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ উমরের প্রতি সদয় হোন। আব্দুল্লাহর শপথ। রসূলুল্লাহ স. একথা বলেননি যে, মৃত মু‘মিনের পরিজনের কোনো কোনো কান্না তার আযাবের কারণ হয়। বরং রসূলুল্লাহ স. একথা বলেছেন যে, কাফেরের পরিজনের কোনো কোনো কান্নায় আব্দুল্লাহ তার শান্তি বৃদ্ধি করেন। অতপর তিনি প্রমাণ স্বরূপ বললেন, কুরআনই তোমাদের জন্য যথেষ্ট। কেননা সেখানে বলা হয়েছে, “কোনো বহনকারী বহন করবে না অন্যের বোঝা।” একথা শুনে ইবনে আব্বাস রা. বলে উঠলেন,

“আল্লাহই হাসান এবং কাঁদান।” (বর্ণনাকারী বলেন,) ইবনে আবু মুলাইকাহ বলেছেন, আল্লাহর শপথ! (এ আলোচনায়) ইবনে উমর নির্বাক ছিলেন।

১২০৪. عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَمَّا أُصِيبَ عُمَرُ جَعَلَ صُهِيبٌ يَقُولُ وَآخَاهُ فَقَالَ عُمَرُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِكُفَاءِ الْحَيِّ .

১২০৪. আবু বুরদাহ রা. তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, যখন উমর রা.-কে আহত করা হয়েছিল, তখন সোহাইব ‘হে আমার ভাই’ বলে বিলাপ করছিলেন। একথা শুনে উমর নিষেধের সুরে বললেন, তুমি কি জান না নবী স. বলেছেন, নিশ্চয়ই জীবিতের কোনো কোনো কান্নায় মৃতকে শাস্তি দেয়া হয় ?

১২০৫. عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ إِنَّمَا مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى يَهُودِيَةٍ يَبْكِي عَلَيْهَا أَهْلُهَا فَقَالَ إِنَّهُمْ لَيَكُونَنَّ عَلَيْهَا وَإِنَّهَا لَتُعَذَّبُ فِي قَبْرِهَا .

১২০৫. আমরাহ বিনতে আবদুর রহমান রা. থেকে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ স.-এর পত্নী আয়েশা রা.-কে একথা বলতে শুনেছেন যে, একদা রসূলুল্লাহ স. এমন একটি ইয়াহুদী মেয়ের (কবরের) পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যার জন্য তার পরিজন কান্নাকাটি করছিল। তখন নবী স. বললেন, এরা অবশ্য তার জন্য কাঁদছে, অথচ তাকে কবরের ভেতর শাস্তি দেয়া হচ্ছে।

৩৩. অনুচ্ছেদ : মৃতের জন্য বিলাপ-ক্রন্দন নিষিদ্ধ।

খালিদ ইবনে ওয়ালীদেদের ওফাতের সংবাদে যখন তাঁর পরিবার-পরিজন কান্না-কাটি করছিল তখন উমর রা. বলেছিলেন, তাদেরকে আবু সুলায়মানের (খালিদ ইবনে ওয়ালীদেদের উপাধি) জন্য কাঁদতে দাও, যতক্ষণ না তারা মাথায় মাটি নিক্ষেপ করে কিংবা উচ্চস্বরে কাঁদে।

১২০৬. عَنْ الْمُغِيرَةِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ إِنَّ كَذِبًا عَلَى لَيْسَ كَذِبٌ عَلَى أَحَدٍ، مَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ مَنْ نَحَّيَ عَلَيْهِ يُعَذَّبُ بِمَا نَحَّيَ عَلَيْهِ .

১২০৬. মুগীরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী স.-কে বলতে শুনেছি যে, নিশ্চয়ই আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করা তোমাদের কারো প্রতি মিথ্যা আরোপ করার সমতুল্য নয়। কাজেই যে ব্যক্তি আমার ওপর স্বেচ্ছায় মিথ্যা আরোপ করবে, সে যেন নিশ্চিতরূপে জাহান্নামে তার বাসস্থান প্রশস্ত করে নেয়। (বর্ণনাকারী বলেন,) আমি নবী স.-কে একথাও বলতে শুনেছি যে, যে ব্যক্তি মৃতের জন্য মাতম সুরে কাঁদবে তার কাঁদার কারণে তাকে আযাব দেয়া হবে।

১২০৭. عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِمَا نَبِحَ عَلَيْهِ.

১২০৭. ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, নবী স. বলেছেন, মৃতের জন্য কাঁদার দরুন তাকে কবরের ভেতর আযাব দেয়া হয়।^{১৭}

৩৪. অনুচ্ছেদ :

১২০৮. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جِئَ بِأَبِي يَوْمَ أُحُدٍ قَدْ مُثِّلَ بِهِ حَتَّى وُضِعَ بَيْنَ يَدَيِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَقَدْ سَجَى ثَوْبًا فَذَهَبَتْ أُرِيدُ أَنْ أَكْشِفَ عَنْهُ فَتَهَاَنِي قَوْمِي ثُمَّ ذَهَبَتْ عَنْهُ فَتَهَاَنِي قَوْمِي فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرُفِعَ فَسَمِعَ صَوْتَ صَائِحَةٍ فَقَالَ مَنْ هَذِهِ فَقَالُوا ابْنَةُ عَمْرٍو أَوْ أُخْتُ عَمْرٍو قَالَ فَلِمَ تَبْكِي أَوْ لَا تَبْكِي فَمَا زَالَتِ الْمَلَائِكَةُ تُظِلُّهُ بِأُجْنِحَتِهَا حَتَّى رُفِعَ.

১২০৮. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ওহুদের দিন আমার পিতাকে বিকৃত অবস্থায় কাপড়ে ঢেকে রসূলুল্লাহ স.-এর সামনে রাখা হয়েছিল। আমি সে আবরণ খোলার ইচ্ছা করলে আমার গোত্রীয় লোকেরা আমাকে বাধা প্রদান করে। পুনরায় আমি তা খুলতে গেলে এবারও আমার গোত্রীয় লোকেরা আমাকে বাধা দেয়। অতপর রসূলুল্লাহ স.-এর নির্দেশে (লাশ) উঠিয়ে নেয়া হয়। এমন সময় তিনি শুনে পেলেন রুন্দনরতা একটি নারীর কণ্ঠ। জিজ্ঞেস করলেন, ইনি কে? লোকেরা বললো, আমরের কন্যা অথবা আমরের ভগ্নি। তিনি বললেন, সে কেন কাঁদছে? অথবা তুমি কেঁদো না। যতক্ষণ না তাকে (মৃতদেহকে) এ স্থান হতে উঠানো হয়েছিল ততক্ষণ পর্যন্ত ফেরেশতারা তাকে ছায়াদান করে রেখেছিল।^{১৮}

৩৫. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি (শোকার্ত হয়ে) বকের জামা ছিঁড়ে সে আমাদের (দলভুক্ত) নয়।

১২০৯. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ.

১৭. আলোচ্য হাদীসে تابع শব্দ দ্বারা ইমাম বুখারী র. এটাই প্রকাশ করতে চাচ্ছেন যে, তাঁর উক্তদ 'আবদান' এ স্থানে যে হাদীসটি রেওয়ায়াত করেছেন, তাঁর আর এক উক্তদ 'আবদুল আ'লাও আবদানের অনুসরণে রেওয়ায়াত করেছেন। তাদের মধ্যে কোনো শাব্দিক বিরোধ নেই। অবশ্য তাঁর তৃতীয় এক উক্তদ 'আদম' عن শব্দের সাহায্যে সংশয় মিশ্রিত বর্ণনা করেন যে, 'জীবিত ব্যক্তির কোনো কোনো কান্না মৃতের জন্য শান্তির কারণ হয়।'।

১৮. হাত, পা, নাক ও কান ইত্যাদি অঙ্গ কেটে বিকৃত করাকে (معه) মুসলাহ বলা হয়। এরূপ করা ইসলামে নিষিদ্ধ।

১২০৯. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. বলেছেন, যে ব্যক্তি (শোকাভূত হয়ে) গাল চাপড়ায়, বুকের জামা ছিঁড়ে এবং জাহেলী যুগের রীতি অনুযায়ী চিৎকার করে সে আমাদের (দলভুক্ত) নয়।

৩৬. অনুচ্ছেদ ৪ সাআদ ইবনে খাওলার প্রতি রসূল স.-এর শোক প্রকাশ।

১২১০. عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعُوذُنِي عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ اشْتَدَّ بِي فَقُلْتُ إِنِّي قَدْ بَلَغَ بِي مِنَ الْوَجَعِ وَأَنَا نُو مَالٍ وَلَا يَرِيئُنِي إِلَّا ابْنَةُ لِي أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلْثِي مَالِي قَالَ لَا فَقُلْتُ بِالشَّطْرِ فَقَالَ لَا ثُمَّ قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَبِيرٌ أَوْ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ وَإِنَّكَ لَنْ تَنْفَقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أَجَرْتَ بِهَا حَتَّى مَا تَجْعَلَ فِي فِي امْرَأَتِكَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْلَفَ بَعْدَ أَصْحَابِي قَالَ إِنَّكَ لَنْ تُخْلَفَ فَتَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا إِلَّا أَزِدَّتْ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً ثُمَّ لَعَلَّكَ أَنْ تُخْلَفَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضْرَبَ بِكَ آخِرُونَ اللَّهُمَّ امْضِ لِأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ لَكِنَّ الْبَائِسَ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ يَرِثُنِي لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ .

১২১০. সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিদায় হজ্জের বছর আমি কোনো এক কঠিন রোগে আক্রান্ত হলে রসূল স. বার বার আমাকে দেখতে আসেন, তখন আমি তাঁকে বলেছিলাম, আমার রোগ কি অবস্থায় পৌছেছে তা তো আপনি দেখছেন। আমি একজন বিত্তশালী ব্যক্তি, একমাত্র কন্যাই আমার উত্তরাধিকারিণী। সুতরাং আমি কি আমার সম্পদের দু-তৃতীয়াংশ সদকা (দান) করতে পারি? তিনি বললেন, না। আমি বললাম, অর্ধেক? তিনি বললেন, না। এক-তৃতীয়াংশ (সদকা করতে পার), আর এক-তৃতীয়াংশও অধিক। তুমি তোমার ওয়ারিসগণকে খালি হাতে পরমুখাপেক্ষী অবস্থায় রেখে যাওয়ার চেয়ে সম্ভল অবস্থায় রেখে যাওয়াই হবে উত্তম এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তুমি যা ব্যয় করবে সে জন্য তোমাকে পুরস্কৃত করা হবে। এমন কি তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে যা তুলে দাও সে জন্যও। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমাকে কি আমার সাথীদের পশ্চাতে (মক্কায়) রেখে যাওয়া হচ্ছে? রাসূলুল্লাহ স. বললেন, যদি তোমাকে রেখে যাওয়াই হয়, আর তুমি সংকাজ করো, তবে তাতে তোমার সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। এ-ও হতে পারে যে, তুমি দীর্ঘজীবী হবে আর বহু সম্প্রদায় উপকৃত হবে এবং অনেকেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (রাসূলুল্লাহ স. দোআ করলেন) হে আল্লাহ! আমার সাথীদের হিজরত অক্ষুণ্ণ রাখ, তাদেরকে পেছনের দিকে ফিরিয়ে না। কিন্তু

সা'দ বিন খাওলার জন্য আফসোস! রাসূলুল্লাহ স..তার জন্য শোক প্রকাশ করলেন, কেননা মক্কাতেই তার ইন্তেকাল হয়েছিল।^{১১৯}

৩৭. অনুচ্ছেদ : শোকাভূত অবস্থায় মাথা মুড়ানো নিষিদ্ধ।

১২১১. عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى قَالَ وَجِعَ أَبُو مُوسَى وَجَعًا فَفُشِيَ عَلَيْهِ وَرَأْسُهُ فِي حَجَرٍ امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهَا شَيْئًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ أَنَا بَرِيٌّ مِّمَّنْ بَرِيَ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَرِيَ مِنْ الصَّالِقَةِ وَالْحَالِقَةِ وَالشَّاقَةِ .

১২১১. আবু বুরদাহ ইবনে আবু মূসা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হযরত আবু মূসা রোগযন্ত্রণায় সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন, তখন তাঁর মাথা পরিবারস্থ কোনো এক মহিলার কোলে ছিল, মহিলাটি ক্রন্দন করছিল। কিন্তু তার কান্না বন্ধ করার মতো শক্তি তাঁর ছিল না, অতপর যখন তিনি হুঁশ ফিরে পেলেন তখন বললেন, রসূলুল্লাহ স. যাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন, তাদের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। বস্তুত রসূলুল্লাহ স. সে সমস্ত নারীদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন যারা শোকে বিলাপ করে, মাথা মুড়ায় এবং কাপড় ছিঁড়ে।

৩৮. অনুচ্ছেদ : সে আমাদের দলে নয় যে মাথা চাপড়ায়।

১২১২. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجَبُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ .

১২১২. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. নবী স. থেকে বর্ণনা করেন, নবী স. বলেছেন, যে লোক শোকে মাথা চাপড়ায়, জামা ছিঁড়ে এবং বিলাপ সুরে জাহেলী যুগের উক্তি করে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।

৩৯. অনুচ্ছেদ : বিপদকালে ধ্বংস ডাকা ও শরীয়ত বিরোধী জাহেলী বিলাপ করা নিষিদ্ধ।

১২১৩. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجَبُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ .

১২১৩. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল স. বলেছেন, যে লোক হা-হতাশে কপাল চাপড়ায়, জামা ছিঁড়ে এবং বর্বর যুগের ন্যায় অনৈসলামী প্রলাপ বকে সে আমাদের দলভুক্ত নয়।

১১৯. সাধারণভাবে মুসলমানদের মধ্যে এ ধারণা চলে আসছিলো যে, যে স্থান হতে হিজরত করা হয় পুনরায় সে স্থানে মৃত্যু হলে হিজরত বাতিল হয়ে যায়। সে ধারণানুযায়ী সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাস সাখীদের পেছনে থেকে যাওয়ার আশংকা প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর এ ভিত্তিহীন ধারণার নিরসন করতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ স. বলেছিলেন, (তোমার ঘরা কারো উপকার এবং কারো ক্ষতি হবে) ইতিহাসে প্রমাণিত যে, এরপরও এ সাহাবী চতুর্দশ বছরের বেশী জীবিত ছিলেন। হযরত ওমর রা.-এর যুগে সমস্ত 'ইরাক' তাঁর ঘরা বিজিত হয়, এতে প্রচুর ধন-সম্পদ মুসলমানদের হাতে আসে আর মুশরিকদের অবর্ণনীয় ক্ষতি সাধিত হয়।

৪০. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি বিপদকালে বিষগ্ন হয়ে বসে থাকে এবং দুঃখিত ও চিন্তিত হওয়ার পরিচয় পাওয়া যায়।

১২১৬. عَنْ عَمْرَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ قَتَلَ ابْنِ حَارِثَةَ وَجَعْفَرَ وَابْنَ رَوَاحَةَ جَلَسَ يُعْرِفُ فِيهِ الْحُزْنَ وَأَنَا أَنْظُرُ مِنْ صَائِرِ الْبَابِ - شَقَّ الْبَابِ فَاتَّاهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ نِسَاءَ جَعْفَرَ وَذَكَرَ بُكَاءَ هُنَّ فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْهَاهُنَّ فَذَهَبَ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ لَمْ يُطِغْنَهُ فَقَالَ إِنَّهُنَّ فَاتَّاهُ الثَّالِثَةَ قَالَ وَاللَّهِ غَلَبَتْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَرَعَمْتُ أَنَّهُ قَالَ فَاحْتُ فِي أَفْوَاهِهِنَّ التُّرَابَ فَقُلْتُ أَرْغَمَ اللَّهُ أَنْفَكَ لَمْ تَفْعَلْ مَا أَمَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَمْ تَتْرُكْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْعَنَاءِ .

১২১৪. হযরত আমরাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আয়েশা রা.-কে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেছেন, যখন রসূল স.-এর কাছে হারেসাহ, জাফর এবং ইবনে রাওয়াহার শাহাদাতের সংবাদ পৌছল, তখন তিনি এমনিভাবে বসে পড়লেন যে, তাঁর মধ্যে শোক চিহ্ন দেখা যাচ্ছিল। আমি দরবার ফাঁক দিয়ে দেখছিলাম, এক ব্যক্তি এসে জাফরের পরিবারস্থ নারীদের কান্নাকাটির কথা বললো। তিনি তাদেরকে কান্না বন্ধ করতে নির্দেশ দিলেন। লোকটি চলে গেল। দ্বিতীয়বার এসে জানাল, মহিলাগণ তার কথা শুনছেন না। তিনি পুনরায় বললেন, তাদেরকে নিষেধ কর। লোকটি তৃতীয়বার এসে তাঁকে সংবাদ দিল যে, হে আব্বাহর রসূল স. ! আব্বাহর শপথ ! তারা আমাদেরকে হার মানিয়েছে। হযরত আয়েশার ধারণা, তখন তিনি একথাও বলেছেন যে, তবে তাদের মুখের মধ্যে মাটি পুরে দাও।

হযরত আয়েশা রা. বলেন, এরপর আমি সে ব্যক্তিকে বললাম, আব্বাহ তোমার বরবাদ করুক, রসূলুল্লাহ স. তোমার ওপর যে দায়িত্ব দিয়েছেন তাও করতে পারছো না, আবার রসূলুল্লাহকে বার বার বিরক্ত করতেও ছাড়ছ না।

১২১৫. عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَتَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَهْرًا حِينَ قَتَلَ الْقُرَاءَ فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَزَنًا قَطُّ أَشَدَّ مِنْهُ .

১২১৫. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। যখন ক্বারী সাহাবীগণ শহীদ^{২০} হলেন, তখন রসূল স. এক মাস পর্যন্ত 'দোআ কুনূত' পড়েছেন।^{২১} তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ স.-কে কখনো এর চেয়ে অধিক শোকাভিভূত হতে দেখিনি।

২০. ইসলাম প্রচারের জন্য হযরত স. কয়েকজন বিশিষ্ট ক্বারী সাহাবীকে 'নজদ' এলাকায় প্রেরণ করলে সুলাইম গোত্রীয় সরদার আমের বিন জুফাইল বিশ্বাসঘাতকতা করে তাঁদের অনেককে শহীদ করে দেয়। ইতিহাসে এটা 'বীরে মাউনার' ঘটনা নামে প্রসিদ্ধ।

২১. মুসলমানদের ওপর যখন সার্বিকভাবে কোনো বিপদ অথবা শত্রুর আক্রমণ দেখা দেয় তখন ফজরের নামাযে দ্বিতীয় রাকআতের রুকু'র পর দণ্ডায়মান অবস্থায় 'ইমাম' একটি নির্দিষ্ট দোআ উচ্চারণে পাঠ করবেন, আর মুক্তাদীগণ চুপে চুপে 'আমীন' বলবেন এটাই 'কুনূতে নাযেলা'-এ সময় এ দোআ পাঠ করা সন্নত।

৪১. অনুচ্ছেদ : বিপদকালে যে ব্যক্তি তার দুঃখ প্রকাশ করে না। মুহাম্মাদ বিন কা'ব র. বলেছেন : অধৈর্য ও অস্থিরতা হচ্ছে কুবাক্য ও কুধারণারই ফল।

হযরত ইয়াকুব আ. বলেছেন, আমি আমার দুঃখ ও ব্যথার ফরিয়াদ আল্লাহর কাছেই করছি।

১২১৬. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَقُولُ إِشْتَكَيْتُ ابْنَ لَآئِي طَلْحَةَ قَالَ فَمَاتَ وَأَبُو طَلْحَةَ خَارِجٌ فَلَمَّا رَأَتْ إِمْرَأَتُهُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ هَيَّأَتْ شَيْئًا وَنَحَّتُهُ فِي جَانِبِ الْبَيْتِ فَلَمَّا جَاءَ أَبُو طَلْحَةَ قَالَ كَيْفَ الْغُلَامُ قَالَ قَدْ هَدَأَتْ نَفْسُهُ وَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ قَدْ اسْتَرَأَحَ وَظَنَّ أَبُو طَلْحَةَ أَنَّهَا صَادِقَةٌ قَالَ فَبَاتَ فَلَمَّا أَصْبَحَ اغْتَسَلَ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ أَعْلَمَتْهُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ فَصَلَّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ أَخْبَرَ النَّبِيَّ ﷺ بِمَا كَانَ مِنْهُمَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُبَارِكَ لَكُمْ فِي لَيْلَتِكُمَا قَالَ سَفِيَّانٌ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَرَأَيْتُ لَهَا تِسْعَةَ أَوْلَادٍ كُلُّهُمْ قَدْ قَرَأَ الْقُرْآنَ.

১২১৬. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। হযরত আবু তালহার একটি অসুস্থ পুত্র মারা যায়। এ সময় আবু তালহা বাইরে ছিলেন। তাঁর স্ত্রী যখন দেখল ছেলেটি মারা গেছে, তখন কিছু বস্তু সংগ্রহ করে তাকে ঘরের এক পাশে রেখে দিল। আবু তালহা এসে ছেলেটির অবস্থা জানতে চাইলেন। সে বললো, এখন সে আরামে আছে। আমি আশা করি সে এখন বিশ্রাম করছে। আবু তালহা মনে করলো তাঁর স্ত্রী সত্যই বলেছে। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি রাত যাপন করে ভোরে গোসল করলেন। যখন তিনি বাইরে যাচ্ছিলেন তখন তার স্ত্রী জানাল যে ছেলেটি মারা গেছে। তিনি নবী স.-এর সাথে নামায পড়লেন এবং নিজের ঘটনাটি তাঁকে অবগত করলেন। রসূলুল্লাহ স. বললেন, হয়ত আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য এ রাত্রিটি মুবারক করবেন। সুফিয়ান বলেন, জনৈক আনসারী বলেছেন, আমি আবু তালহার নয়জন সন্তান দেখেছি যাদের সবাই কুরআন পড়েছে।^{২২}

৪২. অনুচ্ছেদ : দুসংবাদ শুনার প্রারম্ভে ধৈর্যধারণ করাই প্রকৃত ধৈর্য। এরূপ ধৈর্যধারণের প্রতিদান সর্বোত্তম। বলেছেন হযরত উমর (রা)। এদের ওপর কোনো বিপদ এলে তারা বলেন, “ইন্না লিল্লাহি ওন্না ইন্না ইলাইহি রাজিউন-আহা, কতোই না উত্তম কথা। (নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর জন্য এবং তাঁর দিকেই আমাদের প্রত্যাবর্তন) তাদের রবের কাছ থেকে তাদের ওপর দয়া-অনুগ্রহ বর্ষিত হয়। আর তারাই হচ্ছেন হেদায়াতপ্রাপ্ত।”-সূরা আল বাকারা : ১৫৬, ১৫৭

আল্লাহর এ নির্দেশ : “তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো, যদিও তা আল্লাহতীক্ষ্ণ ছাড়া অন্যদের জন্য অত্যন্ত কঠিন।”-সূরা আল বাকারা : ৪৫

১২১৭. عَنْ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى .

২২. আবু তালহার উক্ত রাতের সহবাস জাতি পুত্র ‘আবদুল্লাহর’ এরূপ নয়জন সন্তান ছিল।

১২১৭. সাবিত রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আনাস রা.-কে বলতে শুনেছি যে, নবী স. বলেছেন, বিপদের প্রথম আঘাতে ধৈর্যধারণ করাই হচ্ছে প্রকৃত ধৈর্য।

৪৩. অনুচ্ছেদ : নবী স. তাঁর পুত্র ইবরাহীমের মৃত্যুতে বলেছিলেন, নিসন্দেহে আমরা তোমার বিচ্ছেদে শোকাভূর এবং হযরত ইবনে ওমর রা. বলেছেন, তাঁর চক্ষু ছিল অশ্রুসজ্জল এবং অন্তর ছিল ভারাক্রান্ত।

১২১৮. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ دَخَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى أَبِي سَيْفِ الْقَيْنِ وَكَانَ ظَنُورًا لِإِبْرَاهِيمَ فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِبْرَاهِيمَ فَقَبَّلَهُ وَشَمَّهُ ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِبْرَاهِيمُ يَجُودُ بِنَفْسِهِ فَجَعَلَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَذْرِفَانِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ يَا ابْنَ عَوْفٍ إِنَّهَا رَحْمَةٌ ثُمَّ اتَّبَعَهَا بِأُخْرَى فَقَالَ إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ وَالْقَلْبَ يَحْزَنُ وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمَ لَمَحْزُونُونَ .

১২১৮. আনাস ইবনে মালেক রা. বলেন, আমরা রসূল স.-এর সাথে তাঁর পুত্র ইবরাহীমের ধাত্রীর স্বামী কর্মকার আবু সাইফের কাছে গেলাম। রসূল স. ইবরাহীমকে কোলে নিয়ে চুম্বন করলেন এবং আদর করলেন। এরপর আবার আমরা তার কাছে গিয়ে দেখলাম ইবরাহীমের মুমূর্ষু অবস্থা। তখন রসূল স.-এর চক্ষুদ্বয় হতে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছিল। আবদুর রহমান বিন আওফ রা. বলে উঠলেন, হে আদ্বাহর রসূল। আপনিও (কাঁদছেন?)। তিনি বললেন, হে ইবনে আউফ! এটি মমতা। পুনরায় অশ্রুপাত করতঃ বললেন, নিসন্দেহে চোখ কাঁদে আর হৃদয় হয় ব্যথিত। কিন্তু আমরা কেবল তাই বলি যা আমাদের রব পসন্দ করেন। হে ইবরাহীম! আমরা তোমার বিচ্ছেদে শোকাভিত্ত। ২৩

৪৪. অনুচ্ছেদ : নীড়িতদের নিকট কান্নাকাটি করা।

১২১৯. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ اشْتَكَيْ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ شَكْوَى لَهُ فَاتَاهُ النَّبِيُّ ﷺ يَعُودُهُ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ فَوَجَدَهُ فِي غَاشِيَةِ أَهْلِهِ فَقَالَ قَدْ قَضَى فَقَالُوا لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَبَكَى النَّبِيُّ ﷺ فَلَمَّا رَأَى الْقَوْمَ بُكَاءَ النَّبِيِّ ﷺ بَكَوْا فَقَالَ لَا تَسْمَعُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَذِّبُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ وَلَا بِحُزْنِ الْقَلْبِ وَلَكِنْ يُعَذِّبُ بِهَذَا وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ أَوْ يَرْحَمُ وَإِنَّ أَلَمِيَّتَ يُعَذِّبُ بِكُفَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ وَكَانَ عُمَرُ يَضْرِبُ فِيهِ بِالْعَصَا وَيَزِمِي بِالْحِجَارَةِ وَيَحْتَنِي بِالتُّرَابِ .

২৩. নবী স.-এর পুত্র ইবরাহীমের যখন মৃত্যু হয় তখন তার বয়স ছিল চার বছর।

বু-১/৭২—

১২১৯. আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সা'দ ইবনে ওবাদাহ রা. কোনো এক রোগে ভুগছিলেন। নবী স. আবদুর রহমান ইবনে আওফ, সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস এবং আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ সহ তাঁকে দেখতে আসলেন। তাঁর কাছে গিয়ে দেখলেন, তিনি পরিজন দ্বারা বেষ্টিত। জিজ্ঞেস করলেন, তিনি কি মারা গেছেন? তারা বললো, না, হে আল্লাহর রসূল! একথা শুনে নবী স. কেঁদে ফেললেন। নবী স.-এর কান্না দেখে তারাও কাঁদতে লাগল। তখন তিনি বললেন, তোমরা শোন, নিসন্দেহে আল্লাহ চোখের অশ্রু এবং অন্তরের শোকের জন্য কাউকে শান্তি দেবেন না। কিন্তু শান্তি দেবেন অথবা দয়া করবেন এর জন্য, (এ বলে তিনি) নিজ জিহ্বার দিকে ইশারা করলেন। নিসন্দেহে মৃতের প্রতি পরিজনের বিলাপের দরুন তাকে শান্তি দেয়া হয়। আর হযরত উমর রা.-এর অবস্থা ছিল এরূপ যে, তিনি এরূপ কাঁদার জন্য লাঠির দ্বারা আঘাত করতেন, কংকর নিক্ষেপ করতেন এবং মুখে মাটি পুরে দিতেন।

৪৫. অনুচ্ছেদ : যে সমস্ত বিলাপ ও কান্নাকাটি করা নিষেধ করা হয়েছে এবং তিরস্কার করা হয়েছে।

১২২০. عَنْ عُمَرَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ لَمَّا جَاءَ قَتْلُ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَجَعَفَرٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ جَلَسَ النَّبِيُّ ﷺ يُعْرِفُ فِيهِ الْحُزْنَ وَأَنَا أَطْلُعُ مِنْ شَوْءِ الْبَابِ فَاتَّاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ نِسَاءَ جَعْفَرٍ وَذَكَرَ بُكَاءَ هُنَّ فَأَمَرَهُ بِأَنْ يَنْهَاهُنَّ فَذَهَبَ الرَّجُلُ ثُمَّ أَتَى فَقَالَ قَدْ نَهَيْتُهُنَّ وَذَكَرَ أَنَّهُنَّ لَمْ يُطِغْنَ فَأَمَرَهُ الثَّانِيَةَ أَنْ يَنْهَاهُنَّ فَذَهَبَ ثُمَّ أَتَى فَقَالَ وَاللَّهِ لَقَدْ غَلَبْتَنِي أَوْ غَلَبَتْنَا الشُّكُّ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَوْشَبٍ فَرَزَعَمْتُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فَاحْتُ فِي أَقْوَاهِمُ التُّرَابِ فَقُلْتُ أَرْغَمَ اللَّهُ أَنْفَكَ فَوَاللَّهِ مَا أَنْتَ بِفَاعِلٍ وَمَا تَرَكْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْعَنَاءِ .

১২২০. আমরাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আয়েশা রা.-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, যখন হযরত যায়েদ বিন হারিসাহ, জাফর এবং আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহার শাহাদাতের সংবাদ পৌছল, তখন নবী স. এমনভাবে রসে পড়লেন যে, তাতে শোকের ছাপ দেখা গেল। আমি দরবার ফাঁক দিয়ে দেখছিলাম। তখন এক ব্যক্তি এসে বললো, হে আল্লাহর রসূল! জাফরের পরিবারের নারীগণ কান্নাকাটি করছে, তিনি তাদেরকে নিষেধ করতে আদেশ করলেন। লোকটি চলে গেল। ফিরে এসে জানাল, আমি তাদেরকে নিষেধ করেছি কিন্তু তারা আমার কথা মানছে না। তিনি দ্বিতীয়বার তাদেরকে নিষেধ করতে বললেন। সে চলে গেল। পুনরায় ফিরে এসে জানাল, আল্লাহর শপথ! তারা আমাকে অথবা (বললো) আমাদেরকে হার মানিয়েছে। রাবী বলেন, এ সন্দেহটি মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে হাওশাব হতে সংঘটিত হয়েছে। হযরত আয়েশার ধারণা নবী স. তাকে একথাও বলেছেন যে, তাদের মুখের মধ্যে মাটি পুরে দাও।

অতপর হযরত আয়েশা রা. বলেন, আমি লোকটিকে বললাম, আল্লাহ তোমার অমঙ্গল করুক। আল্লাহর শপথ! তোমার ওপর যে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তাতে সমাধা করতে পারছ না, আবার রসূলুল্লাহ স.-কে বার বার বিরক্ত করতে ছাড়ছ না।

১২২১. عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ أَخَذَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ عِنْدَ الْبَيْعَةِ أَنْ لَا نَنْوَحَ فَمَا وَفَّتْ مِنَّا امْرَأَةٌ غَيْرَ خَمْسِ نِسْوَةٍ أُمِّ سُلَيْمٍ وَأُمِّ الْعَلَاءِ وَابْنَةُ أَبِي سَبْرَةَ امْرَأَةٌ مُعَاذٌ وَامْرَأَتَيْنِ أَوْ ابْنَةُ أَبِي سَبْرَةَ وَامْرَأَةٌ مُعَاذٌ وَامْرَأَةٌ أُخْرَى .

১২২১. উম্মে আতিয়া রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. 'বাইআত' করার সময় আমাদের কাছ থেকে এ অঙ্গীকার নিয়েছেন যে, আমরা (মৃতের জন্য) বিলাপ করবো না। কিন্তু পাঁচজন ছাড়া কোনো নারীই তা রক্ষা করতে পারেনি। (তারা হচ্ছেন) উম্মে সুলাইম, উম্মে আ'লা, আবু ছাবরার কন্যা—মুআযের স্ত্রী এবং অন্য দুজন মহিলা। অথবা (বলেছেন,) আবু ছাবরার কন্যা, মুআযের স্ত্রী এবং অন্য আর একজন মহিলা।^{২৪}

৪৬. অনুচ্ছেদ : জানাযার সম্মানার্থে দাঁড়ানোর নির্দেশ।

১২২২. عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا حَتَّى تُخَلِّفَكُمْ قَالَ سَفْيَانُ قَالَ الزُّهْرِيُّ أَخْبَرَنِي سَالِمٌ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ زَادَ الْحُمَيْدِيُّ حَتَّى تُخَلِّفَكُمْ أَوْ تُوَضَّعَ .

১২২২. আমের ইবনে রাবিয়া রা. নবী স. থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, তোমরা কোনো জানাযার খাট বহন করে যেতে দেখলে তা চলে না যাওয়া পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকবে। সুফিয়ান হতে হুমাইদীর একটি বর্ণনা আছে। সেখানে একথাটি অতিরিক্ত বলা হয়েছে যে—তোমরা সে পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকবে যে পর্যন্ত না তা তোমাদেরকে অতিক্রম করে যায় অথবা নীচে নামিয়ে রাখা হয়।

৪৭. অনুচ্ছেদ : জানাযার জন্য দাঁড়ালে কখন বসবে ?

১২২৩. عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ جَنَازَةً فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَاشِيًا مَعَهَا فَلْيَقُمْ حَتَّى يُخَلِّفَهَا أَوْ تُوَضَّعَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُخَلَّفَ .

১২২৩. আমের ইবনে রাবিয়াহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল স. বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন কোনো জানাযা যেতে দেখবে, যদি সে তার সহযাত্রী না হয় তাহলে সে ততক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে যতক্ষণ না তা চলে যায়। অথবা নামিয়ে রাখা হয়।^{২৫}

১২২৪. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا فِي جَنَازَةٍ فَأَخَذَ أَبُو هُرَيْرَةَ

২৪. পুণ্যবান ব্যক্তির কাছে অঙ্গীকার করাকে 'বাইআত' বলা হয়। বাইআত এখানে ইসলাম গ্রহণ করা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

২৫. জানাযার জন্য দাঁড়ানো মুত্তাহাব।

بَيْدِ مَرْوَانَ فَجَلَسَا قَبْلَ أَنْ تُوَضَعَ فَجَاءَ أَبُو سَعِيدٍ قَالَ فَأَخَذَ بَيْدِ مَرْوَانَ فَقَالَ قُمْ
فَوَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمَ هَذَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَانَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ صَدَقَ.

১২২৪. সাঈদ মাকবরী রা. তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমরা এক জানাযায় উপস্থিত ছিলাম, কিন্তু তা নামিয়ে রাখার পূর্বে আবু হুরাইরা মারওয়ানের হাত ধরলেন এবং উভয়ে বসে পড়লেন। এ সময় আবু সাঈদ খুদরী এসে মারওয়ানের হাত ধরে বললেন, উঠুন, আল্লাহর শপথ! ইনি (আবু হুরাইরা) অবগত আছেন যে, রসূল স. আমাদেরকে এ থেকে (জানাযা নীচে রাখার পূর্বে বসতে) নিষেধ করেছেন। একথা শুনে আবু হুরাইরা রা. বলে উঠলেন : তিনি ঠিকই বলেছেন।

৪৮. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি জানাযার সাথে যাবে সে ততক্ষণ পর্যন্ত বসতে পারবে না যতক্ষণ না লোকেরা তাদের কাঁধ থেকে তা নামিয়ে রাখে। আর যদি বসে পড়ে, তাহলে তাঁকে দাঁড়াতে বলবে।

১২২৫. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا فَمَنْ تَبِعَهَا فَلَا يَقْعُدُ حَتَّى تُوَضَعَ.

১২২৫. আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি নবী স. থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, যখন তোমরা কোনো জানাযা গমন করতে দেখবে তখন দাঁড়িয়ে যাবে, আর যে জানাযার সহযাত্রী হবে, সে তা নামিয়ে রাখা পর্যন্ত বসবে না।

৪৯. অনুচ্ছেদ : ইয়াহুদীদের জানাযা গমন দর্শনে যিনি দাঁড়িয়েছেন।

১২২৬. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ مَرَّ بِنَا جَنَازَةٌ فَقَامَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ وَقُمْنَا بِهِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا جَنَازَةٌ يَهُودِيٍّ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا.

১২২৬. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমাদের পাশ দিয়ে একটি জানাযা যাচ্ছিল। তা দেখে নবী স. উঠে দাঁড়ালেন, তখন আমরাও দাঁড়িয়ে গেলাম। পরে আমরা বললাম, হে আল্লাহর রসূল! এটা তো একজন ইয়াহুদীর জানাযা। তিনি বললেন, তোমরা যখনই যে কোনো জানাযা যেতে দেখবে তখনই দাঁড়িয়ে যাবে।

১২২৭. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ كَانَ سَهْلُ بْنُ حَنْثَلٍ وَقَيْسُ بْنُ سَعْدٍ قَاعِدَيْنِ بِالْقَادِسِيَّةِ فَمَرُّوا عَلَيْهِمَا بِجَنَازَةٍ فَقَامَا فَقِيلَ لَهُمَا إِنَّهَا مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ أَيْ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَقَالَا إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّتْ بِهِ جَنَازَةٌ فَقَامَ فَقِيلَ لَهُ إِنَّهَا جَنَازَةٌ يَهُودِيٍّ فَقَالَ أَلَيْسَتْ نَفْسًا

১২২৭. আবদুর রহমান ইবনে আবু লায়লা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহল বিন হুনাইফ এবং কায়েস বিন সা'দ (কুফার নিকটবর্তী) 'কাদেসিয়া' নামক এক স্থানে

বসেছিলেন। এমন সময় তাঁদের পাশ দিয়ে একটি জানাযা যাচ্ছিল, তা দেখে উভয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। কেউ তাঁদেরকে বললো, এ হচ্ছে ‘যিম্মির’ (অমুসলিমের) জানাযা। তাঁরা বললেন, একদা নবী স.-এর পাশ দিয়ে একটি জানাযা যাচ্ছিল, তা দেখে তিনি দাঁড়ালেন। কেউ তাকে বলেছিল যে, এ তো ‘ইয়াহুদীর’ জানাযা, তার উত্তরে তিনি বলেছিলেন; তবে সেটা কি মানব দেহ নয় ?

৫০. অনুচ্ছেদ : জানাযা বহন করার দায়িত্ব কেবল পুরুষদের, নারীদের নয়।

১২২৮. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا وُضِعَتِ الْجَنَازَةُ وَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ قَدِّمُونِي وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ يَا وَيْلَهَا أَيْنَ تَذْهَبُونَ بِهَا يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الْإِنْسَانَ وَلَوْ سَمِعَهُ صَعِقَ.

১২২৮. আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. বলেছেন, যখন মৃতকে খাটিয়ায় রেখে লোকেরা তাদের কাঁধে উঠিয়ে নেয়, যদি সে পুণ্যবান হয়, তখন সে বলে, আমাকে নিয়ে এগিয়ে চল। আর যদি সে পুণ্যবান না হয়, তাহলে বলে হায়! এরা এটা কোথায় নিয়ে যাচ্ছে? তার এ চীৎকার মানুষ ছাড়া সকলেই শুনতে পায়। যদি (মানুষ) শুনতো (এ চীৎকার) তাহলে সে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলতো।

৫১. অনুচ্ছেদ : জানাযা তাড়াতাড়ি কবরস্থ করার নির্দেশ।

আনাস রা. বলেছেন, তোমরা হচ্ছে (মৃত ব্যক্তিকে) বিদায় দানকারী। অতএব তার সামনে ও পেছনে এবং ডানে ও বামে চলবে। আর অন্য একজন বলেছেন, তবে তার কাছাকাছিই চলতে হবে।

১২২৯. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ فَإِنْ تَكَ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تَقْدِمُونَهَا إِلَيْهِ وَإِنْ تَكَ سَوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهَا عَنْ رِقَابِكُمْ.

১২২৯. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. বলেছেন, তোমরা জানাযাকে তাড়াতাড়ি নিয়ে চল। কারণ যদি সে পুণ্যবান হয় তাহলে সে উত্তম ব্যক্তি। তোমরা তাকে কল্যাণের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছ। আর যদি সে অন্য কিছু হয়ে থাকে তাহলে সে একটি ‘আপদ’ তাড়াতাড়ি তাকে কাঁধ থেকে নামিয়ে রেখে দাও।

৫২. অনুচ্ছেদ : খাটিয়ার মধ্য থেকে মৃতের আবেদন, তোমরা আমাকে সামনে নিয়ে চল।

১২৩০. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ إِذَا وُضِعَتِ الْجَنَازَةُ فَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ، فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ : قَدِّمُونِي وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ لِأَهْلِهَا يَا وَيْلَهَا أَيْنَ تَذْهَبُونَ بِهَا يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الْإِنْسَانَ وَلَوْ سَمِعَ الْإِنْسَانُ لَصَعِقَ .

১২৩০. আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. বলেছেন, মৃতকে খাটিয়ায় রেখে যখন লোকেরা কাঁধে উঠিয়ে নেয়, যদি সে পুণ্যবান হয় তাহলে বলে, আমাকে ভাড়াভাড়া সামনে নিয়ে চল। আর যদি পুণ্যবান না হয়, তাহলে সে আপন পরিজনকে বলে, হায় ! 'তোমরা এটা কোথায় নিয়ে যাচ্ছ ?' মানুষ ছাড়া প্রত্যেক বস্তুই তার সে চীৎকার শুনতে পায়, কিন্তু মানুষ যদি তা শুনতো তাহলে বেহঁশ হয়ে পড়তো।

৫৩. অনুচ্ছেদ ৪ জানাযার জন্য ইমামের পেছনে দু অথবা তিন সারি করা।

১২৩১. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى عَلَى النَّجَاشِيِّ فَكَفَّتْ فِي الصَّفِّ الثَّانِي أَوْ الثَّلَاثِ.

১২৩১. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. বলেন, নবী স. নাজ্জাশীর জানাযা পড়েছেন, আমি দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় সারিতে ছিলাম।

৫৪. অনুচ্ছেদ ৪ জানাযার জন্য কয়েক কাতারে সারিবদ্ধ হওয়া।

১২৩২. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَعَى النَّبِيُّ ﷺ إِلَى أَصْحَابِهِ النَّجَاشِيَّ ثُمَّ قَدَّمَ فَصَفُّوا خَلْفَهُ فَكَبَّرَ أَرْبَعًا.

১২৩২. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. সাহাবীগণকে নাজ্জাশীর মৃত্যু সংবাদ জানালেন। তিনি সামনে দাঁড়ালে সাহাবীগণ তাঁর পেছনে সারিবদ্ধ হলেন এবং তিনি চার তাকবীর উচ্চারণ করলেন।

১২৩৩. حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي مَنْ شَهِدَ النَّبِيَّ ﷺ أَتَى عَلَى قَبْرِ مَنْبُؤٍ فَصَفَّهُمْ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا قُلْتُ مَنْ حَدَّثَكَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ.

১২৩৩. শাইবানী শা'বী রা. থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, যিনি নবী স.-এর সাথে উপস্থিত ছিলেন তিনি আমাকে এ সংবাদ দিয়েছেন যে, নবী স. একটি পরিত্যক্ত স্থানের পাশে এসে দাঁড়ালেন। লোকেরা তাঁর পেছনে সারিবদ্ধ হন, আর তিনি চার তাকবীর উচ্চারণ করেন। শাইবানী বলেন, আমি শা'বীকে জিজ্ঞেস করলাম, কে আপনাকে এ সংবাদ দিয়েছেন ? তিনি বললেন, হযরত ইবনে আব্বাস রা.।

১২৩৪. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ قَدْ تَوَفَّى الْيَوْمَ رَجُلٌ صَالِحٌ مِنَ الْحَبَشِ فَهَلُمَّ فَصَلُّوا عَلَيْهِ قَالَ فَصَفَّفْنَا فَصَلَّى النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْهِ وَنَحْنُ صَفُوفٌ قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ كُنْتُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي.

১২৩৪. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. বলেছেন, আজ আবিসিনিয়ার একজন পুণ্যবান ব্যক্তি ইন্তেকাল করেছেন। সুতরাং তোমরা চল এবং তাঁর জন্য নামায (জানাযা) পড়। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা কয়েক কাতারে সারিবদ্ধ হলাম এবং নবী স. নামায পড়ালেন। আবু যুবায়ের জাবির রা. থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি দ্বিতীয় সারিতে ছিলেন।

৫৫. অনুচ্ছেদ : জানাযায় পুরুষদের সাথে বালকদের সারি।

১২২৫. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ بِقَبْرِ قَدْ دُفِنَ لَيْلًا فَقَالَ مَتَى دُفِنَ هَذَا قَالُوا الْبَارِحَةَ قَالَ أَفَلَا اذْنَتُمُونِي قَالُوا دَفَنَاهُ فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ فَكَرِهْنَا أَنْ نُوَقِّظَكَ فَقَامَ فَصَفَّفْنَا خَلْفَهُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَنَا فِيهِمْ فَصَلَّى عَلَيْهِ .

১২৩৫. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. এমন একটি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন যাকে (গত) রাতে দাফন করা হয়েছিল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, একে কখন দাফন করা হয়েছে? লোকেরা বললো, গত রাতে। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কেন আমাকে সংবাদ দাওনি? তারা বললো, আমরা তাকে অন্ধকার রাতেই দাফন করেছি। এ সময় আপনার নিদ্রা ভঙ্গ করা আমরা পসন্দ করিনি। এরপর তিনি (কবরের পাশে) দাঁড়ালেন এবং আমরাও তাঁর পেছনে সারিবদ্ধ হলাম।

ইবনে আব্বাস রা. বলেন, আমিও তাঁদের মধ্যে ছিলাম এবং তার জানাযা পড়েছিলাম।

৫৬. অনুচ্ছেদ : জানাযার নামাযের নিয়মাবলী।

নবী স. বলেছেন, যে ব্যক্তি জানাযার নামায পড়বে (সে এক কীরাত পুরস্কার পাবে)। তিনি আরো বলেছেন, [এক ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত অবস্থায় ইন্তেকাল করেছে কিন্তু ঋণ শোধ করা যেতে পারে এ পরিমাণ সম্পদও সে রেখে যায়নি, তিনি [নবী স.] সে ব্যক্তি সম্পর্কে বলেছেন,] তোমরা তোমাদের সাথীর জানাযা পড়বে। আবিসিনিয়ার অধিপতির মৃত্যু সংবাদে নবী স. বলেছেন, তোমরা নাজ্জাশীর উপর জানাযার নামায পড়। নবী স. জানাযাকে নামায নামে আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু এ নামাযের রুকু ও সিজদা নেই এবং এতে কথাবার্তাও বলা যায় না। এতে আছে তাকবীর ও পরে সালাম। হযরত ইবনে উমর রা. পবিত্রতা ছাড়া জানাযার নামায পড়তেন না এবং সূর্যোদয় ও অস্তকালীন সময়ও পড়তেন না। তিনি তাকবীরের সাথে হাত উঠাতেন।

হাসান বসরী র. বলেন, আমি সাহাবায়ে কেরামকে এ নিয়মে জানাযা আদায় করতে পেয়েছি যে, তাঁরা এমন ব্যক্তিকে জানাযার জন্য অগ্রাধিকার দিতেন, যাকে তাঁরা নামাযের জন্য পসন্দ করতেন। কেননা তাঁরা এটাকে ফরয মনে করতেন। যদি কোনো ব্যক্তির ইদের নামাযে অথবা জানাযার সময় অযু ভেঙ্গে যেত, তাহলে পানি খোঁজ করতেন, তায়াম্মুম করতেন না। আর যখন জানাযার কাছে পৌঁছে দেখতেন যে লোকেরা নামায পড়ছে, তখন তিনি তাকবীর উচ্চারণ করে তাদের সাথে নামাযে शामिल হতেন।

ইবনে মুসাইয়েব র. বলেন, রাতে ও দিনে, স্বদেশে ও বিদেশে (অর্থাৎ স্বগৃহে ও সফরে) জানাযার চার তাকবীরই হবে। আনাস রা. বলেন, এক তাকবীর হচ্ছে নামায আরম্ভ করার জন্য। মহান আল্লাহ এরশাদ করেন, “তাদের (মুনাফিকদের) কোনো মৃতের ওপর কখনো জানাযার নামায পড়বেন না।” এবং জানাযার মধ্যে কয়েকটি সারি ও ইমামের ব্যবস্থা থাকবে।

১২২৬. عَنْ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي مَنْ مَرَّ مَعَ نَبِيِّكُمْ ﷺ عَلَى قَبْرِ مَبْنُودٍ فَأَمَّا فَصَفَّفْنَا خَلْفَهُ فَصَلَّيْنَا .

১২৩৬. শাইবানী শা'বী রা. থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, তিনি তোমাদের নবী স.-এর সাথে বিচ্ছিন্ন একটি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন নবী স. আমাদের ইমামতী করেছেন। আর আমরা তাঁর পেছনে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে নামায পড়েছি।

৫৭. অনুচ্ছেদ ৪ জানাযার পেছনে পেছনে চলার কবীলত।

যায়েদ বিন সাবিত রা. বলেছেন, তুমি জানাযার নামায পড়ে থাকলে তোমার দায়িত্বই পালন করেছে। হুমাইদ বিন হেলাল বলেন, জানাযা থেকে চলে আসবার অনুমতি নিতে হবে এমন কথা আমরা জানি না। তবে হ্যাঁ, যে জানাযা পড়ে ফিরবে সে এক 'কীরাত' পরিমাণ সওয়াব পাবে।

১২৩৭. حَدَّثَنَا ابْنُ عُمَرَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ مَنْ تَبَعَ جَنَازَةَ فَلَهُ قِيرَاطٌ فَقَالَ أَكْثَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَلَيْنَا فَصَدَقْتُ يَعْنِي عَائِشَةُ أَبَا هُرَيْرَةَ وَقَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُهُ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لَقَدْ فَرَطْنَا فِي قَرَارِيطٍ كَثِيرَةٍ فَرَطْتُ ضِيعَةً مِنْ أَمْرِ اللَّهِ .

১২৩৭. ইবনে উমর রা.-কে বলা হয়েছে যে, আবু হুরাইরা রা. বলেন, যে ব্যক্তি জানাযার সাথে যাবে সে এক কীরাত পরিমাণ সওয়াব পাবে। একথা শুনে তিনি বলেন, আবু হুরাইরা রা. অতি মাত্রায় হাদীস বর্ণনা করে থাকেন, (অর্থাৎ তাঁর কোনো কোনো কথা সন্দেহযুক্ত) তখন আয়েশা রা.-ও আবু হুরাইরার সমর্থন করে বললেন, আমিও রসূল স.-কে এরূপ বলতে শুনেছি। তখন ইবনে উমর র. বললেন, তাহলে তো আমরা অনেক কীরাতই হারিয়েছি।

৫৮. অনুচ্ছেদ ৪ (লাশ) দাফন করা পর্যন্ত যে ব্যক্তি অপেক্ষা করেছে।

১২৩৮. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّى فَلَهُ قِيرَاطٌ وَمَنْ شَهِدَ حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ قِيلَ وَمَا الْيَقِيرَاطَانِ قَالَ مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ .

১২৩৮. আবু হুরাইরা রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি জানাযায় উপস্থিত হয়ে নামায পড়বে সে 'এক কীরাত' পাবে। আর যে ব্যক্তি দাফন পর্যন্ত থাকবে সে দু'কীরাত পাবে। জিজ্ঞেস করা হলো, 'কীরাত' কি? বললেন, দুটি বৃহৎ পর্বত সমতুল্য। ২৬

৫৯. অনুচ্ছেদ ৪ লোকদের সাথে বালকদের জানাযায় অংশগ্রহণ করা।

১২৩৯. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَبْرًا فَقَالُوا هَذَا دُفِنَ أَوْ دُفِنَتْ الْبَارِحَةُ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ ثُمَّ صَلَّيْنَا عَلَيْهَا .

২৬. 'কীরাত' দেহহামের এক ষষ্ঠমাংশ, এখানে 'সওয়াব' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এর পরিমাণ তথু আদ্বাহই অবগত আছেন। 'দুটি বৃহৎ পর্বত' দ্বারা বিরাট পুরস্কারের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

১২৩৯. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. কোনো একটি কবরের পাশে এলে পর লোকেরা বললো, এ (পুরুষ) কিংবা এ (নারী)-কে গত রাতে দাফন করা হয়েছে। ইবনে আব্বাস রা. বলেন, এরপর আমরা তাঁর পেছনে সারিবদ্ধ হলে তিনি কবরের ওপর জানাযা পড়লেন।

৬০. অনুচ্ছেদ ৪ ঈদগাহ এবং মসজিদে জানাযার নামায পড়া।

১২৪০. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَعَى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ النَّجَاشِيَّ صَاحِبَ الْحَبْشَةِ يَوْمَ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَقَالَ اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ وَعَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَفَّ بِهِمْ بِالْمُصَلَّى فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا.

১২৪০. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে দিন আবিসিনিয়ার অধিপতি নাজ্জাশীর মৃত্যু হলো সেদিন রসূল স. আমাদেরকে তাঁর মৃত্যু সংবাদ জানিয়ে বললেন, তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জন্য মাগফিরাত কামনা কর।

আবু হুরাইরা রা. হতে অন্য এক রেওয়াজাতে একথাও বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, নবী স. তাঁদেরকে নিয়ে ঈদগাহে সারিবদ্ধ হয়েছেন। এরপর চার তাকবীর উচ্চারণ করে তাঁর জন্য নামায পড়েছেন।

১২৪১. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ الْيَهُودَ جَاؤُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِرَجُلٍ مِنْهُمْ وَامْرَأَةٍ زَنِيًّا فَأَمَرَ بِهِمَا فَرُجِمَا قَرِيبًا مِنْ مَوْضِعِ الْجَنَائِزِ عِنْدَ الْمَسْجِدِ

১২৪১. আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়াহুদীগণ তাদের মধ্য থেকে এমন এক পুরুষ এবং এক নারীকে নবী স.-এর কাছে নিয়ে এলো যারা যিনা করেছিল। তিনি নির্দেশ দিলে তাদেরকে মসজিদের কাছে জানাযার জন্য নির্ধারিত স্থানের কাছেই পাথর নিক্ষেপ করা হলো। ২৭

৬১. অনুচ্ছেদ ৪ কবরের ওপর মসজিদ নির্মাণ অপসন্দনীয় প্রসঙ্গে। আলী রা.-এর পৌত্র হাসানের মৃত্যু হলে তাঁর স্ত্রী এক বছর নাগাদ কবরের ওপর একটি তালু তৈরী করে রেখেছিলেন। অবশ্য পরে সেটা উঠিয়ে নেন। (একদা) তাঁরা একটি চীৎকার শব্দ শুনে পেলেন, কে যেন বলছে, শোন! এরা বা হারিয়েছিল তা পেয়েছে কি? অপর একজন জবাব দিল, না; বরং তারা নিরাশ হয়ে কিরেছে।

১২৪২. عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فِي مَرْضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدًا قَالَتْ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَأُبْرِزَ قَبْرُهُ غَيْرَ أَنِّي أَخْشَى أَنْ يَتَّخَذَ مَسْجِدًا.

২৭. হানাফী মাযহাব মতে কোনো ওপর ছাড়া মসজিদে জানাযার নামায পড়া আরেয নহে।

১২৪২. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. যে রোগে ইন্তেকাল করেন, সে রোগের সময় তিনি বলেছিলেন, ইয়াহুদী ও নাসারাদের ওপর আল্লাহর অভিশাপ। তারা তাদের নবীদের কবরগুলোকে মসজিদে পরিণত করেছে। হযরত আয়েশা রা. বলেন, যদি এ আশংকা না হতো তাহলে তাঁর 'রাওজা মুবারক'কে প্রকাশ্য অবস্থায় রাখা হতো। তবুও আমার ভয় হচ্ছে যে, ভবিষ্যতে তা মসজিদে পরিণত করা হবে।

৬২. অনুচ্ছেদ : প্রসূতির জন্য জানাযা পড়তে হবে, যখন প্রসূতি থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে।

১২৪৩. عَنْ سَمُرَةَ قَالَتْ صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَ فِي نَفْسِهَا فَقَامَ عَلَيْهَا وَسَطَهَا .

১২৪৩. সামুরা রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী স.-এর পেছনে এমন এক স্ত্রীলোকের জানাযা পড়েছিলাম, যে প্রসূতি থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছিল। নবী স. তার মাঝামাঝি স্থানে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

৬৩. অনুচ্ছেদ : নারী এবং পুরুষের জানাযায় ইমাম কোথায় দাঁড়াবেন ?

১২৪৪. عَنْ سَمُرَةَ بِنْتِ جُنْدَبٍ قَالَتْ صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَ فِي نَفْسِهَا فَقَامَ عَلَيْهَا وَسَطَهَا .

১২৪৪. সামুরা বিন জুনদুব রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী স. এর পেছনে এমন এক নারীর জানাযা পড়েছিলাম, যে প্রসূতি থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছিল, তিনি তার মাঝামাঝি স্থানে দাঁড়িয়েছিলেন। ২৮

৬৪. অনুচ্ছেদ : জানাযায় তাকবীর চারটি। হুমাইদী র. বলেন, একদা হযরত আনাস রা. আমাদেরকে তিন তাকবীরে জানাযা পড়িয়েছিলেন। কেউ তাঁকে বললে তখন তিনি কেবলামুখী হলেন এবং চতুর্থ তাকবীর বলে সালাম ফেরালেন।

১২৪৫. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ .

১২৪৫. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজ্জাশী মৃত্যুবরণ করলে রসূল স. তাঁর মৃত্যু সংবাদ ঘোষণা করেন এবং লোকদেরকে নিয়ে ঈদগাহের দিকে বের হন। তাদেরকে সারিবদ্ধ করে চার তাকবীর বলে জানাযার নামায পড়েন।

১২৪৬. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى عَلَى أَصْحَمَةَ النَّجَاشِيَّ فَكَبَّرَ أَرْبَعًا وَقَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَعَبْدُ الصَّمَدِ عَنْ سَلِيمٍ أَصْحَمَةَ وَتَابَعَهُ عَبْدُ الصَّمَدِ .

২৮. পুরুষের জানাযায় ইমামকে যে স্থানে দাঁড়াতে হবে নারীর জন্য তিনি সে স্থানে দাঁড়িয়েছিলেন। সুতরাং পুরুষের কথা হাদীসে উল্লেখ না থাকলেও তা অনুমান করে নিতে হবে, এটাই ইমাম বুখারীর অভিমত।

১২৪৬. জাবির রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. নাজ্জাশী আসহামার জানাযার নামায চার তাকবীরে আদায় করেন। ২৯

৬৫. অনুচ্ছেদ : জানাযায় সূরা ফাতিহা পাঠ করা। হাসান র. বলেছেন, জানাযায় শিতদের ক্ষেত্রে সূরা ফাতিহা পাঠ করা যাবে এবং এই বলে দোআ করতে হবে :

اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرْطًا وَسَلَفًا وَاجْرًا.

অর্থাৎ হে আল্লাহ ! তুমি এ মৃত শিশুকে আমাদের জন্য জাহান্নামের পথে অগ্রগামী হিসেবে গ্রহণ কর এবং আমাদের পুরস্কার স্বরূপ গ্রহণ কর।

১২৪৭. عَنْ طَلْحَةَ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَلَى جَنَازَةٍ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ قَالَ لَتَتَعَلَّمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ.

১২৪৭. তালহা ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আওফ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি ইবনে আব্বাসের পেছনে জানাযার নামায আদায় করেছি। তিনি (সূরা ফাতিহা) পাঠ করে জানাযার নামায আদায় করলেন এবং পরে বললেন, (আমি এরূপ এজন্য করলাম) যাতে লোকেরা এটাকে সুন্নত বলে জানতে পারে।

৬৬. অনুচ্ছেদ : দাফন করার পর কবরের ওপর জানাযা আদায় করা।

১২৪৮. عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي مَنْ مَرَّ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى قَبْرِ مَنْبُودٍ فَأَمَّهُمْ وَصَلُّوا خَلْفَهُ.

১২৪৮. শা'বী রা. বর্ণনা করেছেন, তাকে একটি লোক খবর দিয়েছিল যে, সে নবী স.-এর সাথে একটা বিচ্ছিন্ন কবরের পাশে গিয়েছিল। তিনি জানাযার নামাযে তাদের ইমামতী করেছিলেন। আর তারা তার পেছনে নামায পড়লো।

১২৪৯. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ أَسْوَدَ رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً كَانَ يَقُمُ الْمَسْجِدَ فَمَاتَ وَلَمْ يَعْلَمْ النَّبِيُّ ﷺ بِمَوْتِهِ فَذَكَرَهُ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ مَا فَعَلَ ذَلِكَ الْإِنْسَانُ قَالُوا مَاتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَفَلَا أَذْنَتُمُونِي فَقَالُوا إِنَّهُ كَانَ كَذًا وَكَذَا قِصَّتُهُ قَالَ فَحَقَرُوا شَأْنَهُ قَالَ فَدَلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ فَأَتَى قَبْرَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ.

১২৪৯. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। আসওয়াদ নামক একজন পুরুষ অথবা মহিলা মসজিদে থাকতো এবং মসজিদ ঝাড়ু দিতো। সে মারা গেল, কিন্তু নবী স. তার মৃত্যুর কথা জানতে পারলেন না। একদিন তার কথা স্মরণ হলে তিনি বললেন, ঐ লোকটি কোথায় ? সবাই বললো, হে আব্দুল্লাহর রসূল, সে তো মারা গেছে। তিনি বললেন, তোমরা আমাকে জানালে না কেন ? তারা লোকটির কাহিনী বলে বললো, সে তো এরূপ এরূপ লোক ছিল

২৯. 'নাজ্জাশী' আবিসিনিয়ার শাসকের উপাধি। কিন্তু তাঁর নাম নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম বুখারী র.-এর মতে, তাঁর নাম 'আসহামাহ'ই ছিল। যার মৃত্যুতে নবী স. জানাযা পড়েছিলেন।

(অর্থাৎ তাকে যেন খাটো করলো)। নবী স. তখন বললেন, তার কবর কোথায় আমাকে দেখিয়ে দাও। এরপর তিনি তার কবরের পাশে উপস্থিত হলেন এবং (জানায়ার নামায) আদায় করলেন।

৬৭. অনুচ্ছেদ : মৃত ব্যক্তি জুতার আওয়ায শুনতে পায়।

১২৫০. عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : الْعَبْدُ إِذَا وَضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّى وَذَهَبَ أَصْحَابُهُ حَتَّى إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نَعَالِهِمْ أَتَاهُ مَلَكَانِ فَأَقْعَدَاهُ فَيَقُولَانِ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ مُحَمَّدٍ ﷺ فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ فَيُقَالُ انْظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ أَبَدَكَ اللَّهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الْجَنَّةِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَبَرَّاهُمَا جَمِيعًا وَأَمَّا الْكَافِرُ أَوْ الْمُنَافِقُ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ فَيُقَالُ لَا دَرِيَّتَ وَلَا تَلَيْتَ ثُمَّ يُضْرَبُ بِمِطْرَقَةٍ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً بَيْنَ أُذُنَيْهِ فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ .

১২৫০. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেছেন, বান্দাকে যখন কবরে রাখা হয় এবং তার বন্ধু-বান্ধব সেখান থেকে ফিরে চলে যায়। সে তখনও তাদের জুতার আওয়ায শুনতে পায়। এমন সময় তার কাছে দুজন ফেরেশতা আসেন এবং তাকে বসিয়ে দেন। মুহাম্মাদ স.-কে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করেন, এ লোকটি সম্পর্কে তুমি কি বলতে? সে তখন বলবে, আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি, তিনি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রসূল! তখন তাকে বলা হবে, জাহান্নামে তোমার স্থানটি দেখে নাও। সেটি পরিবর্তন করে আল্লাহ তোমাকে জান্নাতে একটি জায়গা প্রদান করেছেন। সে দুটিই এক সাথে দেখতে পাবে। কিন্তু কাকের মুনাফেক বলবে, অন্যান্য লোকেরা যা বলতো আমিও তাই বলতাম। তখন তাকে বলা হবে, তুমি জানতেও না বুঝতেও না। এরপর লোহার একটি মুণ্ডর দিয়ে উভয় কানে এমন জোরে আঘাত করা হবে যে, সে ভয়ানকভাবে চিৎকার করতে থাকবে। জ্বিন ও মানুষ ছাড়া নিকটবর্তী সবাই তার এ চিৎকার শুনতে পাবে।

৬৮. অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি বায়তুল মাকদিস বা অনুরূপ কোনো পবিত্র ভূমিতে সমাহিত হতে পসন্দ করে।

১২৫১. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَرْسَلَ مَلَكُ الْمَوْتِ إِلَى مُوسَى فَلَمَّا جَاءَهُ مِنْكَ فَرَجَعَ إِلَى رَبِّهِ فَقَالَ أَرْسَلْتَنِي إِلَى عَبْدٍ لَا يُرِيدُ الْمَوْتَ فَرَدَّ اللَّهُ عَلَيْهِ عَيْنَهُ وَقَالَ ارْجِعْ فَقُلْهُ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى مَتْنٍ ثَوْدٍ فَلَهُ بِكُلِّ مَا غَطَّتْ بِهِ يَدُهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ سَنَةٌ قَالَ أَيُّ رَبِّ تُمْ مَاذَا قَالَ تُمْ الْمَوْتُ قَالَ فَإِلَّا فَسَأَلَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يُدْنِيَهُ

مِنَ الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ رَمِيَةً بِحَجَرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَوْ كُنْتُ ثُمَّ لَأَرَيْتُكُمْ قَبْرَهُ إِلَى جَانِبِ الطَّرِيقِ عِنْدَ الْكَثِيبِ الْأَحْمَرِ .

১২৫১. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, মৃত্যুর ফেরেশতাকে মুসার কাছে পাঠানো হলো। ফেরেশতা তাঁর কাছে এলে পর তিনি (মুসা) তাকে (ফেরেশতাকে) চপেটাঘাত করলেন। (ফেরেশতার চোখ অন্ধ হয়ে গেল)। ফেরেশতা তাঁর প্রভুর কাছে ফিরে গিয়ে বললো, আপনি আমাকে এমন এক লোকের কাছে পাঠিয়েছেন যে মরতে চায় না। আল্লাহ তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিলেন। ফেরেশতাকে বললেন, আবার তার কাছে গিয়ে তাকে বল একটি যাঁড়ের পিঠে হাত রাখতে। তাঁর হাত যতটুকু জায়গার ওপর পড়বে ততটুকু জায়গার প্রতিটি পশমের বদলে তাঁকে এক বছর করে আয়ু দান করা হবে। একথা তাঁকে জানানো হলো। তিনি আল্লাহকে জিজ্ঞেস করলেন। হে আমার রব! তারপর কি হবে? জবাবে আল্লাহ বললেন, তারপর মৃত্যু। একথা শুনে তিনি বললেন, তাহলে এখনই তা হোক। অবশ্য তিনি আল্লাহ তাআলার কাছে পবিত্র ভূমি (বায়তুল মাকদাস) থেকে একটি টিল নিক্ষেপের দূরত্ব পর্যন্ত পৌঁছে যাবার প্রার্থনা করলেন। রসূলুল্লাহ (স) বলেন, এ সময় আমি যদি সেখানে (বায়তুল মাকদাসের পবিত্র এলাকায়) থাকতাম, তবে পথি পার্শ্বে বালুর লোহিত টিবির কাছে তাঁর (মুসার) কবর তোমাদেরকে দেখিয়ে দিতাম।

৬৯. অনুচ্ছেদ : রাত্রিকালে লাশ দাফন করার বর্ণনা। আবু বকরকে রাত্রিকালে দাফন করা হয়েছিল।

১২৫২. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ عَلَى رَجُلٍ بَعْدَ مَا دُفِنَ بِلَيْلَةٍ قَامَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ وَكَانَ سَأَلَ عَنْهُ فَقَالَ مَنْ هَذَا فَقَالُوا فَلَنْ دُفِنَ الْبَارِحَةَ فَصَلُّوا عَلَيْهِ .

১২৫২. আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, এক ব্যক্তিকে রাতে দাফন করা হয়েছিল। পরে নবী স. তার জানাযার নামায আদায় করলেন। নবী স. তার (দাফনকৃত ব্যক্তি) পরিচয় সম্পর্কে জানতে চাইলেন। লোকেরা বললো, তাকে গত রাতে দাফন করা হয়েছে। নবী স. ও তাঁর সাহাবীগণ সেখানে গেলেন এবং লোকটির নামাযে জানাযা আদায় করলেন।

৭০. অনুচ্ছেদ : কবরের ওপর মসজিদ নির্মাণ।

১২৫৩. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا أَشْتَكَى النَّبِيُّ ﷺ ذَكَرَتْ بَعْضُ نِسَائِهِ كَنِيسَةً رَأَتْهَا بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ يُقَالُ لَهَا مَارِيَّةُ، وَكَانَتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَأُمُّ حَبِيبَةَ أَتَتَا بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ فَذَكَرَتَا مِنْ حُسْنِهَا وَتَصَاوِيرِ فِيهَا فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ أُولَئِكَ إِذَا مَاتَ مِنْهُمْ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا ثُمَّ صَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّورَ أُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ .

১২৫৩. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী স. পীড়িত হয়ে পড়লে তাঁর স্ত্রীদের একজন মারিয়া নামক একটি গীর্জা ঘরের কথা তাঁকে বললেন, যা তিনি [নবী স.-এর স্ত্রী] হাবশা দেশে দেখেছিলেন। (তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে) উম্মে সালামা ও উম্মে হাবীবা হাবশায় গিয়েছিলেন। তাঁরা দুজনই এ গীর্জা ঘরের সৌন্দর্য ও চাকচিক্য এবং ভেতরের চিত্রসমূহের বর্ণনা দিলেন। (এসব কথা শুনে) নবী স. তাঁর মাথা তুলে বললেন, ঐসব (হাবশাবাসী) লোকদের মধ্য থেকে কোনো সৎ ব্যক্তি মারা গেলে তারা তার কবরের ওপর মসজিদ নির্মাণ করতো এবং তাদের চিত্র নির্মাণ করে এর মধ্যে রাখত। ঐসব লোক আল্লাহর কাছে অত্যন্ত নিকৃষ্ট ও জঘন্য বলে গণ্য।

৭১. অনুচ্ছেদ : যারা নারীদের কবরে নামতে পারবে।

১২৫৪. عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ شَهِدْنَا بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَالِسٌ عَلَى الْقَبْرِ فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَدْمَعَانِ فَقَالَ هَلْ فِيكُمْ مِنْ أَحَدٍ لَمْ يُقَارِفِ اللَّيْلَةَ فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ أَنَا قَالَ فَأَنْزَلَ فِي قَبْرِهَا.

১২৫৪. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা রসূলুল্লাহ স.-এর কন্যার জানাযায় ও দাফনে অংশগ্রহণ করেছিলাম। রসূলুল্লাহ স. (কন্যার) কবরের পাশে বসেছিলেন। আমি দেখলাম, তাঁর দু চোখ দিয়ে অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়ছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আজ রাতে সহবাস করেনি (তোমাদের মধ্যে) এমন কেউ কি আছে? আবু তালহা রা. বললেন, আমি আছি। নবী স. তাকে বললেন, তুমি তার কবরে নেমে পড়।

৭২. অনুচ্ছেদ : শহীদদের নামাযে জানাযা আদায়ের বর্ণনা।

১২৫৫. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أَحَدٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ يَقُولُ أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخَذًا لِلْقُرْآنِ فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ وَقَالَ أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ فِي دِمَائِهِمْ وَلَمْ يُغْسَلُوا وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ .

১২৫৫. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, ওহুদ যুদ্ধের দু' দু'জন শহীদকে নবী স. একই কাপড়ে জড়িয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করতেন, তাদের মধ্যে কোনজন কুরআনের বেশী হাফেয? দুজনের যার দিকে ইশারা করে বলে দেয়া হলো প্রথমে তাকেই কবরে নামানো হলো। এরপর তিনি বললেন, এদের জন্য আমিই কিয়ামতের দিন সাক্ষী হবো। এরপর তিনি রক্তসহ বিনা গোসলেই তাদেরকে দাফন করার নির্দেশ দিলেন। তাদেরকে গোসলও দেয়া হলো না এবং নামাযের জানাযাও পড়া হলো না।

১২৫৬. عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ يَوْمًا فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أَحَدٍ صَلَاتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ : إِنِّي فَرَطُ لَكُمْ وَأَنَا

شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَنْظُرُ إِلَى حَوْضِي الْآنَ، وَإِنِّي أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ أَوْ مَفَاتِيحَ الْأَرْضِ وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَشْرِكُوا بَعْدِي وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا.

১২৫৬. উকবা ইবনে আমের রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. একদিন বের হয়ে ওহুদের শহীদদের কবরের কাছে গিয়ে মৃতদের নামায়ে জানাযা আদায় করার মতো নামায আদায় করলেন। এরপর ফিরে এসে মিষারে দাঁড়িয়ে বললেন, আমি তোমাদের আগেই চলে যাব। আমি তোমাদের জন্য সাক্ষীও বটে। আর আব্বাহর শপথ, আমি এ মুহূর্তে আমার হাউয়ে কাওসার দেখতে পাচ্ছি, আমাকে তো পৃথিবীর সম্পদরাশির চাবি প্রদান করা হয়েছে, অথবা বললেন, (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) পৃথিবীর চাবিসমূহ প্রদান করা হয়েছে। আব্বাহর শপথ! আমি তোমাদের সম্পর্কে এ ভয় করি না যে, আমার পরে তোমরা শিরকে লিপ্ত হবে। বরং পার্থিব স্বার্থ অর্জনে পরস্পর প্রতিযোগিতা করবে বলে ভয় করি।

৭৩. অনুচ্ছেদ : একই কবরে দু' বা তিনজনকে দাফন করার বর্ণনা।

১২৫৭. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أَحَدٍ.

১২৫৭. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. ওহুদ যুদ্ধের শহীদদের দু' দু'জনকে একত্রিত করে দাফন করেছিলেন।

৭৪. অনুচ্ছেদ : যিনি শহীদদেরকে গোসল দিতে দেখেননি।

১২৫৮. عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَدْفِنُوهُمْ فِي دِمَائِهِمْ يَوْمَ أَحَدٍ وَلَمْ يُغْسِلْهُمْ.

১২৫৮. জাবির রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. বলেছেন, তাদেরকে (শহীদদেরকে) রক্তমাখা দেহেই দাফন কর। একথা তিনি ওহুদ যুদ্ধের দিন বলেছিলেন। আর ঐসব শহীদদেরকে গোসলও দেননি।

৭৫. অনুচ্ছেদ : সাহাদ বা কবরে প্রথমে কাকে রাখা হবে? সাহাদ এজন্য বলা হয় যে, এ ধরনের কবর এক পাশে খুঁড়ে করা হয়। আর এ কারণে সকল অত্যাচারীকে মুলহিদ বলা হয়ে থাকে। (কেমনা, সে ন্যায় ও হক থেকে দূরে সরে থাকে)। মুলতাহাদা শব্দের অর্থ হলো, পালিয়ে আশ্রয় নেয়ার জায়গা। আর কবর যদি সোজা হয় তবে তাকে দ্বারীহ বলা হয়।

১২৫৯. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أَحَدٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ يَقُولُ أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخَذًا لِلْقُرْآنِ فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى

أَحَدِهِمَا قَدَمَهُ فِي اللَّحْدِ وَقَالَ أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلَاءِ وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُغْسِلْهُمْ وَآخَرْنَا الْأَوْزَاعِيَّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لِقَتْلَى أَحَدٍ أَى هَؤُلَاءِ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى رَجُلٍ قَدَمَهُ فِي اللَّحْدِ قَبْلَ صَاحِبِهِ وَقَالَ جَابِرٌ فَكُفَّنَ أَبِي وَعُمَى فِي نَمْرَةٍ وَاحِدَةٍ.

১২৫৯. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. ওহুদ যুদ্ধের দু' দু'জন শহীদকে একত্রিত করে একই কাপড়ে কাফন দিয়ে জিজ্ঞেস করছিলেন, তাদের মধ্যে কে কুরআনের জ্ঞান বেশী অর্জন করেছিল? জবাবে তাঁকে যখন দুজনের মধ্যে একজনের প্রতি ইশারা করে বলে দেয়া হলো, তখন তাকেই প্রথমে কবরে রাখছিলেন এবং বলছিলেন, এদের জন্য আমিই কিয়ামতের দিন সাক্ষী হবো। এরপর রক্তমাখা দেহেই তাদেরকে দাফন করছিলেন। তিনি তাদের কাউকেই গোসল দেননি আর জানাযাও পড়েননি। বর্ণনাকারী আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক বলেন, আওয়ালী যুহরীর মাধ্যমে জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে আমার কাছে বর্ণনা করেছেন। তিনি (জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা.) বলেছেন, ওহুদ যুদ্ধের শহীদদের সম্পর্কে রসূলুল্লাহ স. জিজ্ঞেস করেছিলেন, এদের মধ্যে কে কুরআনের জ্ঞান বেশী অর্জন করেছিল? জবাবে যখন কারো প্রতি ইশারা করে নির্দেশ করা হচ্ছিল, তখন তার সাথীর আগে তাকে কবরে রাখছিলেন। জাবির রা. বলেন, আমার আব্বা ও চাচাকে একই সাথে একখানা নকশা করা কাপড়ে কাফন দেয়া হয়েছিল।

৭৬. অনুচ্ছেদ : কবরে ইযখির বা অন্য কোনো ঘাস দেয়ার বর্ণনা।

১২৬০. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قَالَ حَرَّمَ اللَّهُ مَكَّةَ فَلَمْ تَحِلْ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَلَا لِأَحَدٍ بَعْدِي أُحِلَّتْ لِي سَاعَةٌ مِنْ نَهَارٍ لَا يَخْتَلِي خَلَاهَا وَلَا يُعْصَدُ شَجَرُهَا وَلَا يُنْفَرُ صَيْدُهَا وَلَا تُلْتَقَطُ لِقُطَّتْهَا إِلَّا لِمُعَرِّفٍ فَقَالَ الْعَبَّاسُ إِلَّا الْأَنْخِرَ لَصَاعِغَتِنَا وَقُبُورِنَا فَقَالَ إِلَّا الْأَنْخِرَ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لِقُبُورِنَا وَبُيُوتِنَا.

১২৬০. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেছেন, আল্লাহ মক্কাকে হারাম (মহা সন্ধানিত) করে দিয়েছেন। আমার পূর্বে তা কারো জন্য হালাল করা হয়নি এবং আমার পরেও কারো জন্য হালাল করা হবে না। হ্যাঁ, তবে আমার জন্য এটি দিনের অল্প কিছু সময়ের জন্য তা হালাল করা হয়েছিল (মক্কা বিজয়ের দিন)। এখানকার ঘাস উঠানো যাবে না, বৃক্ষ কাটা যাবে না, শিকারকে ভাগানো যাবে না এবং ঘোষণা করে জানানোর উদ্দেশ্য ছাড়া কোনো পড়ে থাকা বস্তু কুড়িয়ে নেয়া যাবে না। (এসব কথা শুনে) আব্বাস রা. বললেন, কেননা আমাদের স্বর্ণকারদের ও কবরের জন্য ইযখির ঘাস বাদ রাখুন। তখন নবী স. বললেন, হ্যাঁ, ইযখির ছাড়া। আবু হুরাইরা রা. নবী স. থেকে “আমাদের স্বর্ণকার ও কবরের জন্য” কথা দুটি বর্ণনা করেছেন।

৭৭. অনুচ্ছেদ : লাশ কোনো কারণে কবর বা সাহাদ থেকে উঠানো যাবে কি না।

১২৬১. جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي بَعْدَ مَا أُدْخِلَ حُفْرَتَهُ فَأَمَرَ بِهِ فَأَخْرَجَ فَوَضَعَهُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَنَفَثَ عَلَيْهِ مِنْ رِيقِهِ وَالْبَسَهُ قَمِيصَهُ فَالْتَمَسَ عَلَيْهِ وَأَعْلَمَ وَكَانَ كَسَا عَبَّاسًا قَمِيصًا وَقَالَ سُفْيَانُ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَكَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَمِيصَانِ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْبَسَ أَبِي قَمِيصَكَ الَّذِي يَلِي جِلْدَكَ قَالَ سُفْيَانُ فَيُرَوْنَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ الْبَسَ عَبْدَ اللَّهِ قَمِيصَهُ مَكْفَأَةً لِمَا صَنَعَ .

১২৬১. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. বর্ণনা করেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে কবরে রাখার পর রসূলুল্লাহ স. সেখানে আগমন করলেন। তিনি তাকে কবর থেকে উঠাবার আদেশ করলেন। তিনি তাকে দু' হাঁটুর ওপর রাখলেন এবং স্বীয় মুখের লালা ফুঁকে দিলেন এবং নিজের জামা তাকে পরিয়ে দিলেন। এ ঘটনা সত্য কি না তা আল্লাহই সর্বাধিক অবগত। আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এক সময়ে আব্বাসকে তার গায়ের জামা পরিয়েছিলেন। সুফিয়ান বর্ণনা করেছেন, আবু হুরায়রা রা. বলেছেন, রসূলুল্লাহ স.-এর গায়ে তখন দুটি জামা ছিল। তাই আবদুল্লাহর পুত্র বললো, হে আল্লাহর রসূল! যে জামাটি আপনার শরীর স্পর্শ করে আছে এটি আমার পিতাকে পরিয়ে দিন। সুফিয়ান বলেন, সকলের ধারণা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবদুল্লাহর কৃত বদান্যতার বদলে তাকে স্বীয় জামা প্রদান করেছিলেন।

১২৬২. عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَمَّا حَضَرَ أَحَدُ دَعَائِي أَبِي مِنَ اللَّيْلِ فَقَلَا مَا أَرَانِي إِلَّا مَقْتُولًا فِي أَوَّلِ مَنْ يُقْتَلُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَنِّي لَا أَتْرُكُ بَعْدِي أَعَزَّ عَلَى مِنْكَ غَيْرَ نَفْسِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَإِنَّ عَلَى دِينِنَا فَاقْضِ وَاسْتَوْصِ بِأَخَوَاتِكَ خَيْرًا فَاصْبَحْنَا فَكَانَ أَوَّلَ قَتِيلٍ وَدُفِنَ مَعَهُ آخَرُ فِي قَبْرِهِ ثُمَّ لَمْ تَطِبْ نَفْسِي أَنْ أَتْرُكُهُ مَعَ الْآخَرِ فَاسْتَخْرَجْتُهُ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَإِذَا هُوَ كَيَوْمِ وَضَعْتُهُ هُنِيئَةً غَيْرَ أَذْنِهِ .

১২৬২. জাবির রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, ওহুদ যুদ্ধের সময় নিকটবর্তী হলে আমার পিতা (আবদুল্লাহ) রাতের বেলা আমাকে ডেকে বললেন, আমার মনে হয় নবী স.-এর আসহাবদের মধ্যে যারা নিহত হবেন, আমি তাদের প্রথম ব্যক্তি হবো। এমতাবস্থায় একমাত্র নবী স. ছাড়া তোমার চেয়ে প্রিয় ব্যক্তি আর কাউকে আমি রেখে যাচ্ছি না। আমি ঋণগ্রস্ত আছি। ঋণ পরিশোধ করে দেবে এবং তোমার বোনদের সাথে উত্তম ব্যবহার করবে ও ভাল উপদেশ প্রদান করবে। পরদিন সকাল হলে দেখলাম, তিনিই বু-১/৭৪—

প্রথম শহীদ হলেন। তাঁর কবরে অন্য এক ব্যক্তিকে তাঁর সাথে দাফন করা হলো। কিন্তু অন্য একজনের সাথে তাঁকে কবরে রাখা আমার কাছে ভালো মনে হলো না। তাই ছয় মাস পরে আমি তাঁকে কবর হতে উঠালাম। তার কান ছাড়া সমগ্র শরীর এমন ছিল যেন ঐদিন কিছুক্ষণ আগেই তাকে দাফন করা হয়েছে।

১২৬২. عَنْ جَابِرٍ قَالَ دُفِنَ مَعَ أَبِي رَجُلٌ فَلَمْ تَطِبْ نَفْسِي حَتَّى أَخْرَجْتُهُ فَجَعَلْتُهُ فِي قَبْرِ عَلَى حِدَةٍ .

১২৬৩. জাবির রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমার পিতার সাথে অন্য আর একজন লোককে দাফন করা হয়েছিল। কিন্তু আমার কাছে তা পসন্দ হলো না। তাই তাঁকে কবর থেকে উঠিয়ে অন্য আরেকটি কবরে দাফন করলাম।

৭৮. অনুচ্ছেদ : কবরে লাহাদ বা গর্ত করা।

১২৬৪. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أَحَدَيْهِمْ يَقُولُ أَيُّهُمَا أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ فَقَالَ أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ وَلَمْ يُفَسِّلْهُمْ

১২৬৪. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী স. ওহুদ যুদ্ধের শহীদদের দু' দু'জন পুরুষের লাশ এক সাথে করে জিজ্ঞেস করছিলেন, তাদের মধ্যে কে কুরআনের জ্ঞান বেশী রাখে। তাঁকে যখন কোনো একজনের প্রতি ইশারা করে দেখিয়ে দেয়া হতো, তখন তিনি তাকেই প্রথমে লাহাদে রাখছিলেন এবং বলছিলেন, কিয়ামতের দিন আমি নিজে এদের সাক্ষী হবো। এরপর রক্তমাখা শরীরেই তাঁদের দাফন করার নির্দেশ দিলেন এবং তাদের গোসলও দিলেন না।

৭৯. অনুচ্ছেদ : কোনো বালক বা অপ্রাপ্তবয়স্ক যদি ইসলাম গ্রহণ করে মারা যায়, তাহলে কি তার জানাযা পড়া হবে এবং ছোট ছেলেদের কি ইসলামের দাওয়াত দেয়া যাবে? হাসান, সুরাইহ, ইবরাহীম ও কাতাদাহ বলেছেন, পিতামাতার কোনো একজন ইসলাম গ্রহণ করলে সম্ভাবন মুসলমান জনের সাথে থাকবে। ইবনে আব্বাস দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও তাঁর মায়ের সাথে ছিলেন, পিতার সাথে তার (পিতার) বংশের দিনের অনুসারী ছিলেন না। নবী স. বলেছেন, ইসলাম বিজয়ী, তা কখনও বিজিত হয় না।

১২৬৫. عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ انْطَلَقَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي رَهْطٍ قَبْلَ ابْنِ صَيَّادٍ حَتَّى وَجَدُوهُ يَلْعَبُ مَعَ الصَّبْيَانِ عِنْدَ أَطْمِ بْنِ مَخَالَةَ وَقَدْ قَارَبَ ابْنُ صَيَّادٍ الْحُلْمَ فَلَمْ يَشْعُرْ حَتَّى ضَرَبَ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ لِابْنِ صَيَّادٍ تَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَنَظَرَ إِلَيْهِ ابْنُ صَيَّادٍ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ الْأُمِّيِّينَ فَقَالَ ابْنُ صَيَّادٍ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرَفَضَهُ وَقَالَ أَمَنْتُ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ

فَقَالَ لَهُ مَاذَا تَرَى قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ يَأْتِينِي صَادِقٌ وَكَاذِبٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ خُلِّطَ عَلَيْكَ الْأَمْرُ ثُمَّ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ إِنِّي قَدْ خَبَاتُ لَكَ خَبِيئًا فَقَالَ ابْنُ صَيَّادٍ هُوَ الدُّخُ فَقَالَ إِخْسًا فَلَنْ تَعْدُو قَدْرَكَ فَقَالَ عُمَرُ دَعِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَضْرِبُ عَنْقَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنْ يَكُنْهُ فَلَنْ تُسَلِّطَ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْهُ فَلَا خَيْرَ لَكَ فِي قَتْلِهِ وَقَالَ سَالِمٌ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ ثُمَّ انْطَلَقَ بَعْدَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَنُ كَعْبٍ إِلَى النَّخْلِ الَّتِي فِيهَا ابْنُ صَيَّادٍ وَهُوَ يَخْتَلِ أَنْ يَسْمَعَ مِنْ ابْنِ صَيَّادٍ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ ابْنُ صَيَّادٍ قَرَأَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ فِي قَطِيفَةٍ لَهُ فِيهَا رَمْزَةٌ أَوْ رَمْزَةٌ فَرَأَتْ أُمُّ ابْنِ صَيَّادٍ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَتَفَى بِجَذْوَعِ النَّخْلِ فَقَالَتْ لِابْنِ صَيَّادٍ يَا صَافٍ وَهُوَ اسْمُ ابْنِ صَيَّادٍ هَذَا مُحَمَّدٌ ﷺ فَتَارَ ابْنُ صَيَّادٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَوْ تَرَكْتُهُ بَيْنَ .

১২৬৫. ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। উমর (ইবনুল খাত্তাব) নবী স.-এর সাথে সাথে ইবনে সাইয়াদের কাছে গমন করলো। আরো কিছু লোক সাথে ছিল। তারা সবাই ইবনে সাইয়াদকে বনী মাগালার টিলার পাদদেশে অন্যান্য শিশুদের সাথে খেলতে দেখতে পেল। সে সময় ইবনে সাইয়াদ সাবালকত্বে পৌছার কাছাকাছি। সে নবী স.-এর আগমন আঁচ করতে পারার আগেই নবী স. তার গায়ে হাত রাখলেন। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি সাক্ষ্য প্রদান কর যে, আমি আল্লাহর রসূল? তখন ইবনে সাইয়াদ তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখল এবং বললো, আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আপনি উম্মীদের রসূল। অতপর ইবনে সাইয়াদ নবী স.-কে জিজ্ঞেস করলো, আপনি কি সাক্ষ্য প্রদান করেন যে, আমি আল্লাহর রসূল? একথা শুনে নবী স. তাকে ছেড়ে দিলেন এবং বললেন, আমি আল্লাহ ও তাঁর রসূলদের প্রতি ঈমান এনেছি। এরপর তিনি ইবনে সাইয়াদকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি দেখতে পাও? সে বললো, আমার কাছে সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদী আগমন করে থাকে। নবী স. বললেন, তোমার কাছে প্রকৃত ব্যাপার অস্পষ্ট হয়ে আছে বা এলোমেলো হয়ে গেছে। নবী স. এবার তাকে বললেন, আমি একটি বিষয় তোমার কাছে গোপন করেছি, পারলে তা বলে দাও। ইবনে সাইয়াদ বললো, তাহলো ধূয়া। একথা শুনে নবী স. বললেন, তুমি লালিত্বিত হও, দূর হও। তুমি নিজের ক্ষমতা বা সীমার বাইরে যেতে পারো না। অর্থাৎ জ্ঞান প্রাপ্তির বিশেষ উৎস অহী সম্পর্কে তোমার কোনো ধারণাই নেই। এ সময় উমর বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমাকে অনুমতি প্রদান করুন, আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেই। নবী স. বললেন, এ যদি সে-ই হয় অর্থাৎ মসীহে দাজ্জাল হয় তাহলে তুমি তাকে কাবু করতে সক্ষম হবে না। আর যদি সে না হয় তাহলে তাকে হত্যা করায় তোমার কোনো লাভ নেই। সালেম বর্ণনা করেছেন, আমি ইবনে উমরকে বলতে শুনেছি, এরপর রসূলুল্লাহ স. ও উবাই

ইবনে কা'ব একটি খেজুর বাগানে গেলেন যেখানে ইবনে সাইয়াদ ছিল। তিনি ধারণা করছিলেন যে, ইবনে সাইয়াদ তাঁকে দেখার আগেই তিনি তার কিছু কথা শুনবেন। নবী স. তাঁকে দেখলেন, একখানা চাদর গায়ে জড়িয়ে শুয়ে আছে এবং শুন শুন করছে। ইবনে সাইয়াদের মা দেখতে পেল যে, তিনি [নবী স.] খেজুর শাখায় নিজেকে আড়াল করে অগ্রসর হচ্ছেন। সুতরাং সে ইবনে সাইয়াদকে ডাকলো, হে সাফ (এটি ইবনে সাইয়াদের নাম) দেখছ না মুহাম্মাদ এসেছেন? ইবনে সাইয়াদ ব্যস্তসমস্ত হয়ে উঠে পড়লো। নবী স. বললেন, সে (ইবনে সাইয়াদের মা) যদি তাকে অমনি থাকতে দিতো, তাহলে সবকিছু স্পষ্ট হয়ে যেত।

১২৬৬. عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ غُلَامٌ يَهُودِيٌّ يَخْدُمُ النَّبِيَّ ﷺ فَمَرَضَ فَاتَاهُ النَّبِيُّ ﷺ يَعُودُهُ فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَقَالَ لَهُ أَسْلِمَ فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَهُوَ عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ أَطِيعَ أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ فَأَسْلَمَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ يَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ.

১২৬৬. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একটি ইয়াহুদী বালক নবী স.-এর খেদমত করতো। সে পীড়িত হয়ে পড়লে নবী স. তাকে দেখতে গেলেন। তিনি তার মাথার কাছে বসলেন এবং বললেন, তুমি ইসলাম গ্রহণ কর। বালকটি তখন তার পিতার দিকে চেয়ে দেখল। তার পিতা কাছেই উপস্থিত ছিল। সে বললো, আবুল কাসেম [নবী স.] যা বলছেন তা-ই কর। সুতরাং ছেলেরা ইসলাম গ্রহণ করলো। নবী স. সেখান থেকে বের হয়ে এসে বললেন, সকল প্রশংসা সেই মহান আল্লাহর, যিনি তাকে (বালকটিকে) জাহান্নাম থেকে রক্ষা করলেন।

১২৬৭. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ كُنْتُ أَنَا وَأُمِّي مِنَ الْمُسْتَضْعَفِينَ أَنَا مِنَ الْوِلْدَانِ وَأُمِّي مِنَ النِّسَاءِ.

১২৬৭. ইবনে আব্বাস রা. বর্ণনা করেন, আমি ও আমার মা ছিলাম অসহায়দের অন্তর্ভুক্ত। আমি ছিলাম শিশু আর আমার মা ছিলেন মহিলা।

১২৬৮. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ يُصَلِّي عَلَى كُلِّ مَوْلُودٍ مُتَوَفًى وَإِنْ كَانَ لِغِيَّةٍ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ وُلِدَ عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ يَدْعِي أَبَوَاهُ الْإِسْلَامَ أَوْ أَبُوهُ خَاصَّةً وَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ عَلَى غَيْرِ الْإِسْلَامِ إِذَا اسْتَهْلَ صَارِحًا صَلَّي عَلَيْهِ وَلَا يُصَلِّي عَلَى مَنْ لَا يَسْتَهْلُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ سَقِطُ فَإِنْ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُحَدِّثُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُؤَدُّ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يَهُودَانِهِ أَوْ يُنَصْرَانِهِ أَوْ يُمَجْسَانِهِ كَمَا تَنْتُجُ الْبَهِيمَةُ بِبَهِيمَةٍ جَمْعَاءَ هَلْ تَحْسُونُ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ : فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا الْآيَةُ .

১২৬৮. ইবনে শিহাব রা. বলেছেন, প্রতিটি নবজাত মৃত শিশুর নামাযে জানাযা আদায় করতে হবে, যদিও সে ব্যাভিচারিণীর সন্তানও হয়। কেননা সে ইসলামী স্বভাব ও প্রকৃতি নিয়েই জন্মগ্রহণ করেছে। যদি তার পিতা-মাতা উভয়েই ইসলামের দাবীদার (মুসলমান) হয় অথবা শুধু পিতা ইসলামের দাবীদার হয় এবং মাতা ইসলামের অনুসারী না থাকে আর জন্মের পর সে (শিশুটি) যদি চিৎকার করে (কেঁদে) থাকে, তবে তার নামাযে জানাযা পড়া হবে। কিন্তু যে শিশু চিৎকার করে কাঁদবে না, তার নামাযে জানাযা আদায় করা হবে না। কেননা, সে গর্ভপাতে নষ্ট হয়েছে। আবু হুরাইরা রা. বর্ণনা করেছেন যে, নবী স. বলেছেন, এমন কোনো শিশু নেই, যে ইসলামী স্বভাবের ওপর জন্মগ্রহণ করে না। কিন্তু তার পিতামাতা তাকে ইয়াহুদী, খৃষ্টান অথবা অগ্নিউপাসক করে গড়ে তোলে। অর্থাৎ তারা নিজেরা যেটার অনুসরণ করে উক্ত শিশুকেও সেই মতাবলম্বী করে গড়ে তোলে। যেমন চতুষ্পদ জন্তু নিখুঁত চতুষ্পদ জন্তু রূপেই ভূমিষ্ঠ হয়ে থাকে। তোমরা কি তার নাক বা অন্য কোনো অংশ কাটা দেখতে পাও? এরপর আবু হুরাইরা রা. কুরআনের এ আয়াতের আবৃত্তি করলেন : فَطَرَهُ اللَّهُ الَّذِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا (এটিই) আল্লাহর নিয়ম বা প্রকৃতি যার ওপর তিনি সকল মানুষকে সৃষ্টি করেছেন।

১২৬৯. أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ كَمَا تُنتَجُ الْبَهِيمَةُ بِهَيْمَةٍ هَلْ تَحْسُونُ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءِ ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : فَطَرَهُ اللَّهُ الَّذِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا. لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ .

১২৬৯. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, এমন কোনো শিশু নেই, যে ইসলামী স্বভাবের ওপর জন্মগ্রহণ করে না। কিন্তু তার পিতামাতা তাকে ইয়াহুদী, খৃষ্টান অথবা অগ্নিউপাসক করে গড়ে তোলে। (অর্থাৎ পিতা-মাতা যে ধর্ম বিশ্বাস বা মতামত পোষণ করে সন্তানকেও ঠিক সেই বিশ্বাসে বিশ্বাসী করেই গড়ে তোলে)। যে রূপ চতুষ্পদ জন্তু নিখুঁত একটা চতুষ্পদ জন্তুরূপেই ভূমিষ্ঠ হয়। তোমরা তার নাক বা অন্য কোনো অঙ্গ কাটা দেখতে পাও কি? অতপর আবু হুরাইরা রা. কুরআনের এ আয়াত আবৃত্তি করলেন, (এটিই) আল্লাহর নিয়ম বা প্রকৃতি যার ওপর তিনি সকল মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর এ নিয়ম বা প্রকৃতিতে কোনো পরিবর্তন নেই। এটিই সুপ্রতিষ্ঠিত ও সরল সঠিক দীন।—(আল কুরআন)

৮০. অনুচ্ছেদ : মুশরিক মৃত্যুর সময় لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ) বললে।

১২৭০. عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبٍ الْوَفَاةَ جَاءَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَوَجَدَ عِنْدَهُ أَبَا جَهْلٍ بْنُ هِشَامٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا بِيَّ طَالِبٍ يَا عَمُّ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَلِمَةً أَشْهَدُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللَّهِ فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ يَا أَبَا

طَالِبٍ اَتَرَعْبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَغْرِضُهَا عَلَيْهِ وَيَعُودَانِ بِتِلْكَ الْمَقَالَةِ حَتَّى قَالَ أَبُو طَالِبٍ اٰخِرَ مَا كَلَّمَهُمْ بِهِ هُوَ عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَابْنِي اَنْ يَقُولَ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اَمَّا وَاللّٰهِ لَا سَتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ اَنْتَ عَنْكَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِيْهِ : مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ : الْاِيَةِ .

১২৭০. সাঈদ ইবনে মুসাইয়িব রা. তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। আবু তালিবের মৃত্যুর লক্ষণসমূহ স্পষ্ট হয়ে উঠলে রসূলুল্লাহ স. তার কাছে গেলেন। সেখানে তিনি আবু জাহল ইবনে হিশাম ও আবদুল্লাহ ইবনে আবু উমাইয়া ইবনে মুগীরাহকে উপস্থিত দেখতে পেলেন। বর্ণনাকারী বলেছেন, রসূলুল্লাহ স. আবু তালিবকে বললেন, হে আমার চাচা! আপনি 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' একথাটি বলুন। এর দ্বারাই আমি আল্লাহর কাছে আপনার জন্য সাক্ষ্য প্রদান করবো। তখন আবু জাহল ও আবদুল্লাহ ইবনে আবু উমাইয়া বললো, হে আবু তালিব! তুমি কি আবদুল মুত্তালিবের মিল্লাত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে (পরিত্যাগ করবে)? রসূলুল্লাহ স. বার বার তাঁর কথাটি পেশ করতে থাকলেন আর তারা দুজনও (আবু জাহল ও আবদুল্লাহ ইবনে আবু উমাইয়া) তাদের কথা বার বার বলতে থাকলো। এ ব্যাপারে আবু তালেব শেষ কথা যা বললেন তাহলো, তিনি আবদুল মুত্তালিবের মিল্লাতের ওপরই প্রতিষ্ঠিত থাকবেন। সাথে সাথে তিনি 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলতেও অস্বীকৃতি জানালেন। এতে রসূলুল্লাহ স. বললেন, আল্লাহর শপথ! তবুও যতক্ষণ না আমাকে নিষেধ করা হয় আমি আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবো। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ এ আয়াত নাযিল করলেন, “নবী এবং ঈমানদারদের পক্ষে মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা শোভা পায় না—যদিও তারা (মুশরিকরা) নিকটাত্মীয় হয়। কেননা, তারা জাহান্নামবাসী হবে এটা (তাদের কার্যকলাপের মাধ্যমেই) স্পষ্ট হয়ে গেছে।”-(সূরা আত তাওবা : ১১৩)

৮১. অনুচ্ছেদ : কবরের ওপর তাজা ডাল বা শাখা গেড়ে দেয়া। বুয়াইদা আসলামী অসিয়ত করেছিলেন যেন তাঁর কবরের ওপর দুটি শাখা গুঁতে দেয়া হয়। ইবনে উমর আবদুর রহমানের কবরের ওপর তাঁবু টাঙানো দেখে বললেন, হে বালক! ওটি সরিয়ে নাও। কেননা, তাঁর আমল বা কৃতকর্মই তাকে ছায়াদান করবে। খারেজা ইবনে ইয়াযীদ বর্ণনা করেছেন, আমি নিজেকে স্বপ্নে দেখলাম (সাবালক হলাম)। আর আমরা উসমানের সময়কালে যুবক ছিলাম। আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় লক্ষ প্রদানকারী তাকেই মনে করা হতো যে উসমান ইবনে মাযউনের কবর লাফ দিয়ে ডিঙ্গাতে সক্ষম হতো। উসমান ইবনে হাকীম বর্ণনা করেছেন, খারেজা (ইবনে যায়েদ) আমার হাত ধরে কবরের ওপর বসিয়ে দিলেন এবং তার চাচা ইয়াযীদ ইবনে সাবেত থেকে বর্ণনা করে আমাকে বললেন যে, তিনি (ইয়াযীদ ইবনে সাবেত) অযুহীন ব্যক্তির জন্য এরূপ করা (কবরের ওপর বসা) মাকরুহ বা অপসন্দনীয় মনে করতেন। নাফে' বর্ণনা করেছেন, ইবনে ওমর কবরের ওপর বসতেন।

১২৭১. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهٗ مَرَّ بِقَبْرَيْنِ يُعَذَّبَانِ فَقَالَ اِنَّهُمَا

لِيُعَذِّبَانَ وَمَا يُعَذِّبَانِ فِي كَبِيرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ ثُمَّ أَخَذَ جَرِيدَةً فَشَقَّهَا بِنِصْفَيْنِ ثُمَّ غَرَزَ فِي كُلِّ قَبْرِ وَاحِدَةٍ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ صَنَعْتَ هَذَا فَقَالَ لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَنْتَسِبَا .

১২৭১. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী স. দুটি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। দেখলেন, কবর দুটিতে আযাব হচ্ছে। তিনি বললেন, কবরের দুজন অধিবাসীকেই আযাব দেয়া হচ্ছে। অবশ্য কোনো বড় গোনাহের কারণে তাদেরকে আযাব দেয়া হচ্ছে না। একজনকে এজন্য আযাব দেয়া হচ্ছে যে, সে পেশাব থেকে সাবধানতা অবলম্বন করতো না এবং অপরজন গীবত (পরনিন্দা) করে বেড়াত। এরপর তিনি একটি তাজা ডাল ভাঙলেন এবং সেটা দু' টুকরো করলেন এবং প্রত্যেক কবরে একখানা করে পুঁতে দিলেন। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রসূল! কি উদ্দেশ্যে আপনি এরূপ করলেন? জবাবে তিনি বললেন, যতক্ষণ এ দুটি শুকিয়ে না যাবে ততক্ষণ তাদের আযাব লঘু করা হবে।

৮২. অনুচ্ছেদ ৪ কবরের পাশে মুহাদ্দিসের নসীহত প্রদান এবং সাধীদের তার চারদিকে বসা।

১২৭২. عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كُنَّا فِي جَنَازَةٍ فِي بَقِيعِ الْغَرْقَدِ فَأَتَانَا النَّبِيُّ ﷺ فَقَعَدَ وَقَعَدْنَا حَوْلَهُ وَمَعَهُ مِخْصَرَةٌ فَنَكَّسَ فَجَعَلَ يَنْكُتُ بِمِخْصَرَتِهِ ثُمَّ قَالَ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ مَا مِنْ نَفْسٍ مَنفُوسَةٍ إِلَّا كُتِبَ مَكَانُهَا مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَالْأَقْدُ كُتِبَتْ شَقِيَّةٌ أَوْ سَعِيدَةٌ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا نَتَكَلَّمُ عَلَى كِتَابِنَا وَنَدْعُ الْعَمَلَ فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَسَيَصِيرُ إِلَى عَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ وَأَمَّا كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ فَسَيَصِيرُ إِلَى عَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ قَالَ أَمَّا أَهْلِ السَّعَادَةِ فَيُيسَّرُونَ لِعَمَلِ السَّعَادَةِ وَأَمَّا أَهْلِ الشَّقَاوَةِ فَيُيسَّرُونَ لِعَمَلِ الشَّقَاوَةِ ثُمَّ قَرَأَ : فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى : الْآيَةَ .

১২৭২. আলী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'বাকীউল গারকাদ' নামক স্থানে এক জানাযায় উপস্থিত ছিলাম। ইতিমধ্যে নবী স. আমাদের কাছে আগমন করলেন এবং বসে পড়লেন। আমরাও তাঁর চারদিকে বসে পড়লাম। তাঁর কাছে একটি ছড়ি ছিল। তিনি আস্তে আস্তে ছড়িখানা দিয়ে মাটির ওপর আঘাত করছিলেন। এ সময় তিনি বললেন, এমন কোনো প্রাণী নেই, জাহান্নাম বা জান্নাতে যার জায়গা নির্দিষ্ট করা হয়নি অথবা

সৌভাগ্যশালী বা দুর্ভাগা বলে নির্দিষ্ট হয়নি। (একথা শুনে) এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রসূল! আমরা কি আমাদের সেই লিখিত ভাগ্যের ওপর নির্ভর করে আমল বা কাজ কর্ম পরিত্যাগ করবো না? কেননা আমাদের যারা সৌভাগ্যশালী বলে লিখিত হয়েছে তারা অচিরেই সৌভাগ্যশালীদের মত কাজ করতে অগ্রসর হবে আর যারা ভাগ্যাহত বলে লিখিত তারাও অচিরে সে মতে কাজ করতে অগ্রসর হবে। জবাবে রসূলুল্লাহ স. বললেন, সৌভাগ্যশালীদের জন্য সৌভাগ্যের কাজ করা সহজ করে দেয়া হয় আর দুর্ভাগাদের জন্য দুর্ভাগ্যের কাজ করা সহজ করে দেয়া হয়। এরপর তিনি (তঁার কথার সমর্থনে) কুরআনের এ আয়াত আবৃত্তি করলেন, وَأَعْطَىٰ مَنَٰمًا ۖ وَآتَىٰ ۖ “যে আল্লাহর উদ্দেশ্যে দান করলো এবং তাকওয়ার পথ অনুসরণ করলো।”

৮৩. অনুচ্ছেদ : আত্মহত্যাকারী সম্পর্কে।

১২৭২. عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا فَهُوَ كَمَا قَالَ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحِدِيدَةٍ عَذَّبَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَقَالَ حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنِ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا جُنْدُبٌ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ فَمَا نَسِينَا وَمَا نَخَافُ أَنْ يَكْذِبَ جُنْدُبٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كَانَ بِرَجُلٍ جِرَاحٌ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَقَالَ اللَّهُ بَدَرْنِي عَبْدِي بِنَفْسِهِ حَرَمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ.

১২৭৩. সাবেত ইবনে দাহ্‌হাক নবী স. থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী স. বলেছেন, যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া ইচ্ছাকৃতভাবে অন্য কোনো ধর্মের অনুসারী বলে মিথ্যা শপথ করে তাকে উক্ত ধর্মের লোক বলেই গণ্য করা হবে। আর যে ব্যক্তি কোনো লোহার অস্ত্র দ্বারা আত্মহত্যা করে তাকে সে অস্ত্র দিয়েই জাহান্নামে শাস্তি দেয়া হবে।

অন্য একটি সূত্রে হাজ্জাজ ইবনে মিনহাল, জাবির ইবনে হায়েম এবং হাসানের মাধ্যমে বর্ণনাকারী জুনদুব থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী স. বলেছেন :

كَانَ بِرَجُلٍ جِرَاحٌ قَتَلَ نَفْسَهُ فَقَالَ اللَّهُ بَدَرْنِي عَبْدِي بِنَفْسِهِ حَرَمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ .

এক ব্যক্তি আহত হয়েছিল। সে আত্মহত্যা করলে আল্লাহ বললেন, আমার বান্দা বড় তাড়াহুড়া করলো। সে নিজেই নিজেকে হত্যা করলো। আমি তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিলাম।

১২৭৪. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ الَّذِي يَخْتُقُّ نَفْسَهُ يَخْنُقُهَا فِي النَّارِ وَالَّذِي يَطْعَنُهَا يَطْعَنُهَا فِي النَّارِ .

১২৭৪. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. বলেন, যে ফাঁসী লাগিয়ে বা গলা টিপে আত্মহত্যা করে, জাহান্নামে সে নিজেই নিজেকে অনুরূপভাবে শাস্তি

দিবে। আর যে ব্যক্তি বর্শা বিধিয়ে আত্মহত্যা করে, জাহান্নামে সে নিজেই নিজেকে বর্শা বিধিয়ে শাস্তি দিবে।

৮৪. অনুচ্ছেদ : মুনাফিকদের নামাযে জানাযা পড়া এবং মুশরিকদের জন্য দোআ করা মাকরুহ। ইবনে উমর এ হাদীসটি নবী স. থেকে বর্ণনা করেছেন।

১২৭৫. عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ لَمَّا مَاتَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي إِبْنِ سُلَيْمٍ دُعِيَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَلَمَّا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَتَبَتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتُصَلِّيَ عَلَى ابْنِ أَبِي وَقَدْ قَالَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا أَعَدُّ عَلَيْهِ قَوْلَهُ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ أَخْرَ عَنِّي يَا عُمَرُ فَلَمَّا أَكْثَرْتُ عَلَيْهِ قَالَ إِنِّي خَيْرْتُ فَأَخْتَرْتُ لَوْ أَعْلَمُ أَنِّي إِنْ زِدْتُ عَلَى السَّبْعِينَ فَغُفِرَ لَهُ لَزِدْتُ عَلَيْهَا قَالَ فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ انْصَرَفَ فَلَمْ يَمُكُثْ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى نَزَلَتْ الْآيَتَانِ مِنْ بَرَاءَةِ : وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا... وَهُمْ فَاسِقُونَ : قَالَ فَعَجِبْتُ بَعْدَ مِنْ جُرْأَتِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ وَاللَّهِ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ .

১২৭৫. উমর ইবনে খাত্তাব রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সলুল মারা গেলে রসূলুল্লাহ স.-কে তার জানাযার নামায পড়ার জন্য ডাকা হলো। রসূলুল্লাহ স. তার জানাযা পড়তে উঠে দাঁড়ালে (অর্থাৎ জানাযা পড়তে যেতে উদ্যত হলে) আমি তাঁর কাছে ছুটে গিয়ে বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনি কি আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের জানাযা পড়তে চান? অথচ সে তো অমুক অমুক দিন অমুক অমুক কথা বলেছিল। এরপর আমি এক এক করে তার ভূমিকা তুলে ধরতে থাকলাম। (এসব শুনে) রসূলুল্লাহ স. মুচকি হাসি দিয়ে বললেন, হে উমর, আমার পেছনে চলে যাও। যখন আমি অনেক কিছু বলতে শুরু করলাম, তখন তিনি বললেন, আমাকে এ ব্যাপারে ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে। আমি সেই ইখতিয়ারকে কাজে লাগাচ্ছি। যদি আমি জানতাম যে, আমি তার জন্য সম্ভাব্যতার অধিক আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলে তাকে ক্ষমা করা হবে, তবে আমি সম্ভাব্যতারও বেশী ক্ষমা চাইতাম। উমর রা. বর্ণনা করেন, তিনি [নবী স.] তার জানাযা পড়লেন এবং ফিরে দাঁড়ালেন। এর অল্পক্ষণ পরেই সূরা বারায়াতের দুটি আয়াত নাযিল হলো, “হে নবী! তাদের মধ্যে যারা মৃত্যুবরণ করে তাদের কারো জন্যই তুমি কখনোই দোআ বা ক্ষমা প্রার্থনা করো না। (নামাযে জানাযা পড়ো না) কিংবা তাদের কবরের পাশে দাঁড়াও না। কেননা, তারা আল্লাহ ও রসূলকে অস্বীকার করেছে এবং এমতাবস্থায়ই মারা গেছে। সুতরাং তারা ফাসেক।” উমর রা. বলেন, পরে আমি রসূলুল্লাহ স.-এর সামনে আমার ঐ দিনের এ সাহসিকতার জন্য বিস্মিত হয়েছি। কেননা, আল্লাহ ও তাঁর রসূলই অধিক পরিজ্ঞাত।

৮৫. অনুচ্ছেদ : মৃত ব্যক্তির প্রশংসা করা।

১২৭৬. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَقُولُ مَرُّوا بِجَنَازَةٍ فَاتَّنَوُا عَلَيْهَا خَيْرًا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَجِبَ ثُمَّ مَرُّوا بِأُخْرَى فَاتَّنَوُا عَلَيْهَا شَرًّا، فَقَالَ وَجِبَ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مَا وَجِبَ قَالَ هَذَا أَتَّيَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا فَوَجِبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَهَذَا أَتَّيَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا فَوَجِبَتْ لَهُ النَّارُ أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ .

১২৭৬. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা একটি জানাযার কাছ দিয়ে যাবার সময় তারা লোকটির প্রশংসা করলে নবী স. বললেন, ওয়াজিব বা অবশ্যজ্ঞাবী হয়ে গেল। এরপর আরেকটি জানাযার কাছ দিয়ে অতিক্রমকালে তারা সেই মৃত ব্যক্তির নিন্দাবাদ ও বদনাম করলে নবী স. বললেন, ওয়াজিব বা অবশ্যজ্ঞাবী হয়ে গেল। (একথা শুনে) উমর ইবনুল খাত্তাব নবী স.-কে জিজ্ঞেস করলেন, কি ওয়াজিব হলো? জবাবে তিনি বললেন, এ লোকটি—যার তোমরা প্রশংসা করলে, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেল। আর যে লোকটির তোমরা নিন্দাবাদ বা বদনাম করলে তার জন্য জাহান্নাম ওয়াজিব হয়ে গেল। কেননা, পৃথিবীতে তোমরা আল্লাহর সাক্ষী।

১২৭৭. عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ وَقَدْ وَقَعَ بِهَا مَرَضٌ فَجَلَسْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَمَرَّتْ بِهِمْ جَنَازَةٌ فَأَتَنِي عَلَى صَاحِبِهَا خَيْرًا فَقَالَ عُمَرُ وَجِبَتْ ثُمَّ مَرُّ بِأُخْرَى فَأَتَنِي عَلَى صَاحِبِهَا خَيْرًا، فَقَالَ وَجِبَتْ، ثُمَّ مَرُّ بِالثَّالِثَةِ فَأَتَنِي عَلَى صَاحِبِهَا شَرًّا، فَقَالَ وَجِبَتْ، قَالَ أَبُو الْأَسْوَدِ فَقُلْتُ وَمَا وَجِبَتْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ قُلْتُ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَيُّمَا مُسْلِمٍ شَهِدَ لَهُ أَرْبَعَةٌ بِخَيْرٍ ادْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ فَقُلْنَا وَثَلَاثَةٌ قَالَ وَثَلَاثَةٌ فَقُلْنَا وَاثْنَانِ قَالَ وَاثْنَانِ ثُمَّ لَمْ نَسْأَلْهُ عَنِ الْوَاحِدِ .

১২৭৭. আবুল আসওয়াদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি মদীনা আগমন করলে দেখলাম, সেখানে একটি রোগ ছড়িয়ে পড়েছে। আমি উমর ইবনে খাত্তাবের কাছে বসলাম। সেখান দিয়ে একটি জানাযা অতিক্রম করলে মৃত ব্যক্তির প্রশংসা করা হলো। এতে উমর রা. বললেন, ওয়াজিব হয়ে গেল। এরপর আরেকটি জানাযা অতিক্রম করলেও মৃত ব্যক্তির প্রশংসা করা হলে তিনি (উমর) বললেন, ওয়াজিব হয়ে গেল। তারপর তৃতীয় আরেকটি জানাযা অতিক্রম করলে মৃত ব্যক্তির নিন্দাবাদ করা হলে এবারও তিনি বললেন, ওয়াজিব হয়ে গেল। আবুল আসওয়াদ বর্ণনা করেন, আমি তখন বললাম, হে আমীরুল মু'মিনীন! কি ওয়াজিব হলো? উত্তরে উমর রা. বললেন, নবী স. যা বলেছিলেন আমিও ঠিক তাই বললাম। তিনি বলেছেন, কোনো মুসলমান সম্পর্কে চারজন যদি ভাল কথা বলে, আল্লাহ

সেই মুসলমানকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আবুল আসওয়াদ বলেন, আমরা জিজ্ঞেস করলাম, যদি তিনজন বলে তাহলে ? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তিনজন হলেও। আমরা আবার বললাম, যদি দুজন হয়, তাহলে ? তিনি বললেন, হ্যাঁ, দুজন হলেও। অতপর আমরা একজন সম্পর্কে আর জিজ্ঞেস করিনি।

৮৬. অনুচ্ছেদ : কবরের আযাব সম্পর্কে যেসব হাদীস বর্ণিত আছে। মহান আল্লাহর বাণী :

بَابُ مَا جَاءَ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ وَقَوْلُ اللَّهِ : وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ ، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْهُونُ هُوَ الْهُونُ وَالْهُونُ الرَّفْقُ وَقَوْلُهُ : سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يَرُدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ ، وَقَوْلُهُ : وَحَاقَ بِأَلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ - النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا ، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ ، ادْخُلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ .

“হে নবী ! যদি আপনি বালেমদের ঐ সময়ের অবস্থা দেখতেন, যখন তারা মৃত্যুর কঠিন আযাবে ভুগতে থাকবে আর ফেরেশতাগণ নিজেদের হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলবে, নিজেরাই নিজেদের প্রাণ বের করে আনো। তোমাদের আমলের বিনিময়ে আজ তোমাদেরকে কঠিন লাঞ্ছনাকর আযাব দেয়া হবে। (সূরা আল আনআম : ৯৩)। আবু আবদুল্লাহ ইমাম বুখারী র. বলেছেন : (হুন) হুন আর (হুন) হাওন শব্দদ্বয়ের মধ্যে পার্থক্য হলে, (হুন) ‘হুন’ অর্থ আযাব বা শাস্তি যা লাঞ্ছনাকর আর (হুন) ‘হাওন’ শব্দের অর্থ হলো বিনম্রতা, বিনয়ীভাব। আল্লাহর বাণী :

سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يَرُدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ - التوبة : ১০১

“আমি তাদেরকে দু’বার আযাব দান করবো, এরপর আবার তাদেরকে কঠিন আযাবের জন্য নিয়ে যাওয়া হবে।”-সূরা আত তাওবা : ১০১

আল্লাহর বাণী :

وَحَاقَ بِأَلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا ، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ ، ادْخُلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ - المؤمن : ৪৫

“আর ফেরাউনের অনুসারীরা নিজেরাই নিকৃষ্টতম আযাবের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় তারা জাহান্নামের আগুনের সামনে আনীত হয়। আর কিয়ামতের সময় উপস্থিত হলে এই বলে নির্দেশ দেয়া হবে, ফেরাউনের অনুসারীদের কঠিন আযাবে নিক্ষেপ কর।”

১২৭৮. عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا أَقْعَدَ مُؤْمِنٌ فِي قَبْرِهِ أُتِيَ ثُمَّ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَذَلِكَ قَوْلُهُ يُثَبَّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ - ابراهيم : ২৭

১২৭৮. বারা ইবনে আযেব রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেছেন, ঈমানদার ব্যক্তিকে যখন তার কবরে তুলে বসানো হয় এবং তার কাছে ফেরেশতা পাঠানো হয়। সে তখন এ বলে সাক্ষ্য প্রদান করে, ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আল্লা মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ’ (আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। আর মুহাম্মাদ স. আল্লাহর রসূল) এ সম্পর্কেই আল্লাহ বলেছেন, একটি প্রতিষ্ঠিত কথা দ্বারা আল্লাহ তাআলা দুনিয়া ও আখেরাতে ঈমানদারদেরকে অবিচল রাখবেন। ৩০-সূরা ইবরাহীম : ২৭

১২৭৯. عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَخْبَرَهُ قَالَ اطَّلَعَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى أَهْلِ الْقَلْبِ فَقَالَ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا فَقِيلَ لَهُ تَدْعُو أَمْوَاتًا قَالَ مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لَا يُجِيبُونَ.

১২৭৯. ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী স. সেই কূপের কিনারে গিয়ে উঁকি দিলেন যেখানে বদর যুদ্ধে নিহত মুশরিকদের লাশ নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। তিনি তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমাদের রব যা ওয়াদা করেছিলেন, তোমরা অবিকল তা-ই পেয়েছ তো? তাঁকে [নবী স.-কে] বলা হলো, আপনি তো মৃতদেরকে সম্বোধন করছেন। তিনি বললেন, তোমরা তাদের চেয়ে কমই শুনতে পাও। (তারা তোমাদের চেয়ে বেশী শুনছে) কিন্তু তারা জবাব দিতে পারছে না।

১২৮০. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّهُمْ لَيَعْلَمُونَ الْآنَ أَنْ مَا كُنْتُ أَقُولُ لَهُمْ حَقٌّ ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : إِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتَى .

১২৮০. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. বলেছেন, এখন তারা অবশ্যই বুঝতে পারবে, আমি তাদেরকে যা বলতাম, তা সত্য। আল্লাহ তাআলা তো বলেছেন, হে নবী! তুমি মৃতদেরকে শোনাতে পারবে না।

১২৮১. عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ يَهُودِيَّةً دَخَلَتْ عَلَيْهَا فَذَكَرَتْ عَذَابَ الْقَبْرِ فَقَالَتْ لَهَا أَعَاذَكَ اللَّهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فَسَأَلَتْ عَائِشَةَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فَقَالَ نَعَمْ عَذَابُ الْقَبْرِ قَالَتْ عَائِشَةُ فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعْدُ صَلَّى صَلَاةً إِلَّا تَعَوَّذَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ زَادَ غُنْدَرُ عَذَابُ الْقَبْرِ حَقٌّ .

৩০. ওন্দার বলেছেন, উপরোক্ত সনদের মাধ্যমেই শো'বা আমার কাছে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি এতটুকু অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, يَثْبُتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا, আয়াতটি কবরের আযাব সম্পর্কে নাথিল হয়েছে।

১২৮১. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একজন ইয়াহুদী মহিলা তাঁর কাছে আগমন করে (কথা-প্রসঙ্গে) কবরের আযাবের কথা উল্লেখ করলো। সে বললো, আল্লাহ আপনাকে কবরের আযাব থেকে রক্ষা করুন। পরে আয়েশা রা. রসূলুল্লাহ স.-কে কবরের আযাব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, হ্যাঁ, কবরের আযাব সত্য। আয়েশা রা. বলেছেন, এরপর আমি রসূলুল্লাহ স.-কে এমন কোনো নামায পড়তে দেখিনি, যাতে তিনি কবরের আযাব থেকে (আল্লাহর কাছে) আশ্রয় প্রার্থনা করেননি।

১২৮২. اَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ تَقُولُ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَطِيبًا فَذَكَرَ فِتْنَةَ الْقَبْرِ الَّتِي يَفْتَنُ فِيهَا الْمَرْءُ فَلَمَّا ذَكَرَ ذَلِكَ ضَجَّ الْمُسْلِمُونَ ضَجَّةً.

১২৮২. আসমা বিনতে আবু বকর রা. বর্ণনা করেন, একদিন রসূলুল্লাহ স. বক্তৃতা করতে দাঁড়িয়ে কবরে মানুষকে যে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে সে সম্পর্কে বক্তব্যের মধ্যে বর্ণনা দিলেন। যখন তিনি বর্ণনা দিলেন তখন কবর আযাবের ভয়াবহতা শুনে মুসলমানগণ চিৎকার করে কেঁদে উঠলো।

১২৮৩. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرَعَ نَعَالِهِمْ أَتَاهُ مَلَكَانِ فَيَقُولَانِ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ لِمُحَمَّدٍ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ فَيَقَالُ لَهُ أَنْظِرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ قَدْ أَبْدَلَكَ اللَّهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الْجَنَّةِ فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا قَالَ قَتَادَةُ وَذَكَرْنَا أَنَّهُ يُفْسَحُ فِي قَبْرِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى حَدِيثِ أَنَسٍ قَالَ وَأَمَّا الْمُنَافِقُ أَوْ الْكَافِرُ فَيَقَالُ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ، فَيَقَالُ لَا دَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ وَيُضْرَبُ بِمِطْرَاقٍ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً فَيَصِيحُ صِيحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ غَيْرُ الثَّقَلَيْنِ.

১২৮৩. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, বান্দাকে যখন কবরে রাখা হয় এবং তার সাথীরা (তার সাথে কবর পর্যন্ত যারা গিয়েছিল) ফিরে আসতে থাকে তখন সে (মৃত ব্যক্তি) তাদের জুতার (খটখট) আওয়াজ শুনতে পায়। এমতাবস্থায় তার কাছে দুজন ফেরেশতা আসে এবং তাকে তুলে বসিয়ে মুহাম্মাদ স.-কে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করে, এ ব্যক্তি সম্পর্কে কি বলতে? মুমিন ব্যক্তি বলবে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি তিনি আল্লাহর বান্দা ও রসূল। তখন তাকে বলা হবে, জাহান্নামে তোমার স্থান দেখে নাও। এটার পরিবর্তে আল্লাহ তোমাকে জান্নাতে একটি স্থান দান করেছেন। সে তখন এক সাথে দুটি জায়গায়ই দেখতে পাবে। কাতাদাহ বর্ণনা করেছেন এবং আমার কাছেও বর্ণনা করা হয়েছে যে,

তার কবর প্রশস্ত করে দেয়া হয়। এরপর আবাব আনাস রা. বর্ণিত হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি (আনাস) বলেন, মুনাফিক অথবা কাকেরকে [নবী স.-কে দেখিয়ে] বলা হবে, এ ব্যক্তি সম্পর্কে তুমি কি বলতে? সে বলবে, আমি জানি না। লোকেরা যা বলতো আমিও তা-ই বলতাম। তখন তাকে বলা হবে, তুমি জানতে চাওনি অথবা পড়েও দেখনি। (অর্থাৎ জ্ঞান দ্বারাও বুঝতে সচেষ্ট হওনি এবং শুনেও গ্রহণ করনি)। এরপর লোহার হাতুড়ি দ্বারা তাকে এমনভাবে আঘাত করা হবে যে, তাতে সে ভয়ানকভাবে চিৎকার করতে থাকবে। জ্বিন ও মানুষ ছাড়া এ চিৎকার নিকটবর্তী সবাই শুনেতে পাবে।

৮৭. অনুচ্ছেদ : কবরের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা।

১২৮৬. عَنْ أَبِي أَيُّوبَ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَدْ وَجِبَتْ الشَّمْسُ فَسَمِعَ صَوْتًا فَقَالَ يَهُودُ تُعَذَّبُ فِي قُبُورِهَا .

১২৮৪. আবু আইয়ুব রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, সূর্য অস্তমিত হয়েছে এমন সময় নবী স. বের হলেন। তিনি একটি শব্দ শুনে পেয়ে বললেন, ইয়াহুদীকে তার কবরে আযাব দেয়া হচ্ছে।

১২৮৫. عَنْ ابْنَةِ خَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ بْنِ الْعَاصِ أَنَّهَا سَمِعَتْ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ .

১২৮৫. খালেদ ইবনে সাঈদ ইবনে আস রা.-এর কন্যা থেকে বর্ণিত। তিনি নবী স.-কে কবরের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতে শুনেছেন।

১২৮৬. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْعُو : اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَالِ .

১২৮৬. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ স. দোআ করতেন, হে আল্লাহ! আমি কবরের আযাব থেকে, জাহান্নামের আযাব থেকে, জীবন ও মৃত্যুকালীন ফেতনা থেকে এবং মসীহে দাজ্জালের ফেতনা থেকে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

৮৮. অনুচ্ছেদ : গীবাৎ (পরনিদ্রা) ও পেশাব থেকে অসাবধান থাকার কারণে কবর আযাব।

১২৮৭. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى قَبْرَيْنِ فَقَالَ اِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ مِنْ كَبِيرٍ ثُمَّ قَالَ بَلَى اَمَّا اَحَدُهُمَا فَكَانَ يَسْعَى بِالنَّمِيْمَةِ ، وَاَمَّا اَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ قَالَ ثُمَّ اَخَذَ عُوْدًا رَطْبًا فَكَسَرَهُ بِاِثْنَتَيْنِ ثُمَّ غَرَزَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى قَبْرِ ثُمَّ قَالَ لَعَلَّهُ يَخَفُّ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَبْيَسَا .

১২৮৭. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. দুটি কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় বললেন, এ দুটি কবরের অধিবাসীকে আযাব দেয়া হচ্ছে। কিন্তু কোনো বড় গোনাহের কারণে তাদেরকে আযাব দেয়া হচ্ছে না। তবে হ্যাঁ, তাদের দুজনের মধ্যে একজন পরিনন্দা চর্চা করে বেড়াত এবং অন্যজন পেশাব থেকে সাবধান থাকতো না। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর তিনি [নবী স.] গাছের একটি তাজা শাখা ভেঙ্গে দু' টুকরো করে এক এক টুকরো এক এক কবরে পুঁতে দিলেন এবং বললেন, হয়ত এ দুটি (শাখা) শুকিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত তাদের উভয়ের আযাব হালকা করা হবে।

৮৯. অনুচ্ছেদ : সকাল-সন্ধ্যা মৃত ব্যক্তির আবাস প্রদর্শন।

১২৮৮. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ عَرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَيُقَالُ هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

১২৮৮. আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, তোমাদের কেউ মারা গেলে সকাল ও সন্ধ্যায় জাহান্নাম অথবা জান্নাতে তোমাদের জায়গা দেখানো হবে। সে জান্নাতী হওয়ার উপযুক্ত হলে জান্নাতে এবং জাহান্নামী হওয়ার উপযুক্ত হলে জাহান্নামে তার জায়গা দেখানো হবে। তাকে বলা হবে এ হলো তোমার (উপযুক্ত) জায়গা। আল্লাহ তোমাকে কিয়ামতের দিন পুনর্জীবিত করে উঠাবেন এবং এ জায়গা দান করবেন।

৯০. অনুচ্ছেদ : জানাযার সময় বা পরে মৃত ব্যক্তির কথা বলা।

১২৮৯. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا وُضِعَتِ الْجَنَازَةُ فَاحْتَمَلَهَا الرَّجَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ فَإِنْ كَانَ صَالِحَةً قَالَ قَدَّمُونِي قَدَّمُونِي وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ يَا وَيْلَهَا أَيْنَ تَذْهَبُونَ بِهَا يَسْمَعُ صَوْتُهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الْإِنْسَانَ وَلَوْ سَمِعَهَا الْإِنْسَانُ لَصَعِقَ .

১২৮৯. আবু সাঈদ খুদরী রা. বর্ণনা করেন। রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, জানাযা প্রস্তুত হয়ে যাওয়ার পর লোকেরা যখন তা কাঁধে উঠিয়ে নেয়, যদি মৃত ব্যক্তি সৎকর্মশীল হয় তাহলে সে বলে, আমাকে দ্রুত নিয়ে চল, আমাকে দ্রুত নিয়ে চল। আর যদি সে সৎকর্মশীল না হয় তাহলে বলে, হায় ! হায় ! (আমাকে নিয়ে) তোমরা কোথায় যাচ্ছ। মানুষ ছাড়া তার এ ক্রন্দন ধ্বনি সবাই শুনতে পায়। মানুষ তা শুনতে পেলে অবশ্যই ভয়ে চিৎকার করে উঠতো।

৯১. অনুচ্ছেদ : মুসলমানদের নাবালগ মৃত সন্তান সম্পর্কে হাদীসে যা বলা হয়েছে। আবু হুরাইরা রা. নবী স. থেকে বর্ণনা করেছেন, কারো যদি তিনটি নাবালগ সন্তান মারা যায় তবে তারা জাহান্নামের আগুন থেকে ঐ ব্যক্তিকে আড়াল করে রাখবে। অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

১২৯০. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنَ النَّاسِ مُسْلِمٍ يَمُوتُ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ أَيَّاهُمْ.

১২৯০. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, যদি কোনো মুসলমানের তিনটি নাবালেগ সন্তান মারা যায়, সন্তানদের প্রতি তার স্নেহ-মমতার কারণে আল্লাহ তাকে জান্নাত দান করবেন।

১২৯১. عَنْ الْبَرَاءِ قَالَ لَمَّا تُوَفِّيَ إِبْرَاهِيمَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ لَهُ مَرْضِعًا فِي الْجَنَّةِ .

১২৯১. বারাআ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, [রসূলুল্লাহ স.-এর পুত্র] ইবরাহীম মারা গেলে রসূলুল্লাহ স. বললেন, জান্নাতে তার জন্য একজন দুধ মা থাকবে।

৯২. অনুচ্ছেদ ৪ : মুশরিকদের নাবালেগ সন্তান সম্পর্কে হাদীসে যা বলা হয়েছে।

১২৯২. عَنْ إِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ اللَّهُ إِنْ خَلَقَهُمْ أَعْلَمَ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ .

১২৯২. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুশরিকদের সন্তানদের সম্পর্কে রসূলুল্লাহ স.-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। তিনি জবাবে বললেন, যেহেতু আল্লাহ তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, অতএব তিনিই ভাল জানেন তারা জীবিত থাকলে কি করতো।

১২৯৩. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَقُولُ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذُرَارِيِّ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ اللَّهُ أَعْلَمَ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ .

১২৯৩. আবু হুরাইরা রা. বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ স.-কে মুশরিকদের সন্তানদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। জবাবে তিনি বললেন, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ-ই ভাল জানেন, বেঁচে থাকলে তারা কি ধরনের আমল করতো।

১২৯৪. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يَهُودَانِهِ أَوْ يَنْصَرَانِهِ أَوْ يُمَجْسَانِهِ كَمَثَلِ الْبَهِيمَةِ تُنْتَجِ الْبَهِيمَةُ هَلْ تَرَى فِيهَا جَدْعَاءَ

১২৯৪. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, প্রত্যেকটি নবজাত শিশু ইসলামী স্বভাব নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু পরে পিতা-মাতা তাকে ইয়াহুদী করে গড়ে তোলে অথবা নাসারা করে গড়ে তোলে অথবা অগ্নিপূজক করে গড়ে তোলে। ঠিক যেমন পশু চতুষ্পদ পশু জন্ম দেয়। তোমরা তাঁর নাক বা অন্যান্য অংশ কাটা দেখতে পাও কি ?

৯৩. অনুচ্ছেদ ৯৩

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا صَلَّى صَلَاةً أَقْبَلَ عَلَيْهَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ اللَّيْلَةَ رُؤْيَا قَالَ فَإِنْ رَأَى أَحَدٌ قَصَّهَا فَيَقُولُ مَا شَاءَ اللَّهُ فَسَأَلْنَا يَوْمًا فَقَالَ هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ رُؤْيَا قُلْنَا لَا قَالَ لَكِنِّي رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ آتِيَانِي فَأَخَذَ بِيَدِي فَأَخْرَجَانِي إِلَى الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ فَإِذَا رَجُلٌ جَالِسٌ وَرَجُلٌ قَائِمٌ بِيَدِهِ كُلُّوبٌ مِنْ حَدِيدٍ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ مُوسَى بِيَدِهِ كُلُّوبٌ مِنْ حَدِيدٍ يُدْخِلُهُ فِي شِدْقِهِ حَتَّى يَبْلُغَ قَفَاهُ ثُمَّ يَفْعَلُ بِشِدْقِهِ الْآخَرَ مِثْلَ ذَلِكَ وَيَلْتَمِسُ شِدْقَهُ هَذَا فَيَعُودُ فَيَصْنَعُ مِثْلَهُ قُلْتُ مَا هَذَا قَالَا انْطَلِقْ فَاَنْطَلَقْنَا حَتَّى آتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُضْطَجِعٍ عَلَى قَفَاهُ وَرَجُلٌ قَائِمٌ عَلَى رَأْسِهِ بِفَهْرٍ أَوْ صَخْرَةٍ فَيَشْدُخُ بِهِ رَأْسَهُ فَإِذَا ضَرَبَهُ تَدَهَدَهَ الْحَجَرُ فَاَنْطَلَقَ إِلَيْهِ لِيَأْخُذَهُ فَلَا يَرْجِعُ إِلَى هَذَا حَتَّى يَلْتَمِسَ رَأْسَهُ وَعَادَ رَأْسَهُ كَمَا هُوَ فَعَادَ إِلَيْهِ فَضَرَبَهُ قُلْتُ مَنْ هَذَا قَالَا انْطَلِقْ فَاَنْطَلَقْنَا إِلَى ثَقَبٍ مِثْلِ الثَّنُورِ أَعْلَاهُ ضَيْقٌ وَأَسْفَلُهُ وَاسِعٌ يَتَوَقَّدُ تَحْتَهُ نَارًا فَإِذَا اقْتَرَبَ ارْتَفَعُوا حَتَّى كَادَ أَنْ يَخْرُجُوا فَإِذَا خَمَدَتْ رَجَعُوا فِيهَا وَفِيهَا رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاءُ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا قَالَا انْطَلِقْ فَاَنْطَلَقْنَا حَتَّى آتَيْنَا عَلَى نَهْرٍ مِنْ دَمٍ فِيهِ رَجُلٌ قَائِمٌ عَلَى وَسَطِ النَّهْرِ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ حِجَارَةٌ فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ الَّذِي فِي النَّهْرِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ رَمَى الرَّجُلُ بِحَجَرٍ فِي فِيهِ فَرَدَّهُ حَيْثُ كَانَ فَجَعَلَ كُلَّمَا جَاءَ لِيَخْرُجَ رَمَى فِيهِ بِحَجَرٍ فَيَرْجِعُ كَمَا كَانَ فَقُلْتُ مَا هَذَا قَالَا انْطَلِقْ فَاَنْطَلَقْنَا حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى رَوْضَةٍ خَضْرَاءَ فِيهَا شَجَرَةٌ عَظِيمَةٌ وَفِي أَصْلِهَا شَيْخٌ وَصَبِيَانٌ وَإِذَا رَجُلٌ قَرِيبٌ مِنَ الشَّجَرَةِ بَيْنَ يَدَيْهِ نَارٌ يُوقِدُهَا فَصَعِدَا بِي فِي الشَّجَرَةِ وَأَدْخَلَانِي دَارًا لَمْ أَرَقَطُ أَحْسَنَ مِنْهَا فِيهَا رِجَالٌ شَبَابٌ وَشَبَابٌ وَنِسَاءٌ وَصَبِيَانٌ، ثُمَّ أَخْرَجَانِي مِنْهَا فَصَعِدَا بِي الشَّجَرَةَ فَأَدْخَلَانِي دَارًا هِيَ أَحْسَنُ وَأَفْضَلُ : فِيهَا شَبَابٌ وَشَبَابٌ فَقُلْتُ طَوَّفْتُمَانِي

الَّيْلَةَ فَأَخْبِرَانِي عَمَّا رَأَيْتُ قَالَا نَعَمْ : أَمَّا الَّذِي رَأَيْتَهُ يُشَقُّ شِدْقُهُ فَكَذَّابٌ يُحَدِّثُ بِالْكَذِبَةِ فَتُحْمَلُ عَنْهُ حَتَّى تَبْلُغَ الْأَفَاقَ فَيُصْنَعُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَالَّذِي رَأَيْتَهُ يُشَدُّ رَأْسُهُ فَرَجُلٌ عَلَّمَهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَنَامَ عَنْهُ بِاللَّيْلِ وَلَمْ يَعْمَلْ فِيهِ بِالنَّهَارِ يُفْعَلُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَالَّذِي رَأَيْتَهُ فِي الثَّقْبِ فَهُمْ الزُّنَاةُ وَالَّذِي رَأَيْتَهُ فِي النَّهْرِ أَكَلُوا الرِّبَا وَالشَّيْخُ فِي أَصْلِ الشَّجَرَةِ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالصَّبَّيَانُ حَوْلَهُ فَأَوْلَادُ النَّاسِ وَالَّذِي يُوقِدُ النَّارَ مَالِكُ خَازِنُ النَّارِ وَالِدَارُ الْأُولَى الَّتِي دَخَلَتْ دَارُ عَامَّةِ الْمُؤْمِنِينَ وَأَمَّا هَذِهِ الدَّارُ فَدَارُ الشُّهَدَاءِ وَأَنَا جِبْرِيلُ وَهَذَا مِيكَائِيلُ فَارْفَعْ رَأْسَكَ فَارْفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا فَوْقِي مِثْلُ السَّحَابِ قَالَا ذَاكَ مَنْزِلُكَ قُلْتُ دَعَانِي أَنْخُلْ مَنْزِلِي قَالَا إِنَّهُ بَقِيَ لَكَ عُمْرٌ لَمْ تَسْتَكْمِلْهُ فَلَوِ اسْتَكْمَلْتَ أَتَيْتَ مَنْزِلَكَ .

১২৯৫. সামুরা ইবনে জুনদুব রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. যখনই ফজরের নামায আদায় করতেন, নামায শেষে তিনি আমাদের দিকে ঘুরে বসতেন এবং বলতেন, আজ রাতে তোমাদের কেউ স্বপ্ন দেখেছে কি? সামুরা ইবনে জুনদুব রা. বলেন, এমতাবস্থায় কেউ স্বপ্ন দেখে থাকলে তা বর্ণনা করতো এবং তিনি আব্দুল্লাহ যেমন চাইতেন সেভাবে তার তা'বীর বা ব্যাখ্যা করতেন। একদিন তিনি আমাদেরকে স্বপ্ন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে বললেন, তোমাদের কেউ কি (আজ) স্বপ্ন দেখেছে? আমরা জবাব দিলাম, না, (আমরা কেউ স্বপ্ন দেখিনি)। তখন তিনি বললেন, আমি কিন্তু আজ রাতে স্বপ্নে দুজন লোককে দেখেছি। তারা আমার কাছে এসে আমার হাত ধরে এক পবিত্র স্থানে নিয়ে গেল। সেখানে দেখতে পেলাম, এক ব্যক্তি বসে আছে তার পাশেই এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের কোনো কোনো বন্ধু বলেছেন, তার হাতে আছে লোহার কাটা। সেটি সে বসা মানুষটির চোয়ালে ঢুকিয়ে দিচ্ছে এবং তা চিরে ফেলেছে এবং অনুরূপভাবে অপর চোয়ালেও ঢুকিয়ে তা চিরে ফেলেছে। ইতিমধ্যে তার প্রথমোক্ত চোয়ালটি জোড়া লেগে ভাল হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং সে এ চোয়ালটিতে আবার কাটা ঢুকিয়ে আগের মতো করছে। নবী স. বলেন, আমি বললাম, এ কি ব্যাপার? তারা দুজন বললো, চলুন। সুতরাং আমরা যেতে থাকলাম এবং এক ব্যক্তির কাছে পৌছলাম, সে চিত হয়ে শুয়ে আছে আর অপর এক ব্যক্তি মাথার কাছে এক খণ্ড পাথর হাতে দাঁড়িয়ে আছে এবং পাথরটি তার মাথার ওপর নিক্ষেপ করছে। যখন সে তাকে স্মরণে প্রস্তর খণ্ডটি ছিটকে মস্তক থেকে দূরে গিয়ে পড়ছে। লোকটি তা কুড়িয়ে আনছে। কিন্তু ফিরে আসার আগেই এ ব্যক্তির মাথা জোড়া লেগে পূর্বের মতই হয়ে যাচ্ছে। তারপর লোকটি ফিরে এসে পাথর দ্বারা আবার তাকে আঘাত করছে। নবী স. বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ লোকটি কে? তারা দুজন বললো, আগে চলুন। আমরা অগ্রসর হলাম এবং তন্মূলের মতো একটি গর্তের পাশে গিয়ে পৌছলাম। এটির উপরিভাগ ছিল সংকীর্ণ। কিন্তু নিম্নভাগ প্রশস্ত,

আর এর নীচে ছিল জ্বলন্ত আগুন। আগুনের শিখা যখন ওপরে উঠছে তখন ভিতরের লোকগুলো যেন বের হয়ে পড়বে বলে মনে হচ্ছে এবং আগুন যখন থেমে নিস্তেজ হয়ে যাচ্ছে তখন তারাও নীচে চলে যাচ্ছে। ঐ সংকীর্ণ মুখ গর্তের মধ্যে উলঙ্গ নারী ও পুরুষদের রাখা হয়েছে। নবী স. বলেন, আমি সাথী দুজনকে জিজ্ঞেস করলাম, একি কাণ্ড? তারা বললো, এগিয়ে চলুন। আমরা তখন অগ্রসর হলাম এবং একটি রক্ত নদীর কিনারে উপনীত হলাম, যার মধ্যে একটি লোক দাঁড়িয়ে আছে। ইয়াযীদ ইবনে হারম্মন এবং ওয়াহাব ইবনে জারীর ইবনে হাযেম বর্ণনা করেছেন, নদীর মাঝখানে একটি লোক দাঁড়িয়ে এবং নদীর তীরে অপর এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছে। তার সামনে কিছু পাথর রাখা আছে। ইতিমধ্যে নদীর মাঝখানে দণ্ডায়মান ব্যক্তি তীরের দিকে অগ্রসর হলো। এমনকি সে যখন তীরে উঠার চেষ্টা করলো তখন অপর লোকটি তার মুখের ওপর পাথর নিক্ষেপ করে তাকে পূর্বের জায়গায় ফিরিয়ে দিল। এভাবে যখন-ই সে তীরে উঠতে চাচ্ছে তখনই লোকটি তাকে পাথর ছুঁড়ে মারছে। আর সে যেখানে ছিল সেখানে ফিরে যেতে বাধ্য হচ্ছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, একি ব্যাপার দেখছি? তারা দুজন বললো, এগিয়ে চলুন। আমরা এগিয়ে চললাম এবং এমন একটি শ্যামল তরতাজা বাগিচায় প্রবেশ করলাম যেখানে একটি বিরাট গাছ ছিল। গাছটির নীচে এক বৃদ্ধ ও কিছু সংখ্যক শিশু বসেছিল। গাছটির অদূরেই একজন লোক তার সামনে আগুন জ্বালাচ্ছিল। আমার সাথী দুজন আমাকে নিয়ে গাছে আরোহণ করে আমাকে এমন একটি ঘরে প্রবেশ করিয়ে দিল যার চেয়ে উত্তম ও সুন্দর ঘর আমি কখনো দেখিনি। সেখানে যুবক, বৃদ্ধ, নারী ও শিশুরা অবস্থান করছিল। অতপর তারা দুজন সেখান থেকে আমাকে বের করে আনলো এবং পুনরায় আমাকে নিয়ে অন্য একটি গাছে আরোহণ করে এমন একটি ঘরে প্রবেশ করিয়ে দিল যা সর্বাপেক্ষা সুন্দর। আর সে ঘরের মধ্যে ছিল শুধুমাত্র বৃদ্ধ ও যুবকেরা।

[নবী স. বলেন,] আমি তাদেরকে (আমার দু' সাথীকে) বললাম, তোমরা তো আজ রাতে আমাকে ভ্রমণ করালে। এখন যেসব কিছু আমি দেখতে পেলাম সে সম্পর্কে আমাকে কিছু অবহিত কর। তারা বললো, হ্যাঁ, তাই করছি। যাকে আপনি দেখলেন যে, তার চোয়াল চিরে ফেলা হচ্ছে সে হলো মিথ্যাবাদী। সে মিথ্যা কথা বলে বেড়াতে। লোকেরা তার থেকে ঐ কথা শুনে অন্যদেরকে তা বলতো এবং এভাবে তা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তো। এখন কিয়ামত পর্যন্ত তার সাথে এ আচরণ করা হবে। যে ব্যক্তিকে দেখলেন যে, তার মাথা পাথরের আঘাতে চূর্ণ করা হচ্ছে, এ হলো সেই ব্যক্তি যাকে আব্বাহ কুরআনের জ্ঞান দান করেছিলেন, কিন্তু তা থেকে গাফেল হয়ে সে রাতে ঘুমিয়েছে আর দিনেও সে অনুসারে কাজ করেনি। তার সাথে কিয়ামত পর্যন্ত এ আচরণ করা হবে। যাদেরকে আপনি তন্দুর সদৃশ গর্তের মধ্যে দেখতে পেলেন তারা সবাই হলো ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীর দল। রক্তের নদীতে যাকে দেখলেন, সে হলো সুদখোর। গাছের নীচে যে বৃদ্ধকে দেখেছেন, তিনি হলেন ইবরাহীম আ. আর তার চতুর্দিকের শিশুরা হলো মৃত নাবালগ সন্তানগণ। যাকে আগুন জ্বালাতে দেখলেন, সে হলো জাহান্নামের ফেরেশতা মালেক। প্রথম যে ঘরে আপনি প্রবেশ করেছিলেন তা হলো সাধারণ ঈমানদারদের ঘর আর এটি হলো শহীদদের ঘর। আমি হলাম জিবরাঈল এবং ইনি হলেন মিকাইল। এরপর সে বললো, আপনি মাথা উঠান। আমি মাথা তুলে ওপরে মেঘমালায় ন্যায় কিছু দেখতে পেলাম। তারা দুজন বললো, ওটি আপনার জায়গা। আমি

বললাম, আপনারা আমাকে আমার জায়গায় যেতে দিন। জবাবে তারা দুজন বললেন, আপনার আয়ু তো এখনো অবশিষ্ট আছে। তা এখনো পূর্ণ হয়নি। আপনি তা পূরণ করলে, আপনার ঘরে যেতে পারবেন।

৯৪. অনুচ্ছেদ ৪ সোমবার দিন মৃত্যুবরণ করলে।

১২৭৬. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ فِي كَمْ كَفَنْتُمُ النَّبِيَّ ﷺ قَالَتْ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بَيْضٍ سَحْوَلِيَّةٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ وَقَالَ لَهَا فِي أَيِّ يَوْمٍ تَوَفَّى النَّبِيَّ ﷺ قَالَتْ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ قَالَ فَأَيُّ يَوْمٍ هَذَا قَالَتْ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ قَالَ أَرْجُو فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَ اللَّيْلِ فَتَنْظُرَ إِلَى ثَوْبٍ عَلَيْهِ كَانَ يُمَرِّضُ فِيهِ بِهِ رَدْعٌ مِنْ زَعْفَرَانٍ، فَقَالَ اغْسِلُوا ثَوْبِي هَذَا وَزَيِّدُوا عَلَيْهِ ثَوْبَيْنِ فَكَفَنْتُونِي فِيهَا قُلْتُ إِنَّ هَذَا خَلَقَ قَالَ إِنَّ الْحَيَّ أَحَقُّ بِالْجَدِيدِ مِنَ الْمَيِّتِ إِنَّمَا هُوَ لِلْمَهْلَةِ فَلَمْ يُتَوَفَّى حَتَّى أَمْسَى مِنْ لَيْلَةِ الثَّلَاثَاءِ وَدُفِنَ قَبِيلَ أَنْ يُصْبِحَ .

১২৯৬. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলছেন, আমি আবু বকরের কাছে গমন করলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কত খণ্ড কাপড়ে নবী স.-কে কাফন দিয়েছিলে? জবাবে তিনি (আয়েশা) বললেন, তিন খণ্ড সাদা সাহলী (জায়গার নাম) কাপড় দ্বারা। যার মধ্যে কোর্তা বা আমামা ছিল না। তিনি (আবু বকর) তাঁকে (আয়েশাকে) আবার জিজ্ঞেস করলেন, কোন্ দিনে তাঁর [নবী স.-এর] ওফাত হয়েছিল? তিনি বললেন, সোমবার দিন। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, আজকে কোন্ দিন? তিনি (আয়েশা) জবাব দিলেন, সোমবার। এরপর তিনি (আবু বকর) বললেন, আমি আশা করছি যে, রাতের মধ্যেই আমি চলে যাব। এরপর তিনি নিজের গায়ের কাপড়ের দিকে তাকালেন, অসুস্থ অবস্থায় যা তিনি পরিধান করেছিলেন এবং যাতে জাফরান রঙের কিছু আভা ছিল। তিনি বললেন, আমার এ জামা ধুয়ে দাও এবং এর সাথে আরও দু'খানা কাপড় যোগ করে তা দ্বারা আমাকে কাফন দিবে। (আয়েশা বলেন,) আমি তখন বললাম, এ কাপড় তো পুরান হয়ে গেছে। একথা শুনে তিনি বললেন, মৃত ব্যক্তির চেয়ে জীবিত লোকেরাই নতুন কাপড়ের অধিক হকদার। কেননা, মৃত ব্যক্তির কাফন তো পুঁজ ও গলিত পদার্থের জন্য। সে দিন থেকে মঙ্গলবারের সন্ধ্যার পূর্ব পর্যন্ত তিনি ওফাত পাননি। তিনি মঙ্গলবারে সন্ধ্যায় ওফাত পেয়েছিলেন এবং ভোর হবার আগেই তাকে দাফন করা হয়েছিল।

৯৫. অনুচ্ছেদ ৪ আকস্মিক মৃত্যু।

১২৭৭. عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ إِنَّ أُمَّيْ أَفْتَلَتُ نَفْسَهَا وَأَظَنُّهَا لَوْ تَكَلَّمْتُ تَصَدَّقَ فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ .

১২৯৭. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী স.-কে জিজ্ঞেস করলো, আমার মা আকস্মিকভাবে মৃত্যুবরণ করেছেন। আমার মনে হয় যদি তিনি কথা বলতে পারতেন

তাহলে কিছু দান-খয়রাত সম্পর্কে কথা বলতেন। এখন যদি আমি তার পক্ষ থেকে সদকা করি, তবে কি তিনি তার সওয়াব পাবেন? জবাবে নবী স. বলেন, হ্যাঁ, পাবেন।

৯৬. অনুচ্ছেদ : নবী স. আবু বকর ও উমরের কবর সম্পর্কে যাকিছু বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহর বাণী **فَأَقْبِرْهُ** তাকে কবরস্থ করলেন। **الرَّجُلُ أَقْبِرْتُ أَقْبِرُهُ الرَّجُلُ** তখন বলবে যখন তুমি কারোর জন্য কবর তৈরী করবে। **كَفَاتَا** অর্থাৎ কবরস্থ করা **قَبْرَتُهُ دَفْنَتْهُ** অর্থাৎ কবরস্থ করা হবে ও মৃত্যুর পর এর মধ্যে দাফন করা হবে।

১২৯৮. **عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيَتَعَذَّرُ فِي مَرْضِيهِ أَيْنَ أَنَا الْيَوْمَ أَيْنَ أَنَا غَدًا اسْتَبْطَاءَ لِيَوْمٍ عَائِشَةَ فَلَمَّا كَانَ يَوْمِي قَبَضَهُ اللَّهُ بَيْنَ سَخْرِي وَنَحْرِي وَدَفِنَ فِي بَيْتِي.**

১২৯৮. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ স. তার মৃত্যু পীড়ায় আয়েশার ঘরে থাকার দিন আসতে দেরী আছে দেখে ওয়র হিসেবে বলতেন, আজ আমি কোথায় আছি আর কালকেই বা কোথায় (কার ঘরে) থাকবো? হযরত আয়েশা রা. বলেন, অতপর আমার ঘরে থাকার দিনই আমার ক্রোড়ে মাথা রাখা অবস্থায় আল্লাহ তাঁকে উঠিয়ে নিলেন এবং আমার ঘরেই তাঁকে দাফন করা হলো।

১২৯৯. **عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي مَرْضِيهِ الَّذِي لَمْ يَقُمْ مِنْهُ لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ لَوْلَا ذَلِكَ أُبْرِزَ قَبْرُهُ غَيْرَ أَنَّهُ خَشِيَ أَوْ خَشِيَ أَنْ يَتَّخَذَ مَسْجِدًا وَعَنْ هِلَالٍ قَالَ كُنَّا نِي عُرْوَةَ بِنُ الرُّبَيْرِ وَلَمْ يُولَدْ لِي.**

১২৯৯. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. পীড়িত অবস্থায় বলেছিলেন, (এ পীড়া থেকে তিনি আর সুস্থ হয়ে ওঠেননি) ইয়াহুদী ও নাসারাদের ওপর আল্লাহর লানত। তারা তাদের নবীদের কবরসমূহকে মসজিদ বানিয়ে নিয়েছে। যদি এ আশংকা না হতো যে, তাঁর কবরকে মসজিদ (সিজদার জায়গা) বানানো হবে তবে তাঁর কবরকে চিহ্নিত করে দেয়া হতো।

১৩০০. **عَنْ سُفْيَانَ الثَّمَارِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ رَأَى قَبْرَ النَّبِيِّ ﷺ مُسْنَمًا.**

১৩০০. সুফিয়ান তাম্মার রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেছেন যে, তিনি নবী স.-এর কবর গম্বুজাকৃতি দেখেছেন।

১৩০১. **عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ لَمَّا سَقَطَ عَلَيْهِمُ الْحَائِطُ فِي زَمَانِ الْوَلِيدِ ابْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ أَخَذُوا فِي بِنَائِهِ فَبَدَتْ لَهُمْ قَدَمٌ فَفَزِعُوا وَظَنُوا أَنَّهَا قَدَمُ**

النَّبِيِّ ﷺ فَمَا وَجَدُوا أَحَدًا يَعْلَمُ ذَلِكَ حَتَّى قَالَ لَهُمْ عُرْوَةُ لَا وَاللَّهِ مَا هِيَ قَدَمُ
النَّبِيِّ ﷺ مَا هِيَ إِلَّا قَدَمُ عُمَرَ

১৩০১ (الف) وَعَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَوْصَتْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ لَا
تَدْفِنُنِي مَعَهُمْ وَأَدْفِنْنِي مَعَ صَوَاحِبِي بِالْبَقِيعِ لِأَزْكَى بِهِ أَبَدًا .

১৩০১. হিশাম ইবনে উরওয়া রা. তাঁর পিতা ও দাদার সূত্রে আয়েশা রা. থেকে বর্ণনা করেন যে, ওয়ালাদ ইবনে আবদুল মালেকের সময় [নবী স.-এর রওযার] দেয়াল যখন ধ্বংসে পড়ে তখন সবাই তা পুনর্নির্মাণ শুরু করলেন। হঠাৎ একটি পা বেরিয়ে পড়লো। সবাই এ ভেবে ভীত হয়ে পড়লো যে, এটি নবী স.-এর পা হবে। কিন্তু এ ব্যাপারে সঠিক জানে এমন কাউকেই তারা পেল না। অবশেষে উরওয়া তাঁদেরকে জানালেন, আল্লাহর শপথ! এটি রসূলুল্লাহ স.-এর পা নয়। বরং এটি অবশ্যই উমরের পা হবে। হিশাম তার পিতার মাধ্যমে আয়েশা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন।

১৩০১(ক). হিশাম ইবনে উরওয়া তার পিতা ও দাদার সূত্রে আয়েশা রা. থেকে বর্ণনা করেন, তিনি (আয়েশা) আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়েরকে অসিয়ত করেছিলেন, আমাকে তাঁদের [নবী স., আবু বকর ও উমর] পাশে দাফন করা না, বরং আমার সঙ্গিনীদের (সতীনদের) সাথে বাকীতে দাফন কর। কারণ, তাদের পাশে দাফন করলেই আমি পবিত্র হয়ে যাব না।

১৩০২. عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ الْأَوْدِيِّ قَالَ رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ
بْنُ عُمَرَ اذْهَبْ إِلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ فَقُلْ يَقْرَأُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَيْكَ
السَّلَامَ ثُمَّ سَلِّهَا أَنْ أُدْفِنَ مَعَ صَاحِبِي قَالَتْ كُنْتُ أُرِيدُهُ لِنَفْسِي فَلَاؤُثِرْنَهُ الْيَوْمَ
عَلَى نَفْسِي ، فَلَمَّا أَقْبَلَ قَالَ لَهُ مَا لَدَيْكَ قَالَ أَذْنْتُ لَكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ
مَا كَانَ شَيْءٌ أَهَمُّ إِلَيَّ مِنْ ذَلِكَ الْمَضْجِعِ فَإِذَا قُبِضْتُ فَاحْمِلُونِي ثُمَّ سَلِّمُوا ثُمَّ
قُلْ يَسْتَأْذِنُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَإِنْ أَذْنْتُ لِي فَأَدْفِنُونِي وَإِلَّا فَرُدُّونِي إِلَى مَقَابِرِ
الْمُسْلِمِينَ إِنِّي لَا أَعْلَمُ أَحَدًا أَحَقُّ بِهَذَا الْأَمْرِ مِنْ هَؤُلَاءِ النَّفَرِ الَّذِينَ تُوَفِّي
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ فَمَنْ اسْتَخْلَفُوا بَعْدِي فَهُوَ الْخَلِيفَةُ فَاسْمَعُوا
لَهُ وَأَطِيعُوا فَسَمِعَ عُثْمَانُ وَعَلِيٌّ وَطَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ
وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَوَلَجَ عَلَيْهِ شَابٌّ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ أَبْشِرْ يَا أَمِيرَ
الْمُؤْمِنِينَ بِنُبْشَرِي اللَّهُ كَانَ لَكَ مِنَ الْقَدَمِ فِي الْإِسْلَامِ مَا قَدْ عَلِمْتَ ثُمَّ
اسْتَخْلَفْتَ فَعَدَلْتَ ثُمَّ الشَّهَادَةُ بَعْدَ هَذَا كُلِّهِ فَقَالَ لَيْتَنِي يَا ابْنَ أَخِي وَذَلِكَ

كَفَافًا لَا عَلَى وَلَا لِي أَوْصِيَ الْخَلِيفَةَ مِنْ بَعْدِي بِالْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ خَيْرًا أَنْ
يَعْرِفَ لَهُمْ حَقَّهُمْ وَأَنْ يَحْفَظَ لَهُمْ حُرْمَتَهُمْ وَأَوْصِيَهُ بِالْأَنْصَارِ خَيْرًا الَّذِينَ
تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ أَنْ يَقْبَلَ مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَيَعْفَى عَنْ مُسِيئَتِهِمْ وَأَوْصِيَهُ بِذِمَّةِ
اللَّهِ وَذِمَّةِ رَسُولِهِ ﷺ أَنْ يُؤْفَى لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ وَأَنْ يُقَاتِلَ مِنْ وَرَانِهِمْ وَأَنْ لَا
يُكَلَّفُوا فَوْقَ طَاقَتِهِمْ .

১৩০২. আমার ইবনে মায়মুনা আওদী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমর ইবনে খাত্তাবকে দেখলাম, তিনি (নিজের পুত্রকে ডেকে) বললেন, হে আবদুল্লাহ ইবনে উমর ! তুমি উম্মুল মু'মিনীন আয়েশার কাছে গিয়ে বলো যে, উমর ইবনুল খাত্তাব আপনাকে সালাম জানাচ্ছেন। এরপর তাঁকে জিজ্ঞেস করো যে, আমি (উমর) আমার দু' সাথীর [নবী স. ও আবু বকর রা.] পাশে দাফন হতে চাই, এ ব্যাপারে তাঁর মত কি? এসব কথা শুনে তিনি (আয়েশা) বললেন, জায়গাটি আমি নিজের জন্য পসন্দ করে রেখেছিলাম। আজ আমি নিজের চেয়ে উমরকে অগ্রাধিকার দিচ্ছি। আবদুল্লাহ ইবনে উমর ফিরে আসলে উমর তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কি খবর নিয়ে এলে? তিনি (আবদুল্লাহ ইবনে উমর) বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন, আয়েশা আপনাকে অনুমতি দিয়েছেন। শুনে তিনি (উমর) বললেন, আজ ঐ নিদ্রার জায়গাটির (কবরের জায়গা) ব্যাপার ছাড়া গুরুত্ববহ আর কিছুই আমার কাছে ছিল না। আমি মৃত্যুবরণ করলে, আমাকে (তাঁর কাছে) বহন করে নিয়ে যাবে এবং সালাম জানিয়ে আরয করবে, উমর ইবনুল খাত্তাব আপনার কাছে অনুমতি প্রার্থনা করছেন, যদি তিনি (আয়েশা) অনুমতি প্রদান করেন, তবে সেখানেই দাফন করবে অন্যথায় মুসলমানদের কবরে (অর্থাৎ অন্যান্য মুসলমানদের যেখানে দাফন করা হয়, সেখানে) দাফন করবে। খেলাফতের দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে আমি তাঁদের চেয়ে উপযুক্ত আর কাউকে মনে করি না, ইন্তেকালের সময় রসূলুল্লাহ যাদের প্রতি খুশী ছিলেন। আমার পরে এঁরা যাকেই খলীফা মনোনীত করবে, তাঁর নির্দেশ শুনবে এবং তাঁর আনুগত্য করবে। অতপর তিনি উসমান, আলী, তালহা, যুযায়ের, আবদুর রহমান ইবনে আওফ এবং সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাসের নাম উল্লেখ করলেন। এ সময় একজন আনসার যুবক তাঁর কাছে আগমন করে বলে উঠলো, হে আমীরুল মু'মিনীন ! মহান ও পরাক্রমশালী আব্দুল্লাহর দেয়া শুভ সংবাদ গ্রহণ করুন। ইসলামে আপনার যে মর্যাদা ও অগ্রাধিকার তা আপনি নিজেই অবহিত আছেন। এরপর আপনি খলীফা নির্বাচিত হয়েও ইনসাফ ও ন্যায়বিচার করেছেন এবং এসবের পরে রয়েছে শাহাদাতের মর্যাদা। এসব কথা শুনে উমর বললেন, ভাতিজা, কতইনা উত্তম হতো যদি আমি শুধু নাজাতপ্রাপ্ত হতাম অর্থাৎ পুরস্কার যদি নাও পাই তবুও গোনাহর জন্য যদি পাকড়াও না হতাম, আমার জন্য কতই না উত্তম হতো। শাস্তি বা পুরস্কার কোনোটাই না পেয়ে যদি আমি নাজাত পেতাম তাহলে সেটাই আমার জন্য অত্যন্ত ভালো হতো। আমার পরে যিনি খলীফা মনোনীত হবেন, তাঁকে আমি মুহাজিরীনে আওয়ালীনদের (প্রথম হিজরতকারীগণ) সাথে উত্তম ব্যবহার, অধিকার প্রদান ও তাদের মর্যাদা এবং সন্ত্রম রক্ষার ব্যাপারে সর্বশেষ উপদেশ দান করছি। আনসারদের সাথেও উত্তম ব্যবহারের

উপদেশ প্রদান করছি, যারা নিজেদের (মুহাজিরদের) বাড়ী-ঘরে আশ্রয় দান করেছিল এবং ঈমান গ্রহণ করেছিল। এদের ইহসানকে (উপকারীর উপকারকে) স্বীকৃতি দিয়ে গ্রহণ এবং ছোট ছোট অপরাধকে ক্ষমা করতেও উপদেশ দান করছি। আল্লাহ ও রসূলের ~~অবফ~~ থেকে যিহাদারী গ্রহণের দায়িত্বের কথাও আমি তাদের শ্রবণ করিয়ে দিয়ে তাদেরকে দেয়া ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতি পালনে, তাদের পক্ষে তাদের শত্রুদের মুকাবিলা করতে এবং সামর্থ্যের বাইরে কোনো কিছু তাদের ওপর চাপিয়ে না দিতেও আমি উপদেশ প্রদান করছি।

৯৭. অনুচ্ছেদ : মৃত ব্যক্তিদের গাল-মন্দ দেয়া নিষিদ্ধ।

১৩.৩. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا.

১৩০৩. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. বলেছেন, তোমরা মৃত ব্যক্তিদেরকে গাল-মন্দ দিও না। কেননা, তারা যাকিছু করেছে তারা তার ফলাফলে মুখোমুখি পৌছে গেছে।

৯৮. অনুচ্ছেদ : মৃত ব্যক্তিদের মন্দ বিষয়গুলো আলোচনা করা।

১৩.৪. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ أَبُو لَهَبٍ عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ لِلنَّبِيِّ ﷺ تَبَّالَكَ سَائِرَ الْيَوْمِ فَتَزَلَّتْ : تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ .

১৩০৪. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু লাহাব নবী স.-কে বলেছিল, সারাটি দিন ধরেই যেন তোমার অকল্যাণ হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতেই নাযিল হয়েছিল সূরা লাহাব। “আবু লাহাবের হাত ভেংগে গেছে।”

১ম খণ্ড সমাপ্ত